উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাজ্যসভায় পদ্ম প্রার্থী কোয়েলই ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন

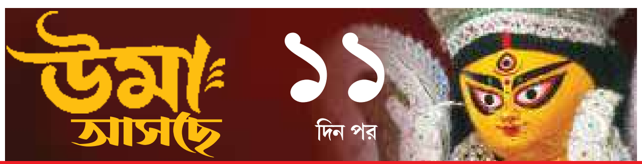

সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ ৭

যন্তরমন্তরে তৃতীয় দিনে প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 5 October 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 139

সময়ের কথা

ধর্ম ও জাতি পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উন্নয়নে মহারাজা

কুমার মৃদুলনারায়ণ

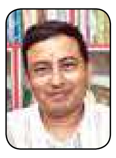

কাজ মানুষকে অমরত্ব দেয়। সমাজের জন্য কিছু কিছু অবদানের জন্য কাউকে কাউকে মানুষ মনে রাখে। কথাটা অনেক রাজার ক্ষেত্রেও সত্যি। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ তেমনই একজন রাজা। রাজত্ব ছিল কোচবিহারে। কিন্তু বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের জন্য কার্যত গোটা পৃথিবী তাঁকে চিনত। মৃত্যুর ১১৫ বছর পরেও তাই তিনি চর্চায় আছেন। মাটি-মানুষ আর সমাজজীবনের উন্নতির জন্য তাঁর অবদান স্মরণে থাকার মতো।

রবিবার তাঁর জন্মদিন পার হয়ে গেল। ১৮৬২ সালের ৪ অক্টোবর জন্ম হয়েছিল নৃপেন্দ্রনারায়ণের। কোচবিহারের গণ্ডি ছাপিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজের প্রভাব ভারতের ইতিহাসে ছাপ ফেলেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি শিক্ষা, সাহিত্য, খেলাধুলো, শিকার, পরিবহণ, স্থাপত্য, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পনামাফিক নগর নির্মাণ ইত্যাদির প্রসার তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত।

কোচবিহার রাজবংশের কাছে বরাবরই ধর্ম,

এরপর দশের পাতায়

ভাসছে শিক্ষা শৈশব স্বপ্ন

ভূতনির ত্রিফলা

সোয়েব আজম

ভূতনি, ৪ অক্টোবর : 'স্বপ্ন দেখেছিলাম ১০-১৫ দিন আগে- স্কুলের মাঠে ক্রিকেট খেলছি বন্ধুদের সঙ্গে।' ভূতনির কেশরপুর কলোনিতে নদীবাঁধের উপর তৈরি পলিথিনের ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিল অমরকুমার মাহাতো। নবরার জায়গির এমএসকে স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র অমরের স্বপ্ন ছাড়া বাস্তবে স্কুলে যাওয়ার উপায় নেই। এক মাস আগে তার স্কুল গঙ্গার জলে ডুবে যায়। তারপর থেকেই

- **প্লাবনে ডুবছে স্কুল, থমকাচ্ছে পড়াশোনা**
- **ভিটেমাটি হারিয়ে পরিযায়ী হচ্ছে কিশোর ও তরুণরা**
- **ভূতনিতে আর থাকতে চাইছে না কেউ**

স্কুল যাওয়া বন্ধ। যদিও পরিবারের দুর্গতি শুরু হয়েছে আরও আগে। দুই বছর আগের বর্ষায় নদীবাঁধ ভেঙে তলিয়ে যায় অমরদের বাড়ি। বাঁশের কাঠামোর ওপরে সরকারি ত্রিপলের যে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করেছিলেন বাবা-মা সেটা তলিয়ে গিয়েছে আরও দুইবার।

এই অবস্থাতেও অমর রোজ সকালে বাঁধের ওপর আর এক ঝুপড়িতে পরিমল স্যারের কাছে টিউশন পড়তে যায়। তবে স্কুলের বন্ধু প্রিন্স, কিশান আর রাকেশের কথা মনে পড়ে তার। স্কুল ছুটির পর পাশেই এক বাগানে তারা রোজ ক্রিকেট খেলত। বাঁশের তৈরি মাচার ওপর রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে সেই ছবি ভাসে অমরের চোখে।

ক্লাস নাইনে ওঠাও আর হয়নি তার। তবুও কেউ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমি ক্লাস নাইনে পড়ি'। পিঙ্কির দাদা জিতেন মাহাতো ছিলেন তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। পঞ্জাবে কাজে গিয়ে জ্বরের কবলে পড়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়

স্বপ্নে অমর এখনও ক্রিকেট খেলে। বাস্তবে তার স্কুলটাই গঙ্গায় ডুবে গিয়েছে। পিঙ্কির পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে সংসারের চাপে। শৈশব পেরোতেই ঝন্টুর ঠিকানা হয়েছে হায়দরাবাদ। ভূতনিতে গঙ্গা শুধু বাড়ি গিলছে না, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শৈশব, পড়াশোনা আর স্বপ্নও।

ঠাঁইনাড়া যেখানে মানুষের রোজনামচা। -সংবাদচিত্র

অমরের মতো পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার অবস্থা সবার নেই। যেমন, বছর পনেরোর পিঙ্কি মাহাতো। শেষবার সে স্কুলে গিয়েছিল দুই বছর আগে। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে তার ক্লাস নাইনে ওঠার কথা ছিল। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, জিতেনের। পরের বছরই গঙ্গায় তলিয়ে যায় তাদের বাড়ি। বাধ্য হয়ে সেই পঞ্জাবেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যান পিঙ্কির বাবা-মা। মেয়ে হওয়ার 'দোষে' কোপ পড়ে পিঙ্কির পড়াশোনায়। এখন ছোট ভাইয়ের দেখাশোনার পাশাপাশি, ঘরের সমস্ত কাজ সামলাতে হয় তাকেই।

পিঙ্কির মা অসহায় গলায় বলেন, 'বড় ছেলে চলে গেল, বাড়িঘর চলে গেল। মেয়েকে আর পড়াতে পারলাম না। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে লুধিয়ানায় যাই। ৬-৭ মাস, কখনও ২-৩ মাস ওখানে থাকি।'

গঙ্গা প্রতি বছর একটু একটু করে এগিয়ে এসে গিলে খেয়েছে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি-বাড়িঘর। ভিটেমাটি হারিয়ে মানুষ ঠাঁই নিয়েছে নদীবাঁধে। ভূতনিতে শুধু গত তিন বছরের প্লাবনে ৩-৪টি স্কুল তলিয়ে গিয়েছে নদীগর্ভে। প্রতি বর্ষায় জল ঢুকে যায় প্রায় সবক'টি স্কুলে। বাঁধের পরিস্থিতি দেখাতে গিয়ে মানিকচক কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্র সৈকতকুমার মণ্ডল বলেন, 'বুঝতেই পারছেন এই পরিবেশে পড়াশোনা কতটা কষ্টকর। থাকার জায়গা হয় না তো পড়শোনা আর কী করে করবে? কোনওরকমে মানুষ বেঁচে আছে।' ভূতনিজুড়েই রয়েছে হাজার হাজার অমর-পিঙ্কিরা। নদীভাঙন-প্লাবনে প্রতিবছর যাদের পড়াশোনায় ছেদ পড়ে,

এরপর দশের পাতায়

অবশেষে এনক্লোজারের বাইরে 'বক্সার রানি'। রবিবার বিকেলে।

এনবিইউ-তে বেতনে সংশয়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালের ৪৬০ জন অস্থায়ী কর্মীর প্রায় ৯৫ লাখ টাকা মাসিক বেতন দেওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। রবিবার বিশ্ববিদ্যালের প্রাক্তনী সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের সামনেই মঞ্চ থেকে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাস। অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের এমন মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

> **৪৬০ জন অস্থায়ী কর্মীর বেতন দেওয়া আর সম্ভব নয়। অন্য ফান্ড থেকেও বেতনের টাকা নেওয়ার অধিকার নেই। এত সংখ্যক অস্থায়ী কর্মীর প্রায় ৯৫ লাখ টাকা প্রতিমাসের বেতন। এত টাকা কোথায় পাব?**
>
> -সমরকুমার বিশ্বাস
> *অস্থায়ী রেজিস্ট্রার, এনবিইউ*

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর ধরে উপাচার্য নেই। বর্তমানে স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই। এমনকি ফিন্যান্স অফিসারও নেই। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত অচলাবস্থা চলছে। গবেষণা সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে। বার্ষিক সমাবর্তন না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না। এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কেন অস্থায়ী রেজিস্ট্রার অস্থায়ী কর্মীদের বেতনের প্রসঙ্গ তুলছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী

এরপর দশের পাতায়

বৃষ্টি সত্ত্বেও জমজমাট পুজোর বাজার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : কেউ খুঁজলেন কারদানা জামদানি। কেউ আবার সারারা। পুজোয় মনের মতো পোশাক কিনতে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও দোকানে দোকানে ঘুরলেন। রবিবার শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে শহরের পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি থেকেও বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছিলেন। ভিড় জমল ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গা থেকেও। পোশাকের দোকানগুলির পাশাপাশি জুতো ও প্রসাধনীর দোকানগুলিতেও বেশ ভিড় দেখা গেল। বিকেলে বৃষ্টি হল বটে, তবে তা সামগ্রিকভাবে এদিনের পুজোর বাজারে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ক্রেতাদের হইহই করে কেনাকাটা করতে দেখে বিক্রেতাদের মুখে চওড়া হাসি। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেট, এসএফ রোডের বিভিন্ন দোকান থেকে মহাবীরস্থান, সব জায়গাতেই কমবেশি একই ছবি দেখা গিয়েছে।

হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা ইতিমধ্যেই বেতন পেয়েছেন। বোনাসও পকেটে এসেছে। এদিন রবিবারের ছুটিতে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে বেরোনোর সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চাননি। বিকেলের বৃষ্টিতেও অনেকে ছাতা মাথায় বাজারে ঘুরেছেন। বিধান মার্কেটে প্রথম

এরপর দশের পাতায়

রাজবংশী ক্ষত্রিয় উন্নয়ন মঞ্চের সভা

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রাজবংশী ক্ষত্রিয় উন্নয়ন মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। উত্তরবঙ্গের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার অনুরাগী ১০টি সংগঠনের এই মঞ্চ এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন ঠাকুর পঞ্চানন ভবনে সভাটি করে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন বর্মন, অমলকান্তি রায় প্রমুখ।

সংগঠনের পক্ষে ননীগোপাল রায় জানিয়েছেন, সভা থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ননীগোপালের বক্তব্য, 'জনগণনা কর্মসূচিতে প্রত্যেকে আবেদনপত্রে যাতে নিজের ভাষার জায়গায় রাজবংশী ভাষা হিসাবে উল্লেখ করেন, সেই প্রচারও আমরা করব বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ, রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

মাছের দোকানে মদ বিক্রি

শালকুমারহাট, ৪ অক্টোবর : মুদিখানা ও পানের দোকানে মদ বিক্রির অভিযোগ লেগেই থাকে। তবে এবার মাছের দোকানের আড়ালে মদ বিক্রির অভিযোগ উঠল। গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে শনিবার রাতে ওই দোকানে অভিযান চালায় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। শালকুমারহাটের ভাণ্ডানি বাজারে বিপুল বর্মন নামে এক মাছ বিক্রেতা আড়ালে মদ রেখে বিক্রি করতেন। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি রতন বর্মন বলেন, 'ওই দোকান থেকে ২৬ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ওই মাছ বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

রাজগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে একটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল ভোরের আলো থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়িচালক জাহানুর আলিকে। রবিবার সন্ধ্যায় পুলিশি অভিযান চলে রাজগঞ্জের বন্ধুনগর এলাকায় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি রোডে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারটি বড় ব্যাগে ছিল ৪৯ কেজি ৫৭৫ গ্রাম গাঁজা। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই গাঁজা লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জেরা করা হচ্ছে ধৃত চালককে।

দুর্ঘটনায় আহত

খড়িবাড়ি, ৪ অক্টোবর : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন এক চালক। রবিবার সন্ধ্যায় অধিকারী ডেমরাভিটায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ির গৌরীজোতের বাসিন্দা সুব্রত সিংহ পিডব্লিউডি মোড় থেকে বাতাসির দিকে যাচ্ছিলেন। উলটোদিক থেকে একটি পরিবার বাইকে করে আসছিল। অধিকারী ডেমরাভিটায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক দুটির সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা আহত সুব্রতকে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সেনাছাউনির জন্য বিকল্প জায়গার দাবি

নেওড়া যেন দুয়োরানি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর : জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থে শেষপর্যন্ত নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের জোরপুখুরিতে সেনাছাউনি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। উচ্চপর্যায়ের আধিকারিক, মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে অন্তত এমন ইঙ্গিত মিলেছে। আর একথা ছড়াতেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। নেওড়ায় বহু বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর বাস। সেখানে সেনার ভারী গাড়ি চলাচল শুরু হলে বুনোদের সমস্যার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক ডঃ বিপুলচন্দ্র সরকারের কথা, 'চিনা আগ্রাসন ঠেকাতে ছাউনি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গহিন অরণ্যে নির্মাণকাজে বিপন্ন হতে পারে বন্যপ্রাণ।' উঠেছে বিকল্প স্থান খোঁজার দাবিও। যদিও রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ স্পষ্ট বলেছেন, 'নেওড়াভ্যালিতে সেনাছাউনির সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িয়ে। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে গাইড করবে, আমরা সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করব।'

অবস্থানগত দিক থেকে নেওড়া গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে চিন সীমান্ত খুব একটা দূর নয়। সেনাছাউনির জন্য প্রায় তিন হেক্টর জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চিঠি দিয়েছিল বন ও পরিবেশমন্ত্রককে। সেখান থেকে প্রস্তাব পৌঁছায় রাজ্যের কাছে। রাজ্য সরকার বন দপ্তরের গরুমারা ডিভিশনকে বিষয়টি দেখতে বলে। প্রক্রিয়া তদারকির জন্য গড়া হয়েছে ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটি। যার চেয়ারম্যান জেলা শাসক। সদস্যসচিব গরুমারার ডিএফও। যদিও সূত্রের খবর, মনিটরিং কমিটি যতই থাকুক, এবিষয়ে শেষ কথা বলবে বন ও পরিবেশমন্ত্রকই। বন ও পরিবেশমন্ত্রক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সবুজ সংকেত দিলেই প্রক্রিয়া এগোবে।

প্রশ্ন উঠছে ঠিক এখানেই।

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের জোরপুখুরি পৌঁছানোর রাস্তা।

কয়েকদিন আগে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘিনী এসেছে। উত্তরে দক্ষিণরায়ের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছে আমজনতা থেকে বনকর্মী – সকলে। বাঘিনী আসার আগে তার উপযোগী এনক্লোজার তৈরি, বাঘবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে বন দপ্তর। রিজার্ভের জীববৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ করতে নেওয়া হচ্ছে নানা পরিকল্পনা। অন্যদিকে, নেওড়া ভার্জিন ফরেস্ট। বুনোদের কথা বিবেচনা করে এখানে পর্যটকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এরপরও ভুটান সীমান্ত লাগোয়া নেওড়ার প্রায় ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় ছাউনির ভাবনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের প্রশ্ন, নেওড়া কি তাহলে দুয়োরানি?

যদিও বিশেষজ্ঞরা সেই বিতর্কে ঢুকতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তা বনাম পরিবেশ- এভাবে না দেখে সমন্বিতভাবে দেখা প্রয়োজন। সেনাছাউনি নির্মাণের আগে পরিবেশগত প্রভাবের বিস্তারিত মূল্যায়ন, বিকল্প স্থান নিয়ে পর্যালোচনা এবং বন্যপ্রাণীর চলাচলের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা জরুরি। নির্মাণের প্রয়োজন হলে আলো, শব্দ, যানবাহন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা প্রয়োজন। বন দপ্তর, বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় রেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দিয়েছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সীমান্ত যেমন সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন, তেমনই নেওড়ার জীববৈচিত্র্যের দিকটিও মাথায় রাখা জরুরি।

পরিবেশকর্মী ডঃ রাজা রাউতের কথা, 'নেওড়াভ্যালি উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। পরিবেশগত গুরুত্বের কারণে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতির প্রমাণও মিলেছে অতীতে।' একইসঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। সমাধানের পথ বাতলে রাজা বলেছেন, 'সীমান্ত সুরক্ষার জন্য সেনাছাউনি নির্মাণ যদি অপরিহার্য হয়, তাহলে সংরক্ষিত জঙ্গলের উপর যাতে নির্মাণের প্রভাব সর্বনিম্ন হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনে বিকল্প স্থান খোঁজা, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।'

- নেওড়া থেকে চিন সীমান্ত খুব একটা দূর নয়, সেকারণে নেওড়ায় সেনাছাউনির ভাবনা
- তবে জীববৈচিত্র্যর দিকটিও মাথায় রাখা জরুরি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
- প্রয়োজনে বিকল্প স্থান, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে

রয়্যালটি না দেওয়ায় ট্রাক আটক

মাদারিহাট, ৪ অক্টোবর : রয়্যালটি ছাড়াই নদী থেকে বালি নিয়ে রবিবার সকালে একটি ট্রাক ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। মাদারিহাট থানার পুলিশ খবর পেয়ে বালিবোঝাই ট্রাকটি আটক করে।

ওসি জগদীশ রায় জানান, ট্রাকটির চালক পালিয়ে গিয়েছে। মাদারিহাটের একটি নদী থেকে বালি নিয়ে ট্রাকটি ফালাকাটার দিকে যাচ্ছিল। রয়্যালটির নথি না থাকায় সেটিকে আটক করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অবশেষে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে

বাঘিনীর সঙ্গী আনতে অ্যাকশন প্ল্যানের প্রস্তুতি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর : বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পা পড়েছে বাঘিনীর। যদিও ওই বাঘিনী এখনও জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিশতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঘিনীটির আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। অন্যদিকে, বক্সায় বাঘ ফেরানোর যে প্রক্রিয়া চলছে, সেই 'টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন' প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামীর রূপরেখা দ্রুত ঠিক হবে বলে খবর। আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যে এ নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রের বনকর্তা এবং আধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। মূলত বক্সা নিয়ে আগামী তিন মাসের 'প্ল্যান অফ অ্যাকশন' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বাঘিনীর সঙ্গী হিসেবে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে আরও একটি বাঘিনী এবং একটি বাঘ নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এদিন এ বিষয়ে রাজ্যের এক বনকর্তা বলেন, 'বক্সায় যে বাঘিনী ছাড়া হয়েছে, তার স্বাস্থ্যের ওপর আমাদের বর্তমানে বেশি নজর। এখন যে পোস্ট মনিটরিং চলছে, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাঘিনী কীভাবে জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে মিশছে, সেটা বুঝতে হবে।' রবিবার বাঘিনী এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছে। আপাতত সাতদিন বক্সার বাঘিনীর দিকেই আধিকারিকরা বেশি সময় দিতে চাইছেন। সাতদিন পর বাঘিনী বক্সার জঙ্গলের সঙ্গে অনেকটাই পরিচিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী ধাপ শুরু হবে। ২ অক্টোবর বন দপ্তরের অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও তিনটি বাঘ বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে। তবে বনকর্তারা জানাচ্ছেন, দুটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার আনার ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের কথাতেও মোটামুটি সেই কথারই আন্দাজ পাওয়া গিয়েছিল।

বনকর্তারা মনে করছেন, বাল্মীকি থেকে যেহেতু বাঘিনী আনা হয়েছে, তার সঙ্গীদেরও সেখান থেকেই আনা উচিত। সেই কাজগুলি কীভাবে হবে, তা নিয়ে আলোচনা করতেই ওই বৈঠকের আয়োজন চলছে। সেন্ট্রাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের সদস্য সৌমিত্র দাশগুপ্তর কথায়, 'বক্সায় আবার বাঘ ফেরানোর প্রক্রিয়া দীর্ঘ হতে চলেছে। শুধু বাঘ আনা নয়, বক্সায় যেন বাঘ স্থায়ীভাবে থাকে, সেই কাজও চলছে।'

অন্যদিকে, যে বাঘিনী এখন বক্সার ২৫ মাইল এনক্লোজারে রয়েছে, সে জঙ্গলে যাচ্ছে না কেন— এ বিষয়ে ওই আধিকারিক বলেন, 'ওই বিষয়টি আমরাও শুনেছি। ও একটু সময় নিচ্ছে। আশা করছি দ্রুত খোলা জঙ্গলে পা রাখবে।'বক্সায় আবার বাঘের সাম্রাজ্য ফেরাতে রাজ্যের বনকর্তাদের পাশাপাশি কেন্দ্রের বনকর্তারাও উৎসাহী। আগামী দুই বছরের মধ্যে ছ'টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলেই খবর।

- বক্সায় বাঘ ফেরানোর রূপরেখা তৈরিতে আগামী সাতদিনেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক
- বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে বক্সায় আসবে আরও দুটি বাঘ
- আগামী দুই বছরের মধ্যে জঙ্গলে মোট ছয়টি বাঘ ছাড়ার টার্গেট

হাতি বাঁচাতে সচেষ্ট রেল

মালিগাঁও, ৪ অক্টোবর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রযুক্তি, নজরদারি এবং বন বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে হাতি ও রেলের সংঘর্ষ প্রতিরোধের চেষ্টা চলে। গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্মীদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন ডিভিশনে প্রচুর সংখ্যক হাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০৬টি, রঙ্গিয়ায় ১৪টি, লামডিং-এ ১২২টি এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ১৫টি হাতি রয়েছে।

বুনোদের রক্ষায় ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সিস্টেম (ডিএএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক 'ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম' (আইডিএস) স্থাপন করা হয়েছে রেলের তরফে। যা রেললাইনের কাছাকাছি হাতির চলাচলের বিষয়ে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা দেয়। হাতি দেখলে রাতে ট্রেনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, টহলদারি বৃদ্ধি, ট্রেনকর্মীদের সচেতন করা, সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং বন বিভাগের সঙ্গে রিয়েল-টাইম সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

হাতিকে দূরে রাখতে মৌমাছির শব্দকে বিবর্ধিত করে ব্যবহার করার 'প্ল্যান বি' ব্যবস্থাটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

লক্ষ্মী, গোপালদের ট্রেন্ডি পোশাকের শপিং

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : আকাশে-বাতাসে শিউলি ও পেঁজা তুলোর মতো মেঘের এক অনাবিল মিশেল। দিকে দিকে কাশফুলের অপরূপ শোভা। ক্যালেন্ডারের পাতায় চোখ ঘোরালেই স্পষ্ট, পুজোর আর বেশি দেরি নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্যান্ডেল হপিংয়ের জন্য ট্রেন্ডি পোশাকের খোঁজে দোকান ও শপিং মলগুলিতে ভিড় উপচে পড়ছে। তবে কেনাকাটার আনন্দে গৃহকর্ত্রীরা ঘরের আরাধ্য নাড়ুগোপাল কিংবা লক্ষ্মীনারায়ণকে ভুলে যাননি। পুজোর আমেজ দ্বিগুণ করতে নিজেদের সাজিয়ে তোলার আগেই তাঁরা দেবদেবীদের জন্য পুজো স্পেশাল ট্রেন্ডি পোশাক ও মানানসই গয়নার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

দেবদেবীদের জন্য পোশাক কিনতে দোকানে। শিলিগুড়ির কালিবাড়ি রোডে।

শিলিগুড়ি শহরের বাবুপাড়ার বাসিন্দা কাকলি সাহার বাড়িতে কয়েক দশক ধরে গোপাল অধিষ্ঠিত। পুজোর মরশুমে আরাধ্য গোপালকে মনের মতো সাজাতে কোনও খামতি রাখেন না তিনি। প্রায় ২৩ বছর ধরে পুজোর আগে গোপালের জন্য নতুন পোশাক কেনার রেওয়াজ ধরে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'গোপালের জন্য নতুন পোশাক ও মুকুট কেনা হল। এই কেনাকাটার মধ্যে দিয়েই পুজোর শপিং শুরু হল। এবার বাড়ির সদস্যদের জন্য জামাকাপড় কেনাকাটা শুরু হবে।'

রবিবার ছুটির দিনে শহরের কালীবাড়ি রোড এলাকায় ঠাকুরের পোশাকের দোকানগুলিতে আমজনতার উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেবদেবীদের ট্রেন্ডি পোশাকে বাজার ছেয়ে গিয়েছে। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবছর ডাংড়ি বিশেষ নজর কেড়েছে। গোপাল কিংবা রাধারানির জন্য অনেকেই ডাংড়ি খুঁজছেন। পাশাপাশি গোল পোশাক, নাইট ড্রেস, আতর, খেলনা, রাধার ঘাগরা, বেনারসি, শিবের বাঘছাল ও লোকনাথের ধুতির চাহিদাও তুঙ্গে।

ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রতিদিনের জন্য অনেকেই আলাদা পোশাক কিনছেন। মিলনপল্লির বাসিন্দা সুমি ঘোষ গোপালের গোল পোশাক ও রাধার জন্য চার জোড়া ঘাগরা কিনেছেন। তিনি বলেন, 'পুজোর প্রতিদিন গোপাল ও রাধাকে নতুন পোশাক পরানো হবে।' পাতি কলোনির বাসিন্দা সুবীর দে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গোপালের গয়না কিনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রায় ১৩ বছর ধরে পুজোর সময় গোপালের জন্য নতুন পোশাক ও গয়না কেনা হয়। এছাড়াও পুজোর ক'টা দিন বাড়িতে গোপালের প্রিয় খাবার লুচি, পায়েস, সুজি, খিচুড়ি ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়।' ব্যবসায়ী টোকন পাল বলেন, 'পুজোর মরশুমে ক্রেতাদের নজর কাড়তে সমস্ত বিগ্রহের পোশাকের সম্ভার রয়েছে। সবটাই বৃন্দাবন থেকে আনা হয়।' অপর এক ব্যবসায়ী উৎপল সাহা বলেন, 'পুজোর বাজার বেশ জমে উঠেছে। তবে দিন দুয়েক বাদে ক্রেতাদের ভিড় আরও বাড়বে। এবছর ট্রেন্ডিং পোশাক হিসেবে ডাংড়ির বিশেষ চাহিদা রয়েছে।'

কর্মখালি

Applications are invited from the eligible candidates against the following vacant post(s) Principal, Asst Professor in B.Ed Section. Principal (1), Foundation (2), Bengali (1), English (1), Education (1), Sanskrit (1), Physical Science (1), Philosophy (1), Fine Arts (1) Qualification as per NCTE Norms 2014 (Amended).Send CV to the Secretary of Gazole Collge of Education at College Campus, College Road, P.O- Katna, P.S-Gazole, Dist- Malda. PIN-732124, West Bengal, email:- secretarygced@gmail.com, Mob-9475647033. Date of interview will be informed via email to the eligible candidate. (C/124102)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ও আশেপাশে এলাকা, উত্তর দিনাজপুর ও ইসলামপুরে কাজের জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার (বেতন 15000/-) এবং সিকিউরিটি গার্ড (বেতন 12000/-) জরুরি ভিত্তিতে স্পট জয়েনিং, থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। (M) 9733348338, 8170837161. (C/123600)

অ্যাফিডেভিট

I, Chandroday Chakraborty, S/o Sri Kiron Sankar Chakraborty, resident of 15, Ramesh Majumder Sarani, Deshbandhu Para, SMC, Ward No 29, P.O. Siliguri Town, Police Station Siliguri, District : Darjeeling, Pin 734004, do hereby declare that I have changed my name from Chandroday Chakraborty to Chandrodaya Chakraborty and henceforth I shall be known as Chandrodaya Chakraborty in all purpose, vide affidavit SL No. 01 dated 30.09.2026 Sworn before the Ld. Notary Public at Siliguri on 30.09.2026 Chandrodaya Chakraborty and Chandroday Chakraborty both are same and one identical person. (C/124105)

কর্মখালি

Darjeeling Public School,(Affiliated to CBSE) Fulbari, Siliguri, urgently requires TGT Physics. Apply within 5 days. E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/124201)

মার্কেটিং কাজে লোক চাই। শিলিগুড়ির বাইরেও যেতে হবে। খরচ Co. দিবে। বেতন - 15000/-. (M) 8116743501. (C/124201)

শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্নার কাজের জন্য মহিলা চাই, থাকার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ - (M) - 8759187453. (C/124202)

Urgently Recruitment. B.Tech/ Diploma in Civil & Mechanical Engineer (Experienced/Fresher). Male/Female Computer Operator knowing Tally. Site Supervisor/ Manager (Experienced/Fresher). Side Night Ground. Site - North Bengal & South Bengal. Email - engineers0077@gmail.com (C/124108)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sahadeb Roy, কালীরহাট, আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে Dhrubojit Roy রয়েছে, কিন্তু ভুলবশত আধার কার্ডে (যার নং 657305772569) Dhrbojit Roy হয়েছে। জলপাইগুড়ির এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে (dt 28/09/26) অ্যাফিডেভিট করানো হয়েছে। Dhrubojit Roy এবং Dhrbojit Roy একই ব্যক্তি। (C/124107)

I, Kiran Sankar Chakraborty, Father of Chandrodaya Chakraborty, resident of 15, Ramesh Mazumder Sarani, Deshbandhupara, SMC Ward No. 29, P.O. Siliguri Town, Police Station Siliguri, District Darjeeling, Pin-734004, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Kiran Sankar Chakraborty to Kiron Sankar Chakraborty and henceforth I shall be known as Kiron Sankar Chakraborty in all purpose, vide Affidavit Sl No. 02 dated 30.09.2026 Sworn before the Ld Notary Public at Siliguri on 30.09.2026 Kiron Sankar Chakraborty and Kiran Sankar Chakraborty both are same and one identical person. (C/124105)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sundari Khatun, স্বামী Rafikul Islam, গ্রাম- পিগুলতলা, পোস্ট- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার ছেলে Rizwan-এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্বামীর নাম ভুলবশত Sundari Bibi এবং Rofik Alam উল্লেখ রয়েছে। ২৯/০৯/২৬ তারিখে চাঁচল JM 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sundari Khatun ও Sundari Bibi এবং Rafikul Islam ও Rofik Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124103)

আমি HAIUL SEKH, S/o- Serahak Sekh. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No-2474 Dt- 08/03/2008 আমার নাম ও আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 14/08/26-এ E.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম MD HAIUL Sk থেকে HAIUL SEKH ও আমার স্ত্রীর নাম MST FIROJA KHATUN থেকে MOST FIROZA BIBI করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/114113)

Abubakkar Siddik Basuniya আমার পুত্র, তার জন্ম শংসাপত্র সার্টিফিকেট নং- B 2019 : 19-00395-000068 তাং- 09-2-2019 যেখানে আমার নাম Beauti Khatun নথিবদ্ধ হয়েছে Beauti Begam-এর পরিবর্তে। গত 24-09-2026 J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Beauti Begam এবং Beauti Kahtun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Beauti Begam, সুখধনের কুঠি, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার। (C/123724)

NOTICE

It is unanimously decided in the General Meeting of Millanpally Sarbojanin Kalipuja Samity (Sri Sri Siddheswari Kali Bari), held on 01.10.2026 at 7.30 PM in the compound of Sri Sri Siddheswari Kali Bari that election will be held by the month of November, 2026 for reconstitution of the Executive Committee and/or Governing Body of Millanpally Sarbojanin Kalipuja Samity amongst the existing members of the Samity in view of exceptional circumstances.

The existing members and/or their legal heirs / legal representatives are, therefore, requested to make payment of subscription and/or outstanding dues upto the month of October, 2026 and/or regularize their membership, failing which the defaulting members shall not be entitled to participate in the election process and exercise their voting rights.

This is to notify that the office of Millanpally Sarbojanin Kalipuja Samity will remain open for the period from 6th October, 2026 to 31st October, 2026 (5 PM TO 9 PM) for the purpose of receipt of subscription and/or outstanding dues from the existing members and/or their legal heirs / legal representatives. The list of eligible members and/or voters of Millanpally Sarbojanin Kalipuja Samity will be published and hung in the notice board of the Samity on 8th November, 2026.

By the order of the
Election Committee

QUOTATION

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation:
1) Quotation no: 13/2026-27 Memo: 1774/M Date: 03/10/2026
Last date of bidding dated: 07/10/2026 at 3.00P.M
Details which are available in the official notice board.
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Racecourse Para, P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com / eemedjal@gmail.com

NOTICE FOR e-TENDER

e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for "One Time Canal Cleaning" under MAL Municipal Area. Last Date of Bid Submission, the details mentioned below:
Tender ID No. 1) 2026_MAD_5076049_1 TO 2026_MAD_5076049_4. Tender Ref. No. WBMAD/e-Tender/04 of EE/MED/JAL/2026-27(2ND CALL) Dt. 28/09/2026, Location: Mal Municipal Area. Bid Submission end date 12/10/2026, up to 05:30 PM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte.
ICA-T18647(3)/2026

আজ টিভিতে

তিনমূর্ত্তি দুপুর ২.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ওয়ান্টেড, দুপুর ২.০০ মন মানে না, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ৯.৩০ বিন্দাস

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ওস্তাদ, দুপুর ১২.০০ বউরাণী, ২.০০ তিনমূর্ত্তি, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ৯.০০ পিতা মাতা সন্তান, ১১.৩০ স্ত্রী

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ জামাই আমি হিট, ১০.৩০ ককপিট, দুপুর ১.৪৫ শয়তান, বিকেল ৪.৪৫ কুমারী মা, রাত ৯.৩০ ঘাতক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবিকা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার ভালোলাগা আমার ভালোবাসা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪৬ ওয়েলকাম, দুপুর ২.৫০ সুহাগ, সন্ধে ৬.৫০ দিওয়ানা, রাত ১০.০৭ সিন্দুর

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১৪ শূরবীর, ২.৩০ এতরাজ, বিকেল ৫.১৬ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ প্রেম রতন ধন পায়ো, রাত ১০.৫২ ফরেন্সিক

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০৪ হাউসফুল-ফোর, দুপুর ১.৩৫ মা, বিকেল ৪.৪২ ডাকু মহারাজ, সন্ধে ৭.৫০ জলি এলএলবি-থ্রি, রাত ১১.০৪ গোলমাল-থ্রি

মা দুপুর ১.৩৫ স্টার গোল্ড

হিস্ট্রি অফ লাইফ অন আর্থ
রাত ৮.০০ ডিসকভারি সায়েন্স

জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৮ সাজন চলে সসুরাল, বিকেল ৫.২৬ স্যামি-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ভৈরবম, রাত ১০.৫১ কসম পয়দা করনে ওয়ালে কি

হোয়াইট উলফস : ঘোস্টস অফ দ্য আর্কটিক বিকেল ৪.২৭
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অনেকদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ আজ হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বৃষ : প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। পেটের রোগে ভোগান্তি। মিথুন : ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। কর্কট : শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। সিংহ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হবে। ছেলের পরীক্ষায় সাফল্যে খুশি। তুলা : খুব পরিচিত লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের জন্যে চিন্তা। বৃশ্চিক : স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দলাভ। ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের ঝামেলা মিটে যাওয়ায় স্বস্তি। কোমর ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। মকর : অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে অর্থব্যয়। কুম্ভ : ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসতে পারে। মীন : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর, ২০২৬, ১৭ আহিন, সংবৎ ১০ আশ্বিন বদি, ২৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৯। সোমবার, দশমী রাত্রি ২।৫৫। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫৯। শিবযোগ দিবা ১২।৪৬। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৪।১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৫৫ গতে ববকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১২।৫৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ২।৫৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।১ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৩।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৪ গতে ১১।২৬ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- অপরাহ্ণ ৪।১ মধ্যে নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৪ মধ্যে ও ৮।৪৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।১১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীবারে বনধের ডাক তিন ব্যবসায়ী সংগঠনের

ফুলেশ্বরীতে ব্যবসায় ধাক্কা

নিতাই সাহা

ফুলেশ্বরীর বন্ধ রেলগেট।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বন্ধ রেলগেট। উধাও সিংহভাগ ক্রেতা। দুর্গাপুজোর আগে ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায় ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। এবার সমস্যার সমাধান খুঁজতে ফুলেশ্বরী বাজার এলাকার পৃথক তিনটি ব্যবসায়ী সংগঠন একজোট হয়ে ধর্মঘটের ডাক দিল। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৮ অক্টোবর দিনভর সমস্ত দোকান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ীরা রেলগেট এলাকায় জমায়েত করবেন। যদিও ধর্মঘটের বিপক্ষে সওয়াল করে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট না করলেই খুশি হব। তাঁদের দাবিদাওয়া যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির দাবি, ফুলেশ্বরী রেলগেট চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ায় হাঁটাপথে চলাচলে আমজনতার যথেষ্ট সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিদিন ক্রেতার সংখ্যা কমছে। ফুলেশ্বরী সবজি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় পাল বলেন, 'রাতের অন্ধকারে রেলগেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলেও বিক্রিবাটা শুরু হচ্ছে না। অন্তত রেলগেট হয়ে হাঁটাচলা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলে ফুলেশ্বরী বাজার ফের ছন্দে ফিরবে।' যদিও ব্যবসায়ীদের দাবি কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এখন ধর্মঘটের পর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় কি না, সেদিকেই নজর ব্যবসায়ীদের।

এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন রুটে ডাবল লাইনের কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ সহ দখলমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে আচমকা রেল ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধ করে দেয়। বিকল্প হিসেবে ফুলেশ্বরী আন্ডারপাস থাকলেও সেটি খানাখন্দ ও নোংরা জলে ভর্তি। সিপিএম ও তৃণমূল ইতিমধ্যেই রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাস্তায় নেমেছে। আর এবার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে ধর্মঘটে শামিল হতে চলেছেন।

ব্যবসায়ীদের দাবি, উত্তর ভারতনগর সহ ডাবগ্রামের বাসিন্দারা রেলগেট বন্ধ হতেই ফুলেশ্বরী বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ক্রেতাদের বড় অংশ সুভাষপিল্লি সহ শান্তিনগর বৌ বাজারে যাচ্ছেন। ফুলেশ্বরী খুচরো মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমীর দাস বলেন, 'রেলগেট বন্ধ থাকায় ঝক্কি সামলে আন্ডারপাস হয়ে উত্তর ভারতনগর সহ ডাবগ্রামের বাসিন্দারা ফুলেশ্বরী বাজারে আসতে চাইছেন না। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাধ্য হয়ে ধর্মঘটে শামিল হতে চলেছি।'

ফুলেশ্বরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'ওই আন্ডারপাস হয়ে হেঁটে চলাচল করা সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধানে রেলগেট হয়ে শুধুমাত্র চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলে সুবিধা হবে। ধর্মঘট ছাড়া দাবি আদায়ে পরবর্তী কী পদক্ষেপ হবে, তা ধর্নামঞ্চ থেকেই স্থির করা হবে।'

গাড়ি আটকে বিজেপি নেতার 'দাদাগিরি'

খড়িবাড়ি, ৪ অক্টোবর : থানার সামনে বিহার থেকে আসা ইটবোঝাই গাড়ি আটকে নথিপত্র পরীক্ষা করার অভিযোগ উঠল বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডলের যুব মোর্চা সভাপতি রামু জয়সওয়ালের বিরুদ্ধে। বৈধ কাগজপত্র ও চালান থাকা সত্ত্বেও একাধিক গাড়ি আটকে চালকদের হেনস্তা ও থাপ্পড় মারার অভিযোগে রবিবার খড়িবাড়ি বাজারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরে পুলিশ রামুকে থানায় নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার পর ব্যক্তিগত জামিনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে থানার সামনে একাধিক ইটবোঝাই ট্রাক আটকান রামু। তাঁর দাবি, 'কোনও গাড়িরই পাকা জিএসটি বিল বা রাজস্ব বিল নেই। বিহার থেকে বেআইনিভাবে ইট আসছে।' হেলমেট না থাকলে পুলিশ জরিমানা করতে পারে, তাহলে পাকা বিল ছাড়া গাড়ি কীভাবে চলছে, প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'প্রশাসনের কাজ আমরাই খতিয়ে দেখছি, বৈধ কাগজ না দেখালে গাড়ি ছাড়া হবে না।' গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ায় রাস্তাটিতে যানজটও তৈরি হয়। গাড়ির মালিক মহম্মদ জামরুলের অভিযোগ, 'গাড়ির বৈধ রেজিস্ট্রেশন, ইটভাটার চালান এবং আন্ডারলোডের সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও জোরজবরদস্তি গাড়ি আটক করা হয়েছে। এমনকি ধমকি ও দাদাগিরিও চালানো হয়েছে।'

বিজেপি নেতার 'দাদাগিরি'র খবর পেয়েই থানা সংলগ্ন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। সেখান থেকে রামুকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বিজেপি নেতৃত্ব থানায় পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে। অভিযুক্ত নেতাকে সতর্ক করে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়িতে এর আগেও বালি ও গোরুর গাড়ি আটকানো সহ প্রশাসনের কাজে দলীয় নেতাদের হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। নীচুতলার কর্মীদের এমন বাড়বাড়ন্ত দলের একাংশ ভালো চোখে দেখছে না। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

বিজেপির রাজ্য কমিটির কার্যকরী সদস্য গণেশ দেবনাথ বলেন, 'যে কাজটা উনি করেছেন, সেটা অন্যায় ও বেআইনি। প্রশাসনই আইন অনুযায়ী কাজ করবে।'

ক্যারিব্যাগ নেই, জমছে বর্জ্য

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বিভিন্ন বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যারিব্যাগের সরবরাহ নেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ফলে দিন-দিন সমস্যা বাড়ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ১৫-২০ দিন ধরে হাসপাতালে ক্যারিব্যাগের সরবরাহ নেই। এর জেরে সঠিকভাবে বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং সেগুলি সরানো যাচ্ছে না। সাফাইকর্মীদের কেউ কেউ নিজের উদ্যোগে কিছু কালো ক্যারিব্যাগ কিনে এনে সমস্ত বর্জ্য তাতে ভরে ওয়ার্ড সাফাইয়ের ব্যবস্থা করছেন। তবে তা যথেষ্ট নয়। এদিকে জমা বর্জ্য থেকে হাসপাতালে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সমস্যা মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, 'কোনও সমস্যা নেই। সমস্ত ক্যারিব্যাগ এসে গিয়েছে।'

তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যা কিন্তু রয়েছেই। মেডিকেলের বিভিন্ন বর্জ্য পৃথকীকরণ করতে তিন রঙের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করা হয়। লাল ক্যারিব্যাগে চিকিৎসায় ব্যবহৃত গ্লাভস, প্লাস্টিকের জিনিসপত্র রাখা হয়। হলুদ ক্যারিব্যাগে প্লাসেন্টা থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাটা অংশ ভরা হয়। অন্য দিকে কালো ক্যারিব্যাগে চিকিৎসা-বর্জ্যবহির্ভূত সমস্ত জিনিসপত্র ভরা হয়। চিকিৎসা বর্জ্যের প্যাকেটগুলি একটি বেসরকারি সংস্থা নিয়মিত হাসপাতাল থেকে সংগ্রহ করে। কালো ক্যারিব্যাগে ভরা জিনিসপত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়। কিন্তু মেডিকেলে গত ১৫-২০ দিন ধরে ক্যারিব্যাগের অভাব দেখা দিয়েছে। যার ফলে সাফাইকর্মীরা ওয়ার্ড থেকে বিভিন্ন বর্জ্য সংগ্রহ করে সেগুলি পৃথকীকরণে সমস্যায় পড়ছেন। সাফাইকর্মীদের দাবি, বেশ কয়েকদিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বর্জ্য পড়ে থাকার পর তাঁদের তরফেই কিছু ক্যারিব্যাগ কিনে এনে বর্জ্যগুলি জমা করা হচ্ছে।

সোনার বাট সহ ধৃত দুই

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : বিলাসবহুল গাড়িতে লুকিয়ে সোনা পাচার করতে গিয়ে বাগডোগরা পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন দুই পাচারকারী। ধৃতদের নাম রমনকুমার শা (২৯) এবং সভন কুমার (৩৪)। তাঁদের বাড়ি বিহারে। রবিবার সন্ধ্যায় বাগডোগরা এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ধর্মকাঁটার মোড়ে ট্রাফিক পোস্টের সামনে থেকে তাঁরা গ্রেপ্তার হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটিতে তল্লাশি চালাতেই গাড়ির পাদানির নীচে গোপন কুঠুরিতে তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে রাখা চারটি সোনার বাট মেলে। প্রতিটি বাটের ওজন প্রায় ১১৭ গ্রাম। প্রাথমিক তদন্তে ধৃতরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির জনৈক ব্যক্তি সোনার বাটগুলি বিহারে পৌঁছে দিতে বলেছিল। এছাড়া দুটি মোবাইল এবং হাজারখানেক টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

হামিদুল, কানাইয়াদের কটাক্ষ

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : চোপড়ার সুজালিতে রবিবার মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা থেকে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের দুই বিধায়ক হামিদুল রহমান ও কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে একযোগে নিশানা করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হামিদুল ও কানাইয়ালালকে 'শুভেন্দু অধিকারীর চামচা' বলে কটাক্ষ করেন। পালটা হামিদুলের দাবি, 'আমরা চামচাগিরি করিনি। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কোথাও যাইনি, এমনকি তাঁর বাড়িতেও যাইনি। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের হয়ে এলাকায় প্রচার করা হয়নি। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছি।' কল্যাণের সভায় অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে হামিদুল বলেন, 'কল্যাণদা সভায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু শারীরিক সমস্যার কারণে যেতে পারিনি।' অন্যদিকে, কল্যাণের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ কানাইয়ালাল। তাঁর কটাক্ষ, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কী বললেন বা কী করলেন, তাতে কী বা যায় আসে!'

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর প্রথমবার চোপড়ায় সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন করল মমতাপন্থী তৃণমূল। এদিন কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুঘাট এলাকায় আয়োজিত সভায় ভিড় করেন চোপড়া ও ইসলামপুর বিধানসভা এলাকার দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। সভার শুরুতেই কল্যাণের ফোনে কর্মীদের বার্তা দেন মমতা। দল ছেড়ে চলে যাওয়া সাংসদ ও বিধায়কদের ১৫ দিনের মধ্যে ফিরে আসার সময় দেন তিনি। কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'দলে নেতার চেয়ে কর্মী-সমর্থকরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমার যতদিন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন বিজেপি ক্ষমতায় থাকবে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবে। বেইমানদের কোনও ক্ষমা নেই বাংলার মাটিতে। তৃণমূল না থাকলে ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী হবে না। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে

দলে ফিরতে ১৫ দিন সময় মমতার

লড়তে হলে তৃণমূলকে শক্তিশালী করুন আপনারা।' কল্যাণের দাবি, 'বিশ্বাসঘাতকদের দলে জায়গা নেই।'

কল্যাণের সভায় মমতাপন্থী ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। চোপড়া ও ইসলামপুর বিধানসভার জন্য জয়েন্ট কনভেনারের নাম ঘোষণা করেছে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। চোপড়ার দায়িত্বে আবদুল সাত্তার এবং শংকর বৈদ্য। কল্যাণ বলেন, 'স্থানীয় নেতৃত্ব দায়িত্ব বণ্টন করবে, কলকাতা থেকে নাম চাপিয়ে দেওয়া হবে না।' মমতাপন্থী তৃণমূলের পালটা সুজালি মোড়ে একটি সভা করে বিজেপি। কল্যাণ সভা থেকে বেরোনোর সময় 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। পালটা তৃণমূল সমর্থকরা 'বাংলা স্লোগান' দেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সার বেঁধে।। *লাটাগুড়ি সংলগ্ন মূর্তি নদীতে ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির সুহানা মেটিয়া।*

গোরু পাচারে হেপাজত

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : গোরু চুরির অভিযোগে সাতজনকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হল। ধৃতদের মধ্যে আমির সাত্তারকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এ ছাড়া মহম্মদ রকিব, মহম্মদ আজাদ, মহম্মদ আনারুল, নুর মহম্মদ, আক্রাম খান এবং আরিফ খানের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। আগামী ৮ অক্টোবর ফের তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে।

শনিবার ভোরে গোরু পাচারকারী সন্দেহে বাগডোগরার তারাবাড়িতে গণপিটুনিতে সাদ মহম্মদ এবং শাহিদ আখতার নামে দুজনের মৃত্যু হয়। তার পর গোরু চুরির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩০৩ (২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনার পর গণপিটুনিতে মৃত শাহিদের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১০৩ (২) ধারায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। তবে অপর মৃত ব্যক্তি হরিয়ানার সাদ মহম্মদের পরিবারের কেউ এখন পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলে জানা গিয়েছে।

ব্যাডমিন্টন কোর্টের আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট তাঁর সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় ব্যাডমিন্টন কোর্ট তৈরির আশ্বাস দিলেন।

কালিম্পংয়ে এই কোর্ট হবে বলে রবিবার জানিয়েছেন তিনি। দেশের খেলার উন্নয়নে পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন সাংসদ। এই ব্যাডমিন্টন কোর্ট আগামীদিনে পাহাড়ের ছেলেমেয়েদের নতুন প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কলাকেন্দ্রের শাখা খুলল

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : প্রাচীন কলাকেন্দ্রের উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল সেন্টার খুলল শিলিগুড়িতে। রবিবার শহরের কলেজপাড়াতে এই কলাকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। সেখানে পুজো দিয়েছেন কর্মকর্তারা। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি যাননি বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এই কলাকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুব্রত দে বলেন, 'এতদিন উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের কলকাতায় যেতে হত। এবার থেকে আর যেতে হবে না।'

এই উপলক্ষ্যে দুইদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাঁরা। ৫ অক্টোবর দীনবন্ধু মঞ্চে শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান হবে। পরদিন ৬ অক্টোবর সেখানকার রামকিঙ্কর হলে চিত্রকলা প্রদর্শনী হবে। সেখানে উত্তরের শিল্পীদের থাকার কথা রয়েছে।

শিলান্যাস

খড়িবাড়ি, ৪ অক্টোবর : খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জজোতে ৭৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। রবিবার পরিষদের চেয়ারম্যান অজয় ওরাওঁ কাজটির শিলান্যাস করেন। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ফুলবাড়ি চা বাগানের হাসপাতাল থেকে কিলাঘাটা পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হবে। তাঁর আশ্বাসে খুশি এলাকাবাসী।

অভিযুক্তদের রাস্তায় হাঁটিয়ে বিতর্কে পুলিশ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ অক্টোবর : প্রকাশ্য বাজারে গেঞ্জি গায়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে ও হাতে হাতকড়া পরিয়ে দুই অভিযুক্তকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে এমন দৃশ্য ঘিরে যেমন আলোড়ন তৈরি হয়েছে, তেমনই পুলিশের এই পদক্ষেপের আইনি যৌক্তিকতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এক নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ ও অন্তঃসত্ত্বা করার অভিযোগে শুক্রবার তিনজনের নাম উঠে আসে। শুক্রবার রাতে দুজন এবং শনিবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের আদালতের নির্দেশে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। এদিন দুপুরে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সিল করা মুদি দোকানের এলাকায় ধৃতদের ঘটনার পুনর্নির্মাণে (ক্রাইম রিকনস্ট্রাকশন) নিয়ে যায় পুলিশ।

সেখানে উপস্থিত এসডিপিও (নকশালবাড়ি) সৌম্যজিৎ রায় বলেন, 'একটি জঘন্য অপরাধের ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করেছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ উদ্ধারের স্বার্থেই অভিযুক্তদের নিয়ে ক্রাইম রিকনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে।'

তবে, মুখ না ঢেকে অভিযুক্তদের প্রকাশ্যে ঘোরানো কতটা আইনসম্মত, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিশের পদক্ষেপকে বেআইনি বলতে নারাজ শিলিগুড়ির আইনজীবী সাম্যব্রত দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে কেবল হ্যান্ডকাফ ব্যবহার করাকে অবৈধ বলা যাবে না। পাশাপাশি আসামির মুখ ঢাকা বাধ্যতামূলক, এমন কোনও সরাসরি আইনি বিধানও নেই। তদন্তের স্বার্থ ও মানবিক মর্যাদা, দুই দিকের ভারসাম্যই বজায় রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

এদিকে, বাজারে অভিযুক্তদের দেখামাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ফাঁসির দাবি ওঠে। বিক্ষোভের জেরে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'তদন্তে যেন কোনও ধরনের ফাঁকফোকর না থাকে এবং নির্যাতিতা যাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পায়, প্রশাসনকে তা নিশ্চিত করতে হবে।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত চার্জশিট পেশের প্রস্তুতি চলছে।

জনরোষের মাঝেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ

সরকারি আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটার) মৌমিতা মোদকের বক্তব্য, 'আইন অনুযায়ী আদালতে দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে চূড়ান্ত দোষী ঘোষণা করা যায় না। তাই জনসমক্ষে অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনা অনুচিত। পকসো আইনে নির্যাতিতার নাম-পরিচয় গোপন রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অভিযুক্তদের চেহারা ও সুনির্দিষ্ট এলাকা জনসমক্ষে তুলে ধরায় পরোক্ষভাবে নির্যাতিতার পরিচয় চিহ্নিত হয়ে পড়ার বড় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'জনরোষের জেরে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে মূল তদন্ত ব্যাহত হতে পারত। এছাড়া সাধারণ মানুষ যেভাবে ধৃতদের ছবি-ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে, তা বেআইনি। এর ফলে ধৃতদের পক্ষ থেকেও দেওয়ানি ও ফৌজদারি মানহানির মামলার সুযোগ তৈরি হয়। কারণ চূড়ান্ত শাস্তির এক্তিয়ার একমাত্র আদালতের।'

তরুণ-তরুণীকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : স্কুটারে করে এক তরুণ এবং এক তরুণী শনিবার রাতে গুরুংবস্তি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেইসময় দুজন ব্যক্তি স্কুটারে করে যেতে যেতে ওই তরুণ-তরুণীকে উদ্দেশ্য করে আপত্তিজনক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রবিবার ওই তরুণী প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তের স্কুটারের নম্বরও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই তরুণ ও তরুণী জানিয়েছেন, শনিবার রাতে তাঁরা গুরুংবস্তি সংলগ্ন এলাকা দিয়ে স্কুটারে যাচ্ছিলেন। ওইসময় পেছন থেকে দুজন ব্যক্তি তাঁদের উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলে অভিযোগ।

বেশ কিছুক্ষণ ওই দুই ব্যক্তি তরুণ-তরুণীকে উদ্দেশ্যে করে অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকেন। এরপর ওই তরুণ-তরুণী অভিযুক্তদের পিছু নেন। গুরুংবস্তি মোড়ের কাছে ওই তরুণ-তরুণী অভিযুক্তদের দাঁড় করান। আপত্তিকর কথা বলার পাশাপাশি তরুণ-তরুণীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ শুনে ওই এলাকায় অনেক লোক জড়ো হন। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই দুই ব্যক্তি চম্পট দেন। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। ভিডিও ছড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। পুলিশের তরফে ওই তরুণ-তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে পুলিশ পুরো বিষয়টি শোনে। রবিবার সকালে ওই তরুণ ও তরুণী প্রধাননগর থানায় আসেন। তরুণী ওই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ওই তরুণীর কথায়, 'ওরা বারবার হর্ন দিচ্ছিল। কিন্তু আমরা সাইড দিলে ওরা এগিয়ে যাওয়ার বদলে একটানা আমাদের পিছু ধাওয়া করে অশ্লীল কথাবার্তা বলছিল।'

এই ঘটনায় ফের একবার রাতে শিলিগুড়ি শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামেই 'আগমনী'।

আগমনী

প্রতিমা গড়েন বাড়ির সদস্যরাই

বাড়ির পুজো

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

জগতাগাঁওয়ের দুর্গা মন্দির।

ইসলামপুর, ৪ অক্টোবর : মহালয়ার পরের দিনই বসে পুজোর ঘট। ঢাকের শব্দে জেগে ওঠে জগতাগাঁও। তারপর ধীরে ধীরে মণ্ডপে আসেন 'দুর্গা মাতা ঠাকুরানি'। তিনি মালাকারবাড়ির মা। পুজোর পর এক বছর ধরে দেবীকে মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। পরের পুজোর ঠিক আগে বিসর্জন দিয়ে ফের নতুন করে গড়া হয় তাঁর প্রতিমা। এভাবেই দেখতে দেখতে ১২৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। বদলেছে সময়, বদলেছে চারপাশ। বদলায়নি পুজোর রীতি। পুজোর দিন কাছে আসতেই মালাকারবাড়ির আনাচকানাচে এখন ব্যস্ততা।

ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জগতাগাঁও এলাকায় জমিদারি আমলে শুরু হয়েছিল এই পুজো। দেবীপক্ষের সূচনার দিন থেকেই এখানে শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি। পরিবারের কাছে দুর্গা শুধুই দেবী নন, তিনি 'দুর্গা মাতা ঠাকুরানি'। এই পুজোর আলাদা টান সম্ভবত প্রতিমাতেই। মালাকার বংশের ছেলেরাই বছরের পর বছর ধরে প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। শুরুতে প্রতিমা গড়তেন জীবনলাল মালাকার। তাঁর মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব নেন তাঁর ছেলে সুবলচন্দ্র মালাকার। এখন তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর ছেলেরাও। নিয়মটিও অন্যরকম। পুজোর পর প্রতিমাটি এক বছর মন্দিরেই থাকে। পরের বছর পুজোর এক মাস আগে সেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। তারপর ষষ্ঠীর আগের দিন নতুন প্রতিমা আনা হয় মণ্ডপে। মালাকারবাড়ির সদস্য সুবলচন্দ্র মালাকার বলেন, 'আমার বাবাকে এই এলাকার জমিদার ফুদনলাল প্রায় ১২৫ বছর আগে দুর্গাপুজো করার জন্য জগতাগাঁও বাজারে জমি দিয়েছিলেন এবং তিনিই সেই স্থানে দুর্গাপুজো করার কথা বলেছিলেন। তারপর থেকেই বংশপরম্পরা ও রীতি-রেওয়াজ মেনে আমরা সেখানে পুজো করে আসছি। আমাদের বাড়ির পুজো যখন শুরু হয়, তখন ইসলামপুর ব্লক বিহারের অন্তর্গত ছিল। তখন এলাকায় মাত্র দুটি পুজো হত। একটি ইসলামপুরের মণ্ডলবাড়িতে এবং অন্যটি আমাদের পুজো।'

শুধু প্রতিমা গড়া নয়, পুরোহিতের ক্ষেত্রেও বংশপরম্পরায় দায়িত্ব পালন চলছে। শুরুতে পুরোহিত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে প্রদীপ চক্রবর্তী দায়িত্ব নেন। এখন সেই দায়িত্ব পালন করছেন প্রদীপের ছেলে অমিত।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়িয়ে পড়েছেন পুজোয়। এলাকার বাসিন্দা মণীশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'আমাদের এই পুজো অনেক পুরোনো। আমরা এখনও এই পুজোয় ভীষণ মজা করি।'

তাই ১২৫ বছরের এই পুজো মানে শুধু আরাধনা নয়। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে পরিবারের উত্তরাধিকার আর গ্রামের মানুষের টান।

পুজোর কেনাকাটার ভিড়। রবিবার বিধান মার্কেটে। ছবি : সূত্রধর

পরিকল্পনাতেই দিনরাত কাটে ৪২ জনের

দুর্গাপুজোর দশভুজা

সংসারের দায়িত্ব সামলে পুজোর ভার কাঁধে তুলে নিয়ে প্রতি বছরই নতুন করে নিজেদের 'দশভুজা' রূপটি যেন আবিষ্কার করেন পূর্ব লেকটাউনের এই মহিলারা। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ব্যস্ততা। প্রতিমার বায়না দেওয়া থেকে মণ্ডপ তৈরির তদারকি, চাঁদা সংগ্রহ থেকে পুজোর দিনের আয়োজন- সব দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা। গৃহস্থালির কাজ সামলে সময় বের করে এখন পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পূর্ব লেকটাউন মহিলা বৃন্দের সদস্যরা। তাঁদের ব্যস্ততা দেখলে মনে হয়, পুজোর ক'দিনে সত্যিই যেন দশভুজা হয়ে ওঠেন তাঁরা।

৩৬তম বর্ষে পা দিয়েছে পূর্ব লেকটাউন মহিলা বৃন্দের দুর্গাপুজো। পুজোর মূল আকর্ষণ সাবেকিয়ানা। প্রায় দু'মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। মায়ের ভোগে কী থাকবে, কীভাবে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিমার সাজ কেমন হবে— সবকিছু নিয়েই চলছে আলোচনা। পুজোর দিনগুলিতে মহিলাদের জমজমাট আড্ডাও এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। রবিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। পুজো কমিটির সদস্য পিংকি দত্ত রায়ের কথায়, 'পুজোর কয়েকটা দিন আমাদের মণ্ডপেই কেটে যায়। আমাদের অনেকের আত্মীয়রাও এই পুজোয় শামিল হন। ছেলেমেয়েরাও বন্ধুদের নিয়ে মণ্ডপে অনেকটা সময় কাটায়।'

পূর্ব লেকটাউন মহিলা বৃন্দের সদস্যারা।

বর্তমানে ৪২ জন মহিলা এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। সন্ধ্যা নামলেই কেউ বেরিয়ে পড়ছেন চাঁদা সংগ্রহে, কেউ আবার বসছেন পুজোর বাকি কাজের পরিকল্পনা নিয়ে। পুজোর দিনগুলিতে কেউ সবজি কাটেন, কেউ ধরেন হাতা, কেউ আবার সামলান অতিথিদের আপ্যায়ন। প্রতিমা বরণ থেকে বিসর্জন- প্রায় প্রতিটি কাজেই তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতি। পুজো কমিটির সম্পাদক মুনমুন সরকারের কথায়, 'পুজোর ক'টা দিনের জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি। কে কী করবেন, তা আলাদা করে ভাগ করে রাখা হয়নি। প্রয়োজন অনুযায়ী সবাই মিলে কাজ করি।'

পুজোর দিনগুলিতে থাকছে আরতি প্রতিযোগিতা, শঙ্খধ্বনি এবং প্রদীপ জ্বালানোর মতো নানা আয়োজন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে আয়োজনের দায়িত্ব- সব ক্ষেত্রেই থাকছেন মহিলা সদস্যরা। সংসারের কাজ দ্রুত সেরে পুজোর প্রস্তুতির আলোচনায় যোগ দেন আশা রায়ও। তাঁর কথায়, 'আমরা মহিলারাই যেহেতু এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছি, তাই প্রতিমা বরণ থেকে বিসর্জন- সবটাই নিজেরা করি। পুজোর সময় একসঙ্গে কাজ করার আনন্দটাই আলাদা।'

প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ মায়াদেবীর মণ্ডপে

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, শিল্পকলা থেকে পরিবেশ রক্ষা— দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীরব উপস্থিতি, তখন দুর্গাপুজোর মণ্ডপ বাদ যায় কেন! এআই কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে, এই প্রযুক্তির উদ্ভব কী করে হল এবং এআই-এর দৌলতে ভবিষ্যৎ কীভাবে বদলে যাবে, সেই সমস্ত কিছু এবারের দুর্গাপুজোয় মাটিগাড়া মায়াদেবী ক্লাবের মণ্ডপে প্রবেশ করলে উপলব্ধি করবেন দর্শনার্থীরা। ৭৮তম বর্ষে এই ক্লাবের থিম 'এআই : ফেস টু ফেস', অর্থাৎ মুখোমুখি এআই।

থিম আছে থিম নেই

নিঃসন্দেহে একবিংশ শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার এআই। যত সময় এগোচ্ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে উন্নতমানের এই প্রযুক্তি। এআই সময়ের দাবি। তাই এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারলে আগামীর জীবন একটু হলেও কঠিন হতে বাধ্য। মায়াদেবীর পুজোমণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে এআই-এর যাবতীয় খুঁটিনাটি। বাগডোগরার তাপস পাল মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে। তাঁর কথা, 'সত্যি কথা বলতে, এআই এখন আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা বুঝতেও পারছি না, কীভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে জড়িয়ে আছে প্রযুক্তি। ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর এআই সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সেই ছবিটাই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা পা রাখলেই বুঝতে পারবেন তাঁরা কোনও পুজোমণ্ডপে নয়, প্রবেশ করছেন ভবিষ্যতের এক ডেটা সেন্টারে।'

মণ্ডপে মূলত চার ধরনের এআই মডেলের প্রয়োগ দেখানো হবে। এক, জেনারেটিভ এআই মডেল, যা দিয়ে ছবি, লেখা ও ভিডিও তৈরি করা যায়। উদাহরণ চ্যাটজিপিটি বা জেমিনির মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। দুই, কম্পিউটার ভিশন মডেল, যা মানুষের মুখ চিনতে পারে, 'ফেস টু ফেস' থিমের মূল ভিত্তি এটি। তিন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং মডেল, যা মানুষের ভাষা বুঝে উত্তর দিতে পারে। চার, রোবোটিক্স ও মেশিন লার্নিং মডেল, যা রোবটকে নিজে থেকে শিখতে ও চলতে সাহায্য করে।

ক্লাবকর্তা মিঠুন প্রামাণিক জানালেন, মণ্ডপ তৈরির উপকরণেও থাকছে ভবিষ্যতের ছোঁয়া। বাঁশ, কাঠের পাশাপাশি ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ও মাদার বোর্ড, প্লাইউড, লোহা, স্টিল এবং রং। মণ্ডপটি দৈর্ঘ্যে ১৩৪ ফুট, প্রস্থে ৮০ ফুট। উচ্চতা ৩৫ ফুট। সুবিশাল এই মণ্ডপে শুধু এআই-এর গল্প নয়, থাকছে রোবোটিক্সের যৌথ ব্যবহার। মাটিগাড়ার মৃৎশিল্পী প্রবীর পাল বানাচ্ছেন রোবোটিক্স ধাঁচের প্রতিমা, যেখানে সাবেকি চালচিত্রের বদলে থাকবে ডিজিটাল কোডের নকশা। ডিজিটাল আলোকসজ্জার দায়িত্বে শান্তনু মুখোপাধ্যায়।

রাজ্যসভায় পদ্ম প্রার্থী কোয়েলই

আজ বিধানসভায় মনোনয়নপত্র পেশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : জল্পনাই সত্যি হল। দলবদল করে এবার বিজেপির প্রার্থী হয়ে আবার রাজ্যসভায় চললেন রুক্মিণী মল্লিক তথা কোয়েল। রবিবার রাজ্যসভায় দুই রাজ্যের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনে কোয়েলের নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে বিজেপি। আর উত্তরাখণ্ডে প্রার্থী করা হয়েছে দীনেশ আর্যকে।

সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে সকাল ১০টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে দলবদল সেরে ফেলবেন কোয়েল। দিল্লির প্রার্থী ঘোষণার পরেই এই উপলক্ষ্যে সোমবার সকাল ১০টায় বিজেপির রাজ্য দপ্তর মুরলীধর সেন লেনে জরুরি সূচনা দেওয়া হয়েছে দলের তরফে। তৃণমূলত্যাগী কোয়েলকেই যে বিজেপি প্রার্থী করতে চলেছে, তা জানা ছিল আগেই। সম্প্রতি সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সফরে রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকেই কোয়েলের নামে সিলমোহর দেন নবীন। গত

২৯ সেপ্টেম্বরই উত্তরবঙ্গ সংবাদে পদ্ম প্রার্থী হিসাবে আগামী ৫ অক্টোবর বিধানসভায় মনোনয়নপত্র পেশ করতে চলেছেন কোয়েল, এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে এই ঘোষণা ছিল কার্যত সময়ের অপেক্ষা। কোয়েল মল্লিক রাজ্যসভায় গেলে এ রাজ্য থেকে বিজেপির সাংসদ হবে ৭। আর তৃণমূলের সাংসদ থাকবে ৯ জন।

এদিকে কোয়েলের নাম বিজেপির প্রার্থী হিসাবে ঘোষণার পরেই কোয়েলকে বিশ্বাসঘাতক বলে আক্রমণ করেছেন কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন ভালো লাগল তৃণমূলের সাংসদ হতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে তখন তৃণমূল দলটা খারাপ হয়ে বিজেপিতে চলে যেতে হয়।' এই প্রসঙ্গে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাংসদ করা নিয়ে দলের অন্দরের ক্ষোভকে সামনে এনেছেন কুণাল। কুণাল বলেন, 'এই কারণেই তো প্রশ্ন ওঠে দিদিমণি (মমতা) এইসব জিনিসপত্রকে নিয়েছিলেন কেন? যারা নেত্রীর সৌজন্যের মর্যাদা না দিয়ে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'ছারপোকা' বলে কটাক্ষ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আরএসএস-এর পর এবার সংঘের শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আলিপুরের সভা থেকে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নাম না করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' এবং বিরোধীদের 'ছারপোকা' বলে কটাক্ষ করে তাদের সমূলে উৎখাতের ডাক দিলেন তিনি। বিগত তৃণমূল সরকারকে 'হিন্দুবিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে, তাদের পতনের কারণ হিন্দু সমাজের জমে থাকা ক্ষোভের 'চরম প্রত্যাঘাত' বলে অভিহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে আরএসএস-এর 'স্বস্তিকা' মুখপত্রের দুর্গাপুজো সংখ্যার উদ্বোধন করতে গিয়ে সিজেপি নিয়ে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু, ওই অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর ওই বার্তা সেভাবে সামনে আসেনি। যদিও বিশেষ সূত্রে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এদিন আলিপুরে আরএসএস-এর শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক অনুষ্ঠানে সিজেপির আন্দোলনকে

নন্দীগ্রামে প্রচারে শুভেন্দু।

নিয়ে ফের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংঘ ও বিজেপি নেতৃত্বকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'চারদিকে আবার ছারপোকারা কিলবিল করে বেরিয়ে পড়েছে। এদের একদম হালকাভাবে নেবেন না।'

এরই মধ্যে এদিন রাজ্যের নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে দুই উপনির্বাচনের প্রচার শেষ হল। শুক্রবার নন্দীগ্রামে তিন তিনটি প্রচার সভা করেছিলেন শুভেন্দু। তারপরেও প্রচারের শেষদিনে জনসংযোগকে হাতছাড়া করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তবে এদিন আর কোনও জনসভা না করে নন্দীগ্রামের দুই প্রান্ত থেকে দুটি পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে নন্দীগ্রামে আইএসএফ প্রার্থী সবে মিরাজ আলি খানের প্রচারে বাধা এবং তাঁকে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ঘটনায় পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেছেন প্রার্থী। ভোটের আগে নন্দীগ্রামের পরিবেশ উত্তপ্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আইএসএফের। একই সুরে বিজেপিকে বিঁধেছে প্রদেশ কংগ্রেসও।

জন্মদিনের আসরে কোটি টাকার মাদক

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অভিজাত হোটেলে আচমকা অভিযান চালিয়ে কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ। রবিনসন স্ট্রিটের ওই হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষে বসেছিল জন্মদিনের আসর। সেখানে হাজির ছিলেন প্রায় ২৫ জন অতিথি। প্রশাসনের উচ্চমহল থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল এবং অ্যান্টি-নারকোটিক্স টিম। সেখান থেকে চারটি ব্যাগভর্তি মাদক উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনায় মোট ছ'জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং কোনও আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকার ওই হোটেলের ছ'তলা ও সাততলায় তল্লাশি চালানো হয়। তদন্তকারীদের দাবি, মাদক সেবন ও কেনাবেচার পাশাপাশি আরও কিছু নিষিদ্ধ কাজেরও সূত্র মিলেছে। সূত্রের খবর, ওই অনুষ্ঠানটি ছিল এক প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এমন কোনও অনুষ্ঠানের খবর তাঁদের কাছে ছিল না। উৎসবের মরশুমের আগে শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁয় মাদক কারবার রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে লালবাজার। সেই নজরদারিতে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ।

কাশীতে বাংলা ভবন

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : বারাণসীর সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে উদ্যোগী বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাঙালিটোলায় কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্টের জমিতে কালী মন্দির সহ প্রাচীন মন্দিরগুলি সংস্কারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ ভবন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। যার মূল লক্ষ্য হল তীর্থযাত্রীদের থাকা ও অন্যান্য পরিষেবা দেওয়া। রবিবার প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, রাজ্য পর্যটন দপ্তর ও বারাণসী জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা।

মুখ খুলল বায়রনের পরিবার

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : নিজের বাড়িতে বায়রনের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় একাধিক জল্পনা দানা বাঁধে। কীভাবে আগুন লেগেছিল তা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ওঠে। রবিবার মুখ খুললেন বায়রনের মেজোভাই মিল্টন বিশ্বাস। শর্টসার্কিট থেকে ইন্ডোর এসি বিস্ফোরণ হওয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে বলে মনে করছে বায়রনের পরিবার। যদিও দমকল বা পুলিশের রিপোর্টে এখনও চূড়ান্ত কোনও প্রমাণ মেলেনি। পাশাপাশি বায়রন আপাতত ভালো রয়েছেন বলে খবর পরিবার সূত্রে। কলকাতার কোনও বেসরকারি হাসপাতালে এনে কাউন্সেলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছে তাঁর পরিবার।

বায়রনের শরীরের প্রায় ৩০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। ঘটনার সময়ে মেজোভাই মিল্টন কলকাতায় এবং ছোটভাই নিপন দিল্লিতে ছিলেন। খবর পেয়েই তাঁরা ধুলিয়ানে এসে পৌঁছোন। তাঁর মেজোভাই জানিয়েছেন, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বায়রন। এখন আগের থেকে সুস্থ রয়েছেন তিনি। রাতে একচামচের বেশি খাবার খেতে পারেননি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়রনের একমাত্র ছেলে কলকাতায় একটি বেসরকারি কলেজের বিবিএ'র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পারিবারিক ব্যবসার বাইরে বেরিয়ে তিনি মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা ইনভেস্টের কথা জানান। এই নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। তবে শনিবার যা ঘটেছে, তা নিছকই দুর্ঘটনা হিসেবে দাবি করেছে তাঁর পরিবার।

গ্রেপ্তার ১

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : শহরের পাঁচতারা হোটেলে ভিনরাজ্যের এক মহিলা ও তাঁর সঙ্গীর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের বাসিন্দা। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নয়ডার বাসিন্দা পলাশ রায় (৫৬)-কে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে, হোটেলের লবিতে ব্রাজিল ফুটবল দলের সদস্যদের অভিবাদন জানাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, সেই সময় তাঁদের আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করা হয়। ঘটনার পরেই প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।

খুদের খুনশুটি। রবিবার কলকাতার কুমোরটুলিতে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

আক্রান্ত শামিম, সরব মমতা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : রাজনৈতিক বৈরিতা ভুলে সিপিএমের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক মসৃণ করার বার্তা আগেই দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফোন এবং পত্রালাপের পর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও একপ্রস্থ কথা হয়েছে তাঁর। এসআইআর বিতর্ক, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিজেপির বিরোধিতায় মমতা-তৃণমূল এবং সিপিএম আপাতত একই নৌকার যাত্রী। এবার বামপন্থী আইনজীবী শামিম আহমেদের ওপর হামলার ঘটনায় বিজেপিকে কড়া ভাষায় নিশানা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

শনিবার রাতে শালবনি থেকে ফেরার পথে বামপন্থী আইনজীবী শামিম আহমেদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁর সঙ্গে থাকা মহিলা আইনজীবীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগেও বিদ্ধ হয়েছে পদ্মশিবির। রবিবার এই ঘটনায় বিজেপি শাসিত বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে বলে সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বারুইপুর আদালত চত্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন আরেক বামপন্থী আইজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘটনারও নিন্দা জানিয়েছেন মমতা।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'আক্রান্ত আইনজীবী শামিম আহমেদকে মারাত্মক শারীরিক নির্যাতনের পর মূল অভিযোগপত্র বদলে ফেলার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির জরুরি হস্তক্ষেপে তিনি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গ কোনও অবস্থাতেই ভীতি প্রদর্শন কিংবা জঙ্গলরাজের সংস্কৃতি মেনে নেবে না। রাজনৈতিক হিংসার ঊর্ধ্বে উঠে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।' দলীয় মতাদর্শের ঊর্ধ্বে গিয়ে সমস্ত আইনজীবীর পেশাগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন মমতা। তিনি আরও লেখেন, 'বিজেপির গুন্ডাদের দ্বারা বারবার হামলার ঘটনা কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না।'

তৃণমূল নেত্রীর এভাবে শামিম ও সায়নের পাশে দাঁড়ানোর নেপথ্যে রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তবে মমতার সমর্থন প্রসঙ্গে শামিম বলেন, 'অতীতের ভুল শুধরে নিয়ে সংবিধানকে রক্ষা করতে কেউ যদি এগোতে চায়, আমরা সবাই একসঙ্গে লড়ব, সব নাগরিক একসঙ্গে লড়ব।'

ফের উত্তপ্ত ফিল্ম ইনস্টিটিউট

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ফের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে (এসআরএফটিআই)। রবিবার বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে। গেট ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টাও করেন ওই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা। পুলিশের তরফে প্রথমে ব্যারিকেড লাগিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ঠিকই। কিন্তু তাতেও আটকানো যায়নি বিক্ষোভকারীদের। ভিতরে থাকা পড়ুয়াদের উদ্দেশে ইট ও বোতল ছোড়েন তাঁরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেট খুলে দেওয়ার দাবিতে পুলিশের সঙ্গে বচসাতেও জড়ান তাঁরা। এসআরএফটিআইয়ের পড়ুয়ারাও পালটা বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন। ক্যাম্পাসের ভিতরে বাম ও আম্বেদকরপন্থী পড়ুয়ারা গান, কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদে সরব হন। বিক্ষোভকারীরা বলেন, 'অতি বামেরা আরএসএস বিরোধিতা করতে গিয়ে বিবেকানন্দের ছবিতে আঘাত করেছে, ভারতমাতার ছবি ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ গেটটা খুলে দিক, আমরা ভেতরে গিয়ে ওদের শাস্তি দেব।' এদিনের অশান্তির প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শিক্ষাঙ্গনে যেখানে মেধার চাষ হয়, সেখানেই আরএসএস-বিজেপির মত্ত গোষ্ঠীর এরকম প্রতিফলন ঘটে।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ভারত সরকার
ভারতীয় বিমানবন্দর প্রাধিকরণ AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

পশ্চিমবঙ্গের আকাশপথে নতুন দিগন্ত
সম্প্রসারিত হচ্ছে বিমান পরিষেবা, শক্তিশালী হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা

তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে
শ্রী নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

"বঙ্গের উন্নয়নই ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নয়নের ভিত্তি।"
— শ্রী নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে চারটি নতুন বিমানবন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে
ছড়রা (পুরুলিয়া), বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), হাসিমারা সিভিল এনক্লেভ (আলিপুরদুয়ার) এবং
কলাইকুন্ডা সিভিল এনক্লেভ (পশ্চিম মেদিনীপুর)
এবং
পশ্চিমবঙ্গে উড়ান প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের বাস্তবায়নের
জন্য
মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিশিষ্ট অতিথিদের সশ্রদ্ধ উপস্থিতিতে
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রী কিনজারাপু রামমোহন নাইডু
মাননীয় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী
এবং
শ্রী মুরলিধর মোহোল
মাননীয় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী; এবং সমবায়মন্ত্রী

রাজ্যের জন্য সুফল
- বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনুন্নত ও বিমান-সংযোগবিহীন এলাকায় বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।
- জাতীয় বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।
- পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক গন্তব্যগুলিতে যাতায়াত আরও সহজ ও সুগম হবে।
- স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় মানুষের প্রবেশাধিকার আরও উন্নত হবে।

৫ অক্টোবর, ২০২৬ । দুপুর ১:০০টা । নবান্ন সভাঘর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

CBC 03111/13/0009/2627

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩৯ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ আশ্বিন ১৪৩৩

অশনিসংকেত

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কোটি কোটি ভোটার তালিকা থেকে বাতিল হওয়ার প্রতিবাদে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন কেন্দ্রের শাসকদলের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপক হারে নাম বাদ এবং নতুন ভোটারদের নাম তোলার নিয়মবিধির পরিবর্তন নিয়ে চূড়ান্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সমস্ত বিতর্ককে উপেক্ষা করে এসআইআর চালিয়ে গিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালতে কমিশনের ওই প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে মামলা দায়ের হলেও সুরাহা কিছু হয়নি। শেষপর্যন্ত সংশোধিত তালিকার ভিত্তিতে ভোট হয় বিহার ও পশ্চিমবাংলায়। উভয় রাজ্যে বিজেপি জয়ী হয়। এরপর দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর শুরু হলে বিতর্কের পটভূমির ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে।

একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্রে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে এসআইআর পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে তিন কমিশনারের মতানৈক্যের সংবাদ প্রকাশের পর অবশ্য এই বিতর্ক আর চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। ফলে বিরোধীরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হয়ে পথে নেমেছে। এই বিক্ষোভের আঁচ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি।

ককরোচ জনতা পার্টি মুম্বইয়ে বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার পর শিবাজি পার্কে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা অভিনেতা, গায়করা যোগ দেওয়ায় অনুমান করাই যায় যে, এর অভিঘাত আগামীদিনে ভারতীয় রাজনীতিকে আরও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে হলেও এই আন্দোলন কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে ঘনীভূত হয়েছে। যাতে বিজেপি চরম অস্বস্তিতে পড়েছে। জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, সংশোধনের নামে বিরোধী সমর্থকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে তিনি বিজেপিকে জিততে সুবিধা করে দিয়েছেন।

বিরোধীদের অভিযোগের বিরোধিতায় কেন্দ্রের শাসকদল আলোচনার পথে না গিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। যা রাজনৈতিক সুস্বাস্থ্যের সুলক্ষণের ইঙ্গিত নয়। গান্ধি জয়ন্তীর দিন দিল্লির যন্তরমন্তরে আইসা'র বিক্ষোভ সংগঠিত করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। বরং আন্দোলনকারীদের সমাবেশ আটকাতে যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তারপরেও আন্দোলনকারীদের আটকানো যায়নি।

অহিংস আন্দোলনে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ ওঠায় উত্তেজনা চরমে ওঠে। ভোট বিশ্লেষক ও সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ, আইনজীবী কপিল সিবাল এবং প্রশান্ত ভূষণ সহ বহু আন্দোলনকারীকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) সভাপতি নেহা বোরাকে বলপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ।

এক মহিলা সাংবাদিককে এক পুলিশ কর্মকর্তা যৌন হেনস্তা করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। আন্দোলনের ঝাঁঝ যে কমবে না, তা বোঝা গিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির এই হুঁশিয়ারিতে-- ১০ অক্টোবরের মধ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ না করলে যন্তরমন্তরে আরও বড় আন্দোলন হবে। বিভিন্ন বিরোধী দল এই আন্দোলনের শরিক হয়েছে। যন্তরমন্তরে আপ কর্মী-সমর্থকদের দেখা গিয়েছে, ইন্ডিয়া গেটের সামনে যুব কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

রাহুল গান্ধি 'সত্যাগ্রহ' নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় শাসকবিরোধী সমস্ত আন্দোলনের খবর এই প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আন্দোলনের তীব্রতা যত বাড়ছে, তত বিজেপি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ভোটদানে অনিয়মের অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠেছে ঠিকই, কিন্তু পরিকল্পিত ভোট চুরির অভিযোগে সারা দেশ এভাবে উত্তাল হয়নি কোনওদিন।

কেন্দ্রের শাসকদল অবিলম্বে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসে সদর্থক পদক্ষেপ না করলে এই বিরোধী আন্দোলনের প্রতিফলন ভোটের বাক্সে পড়বে। একথা মাথায় রাখা উচিত কেন্দ্রের শাসকদলের।

অমৃতধারা

বোধ থেকে মহাবোধে, সমাধি থেকে গভীর সমাধিতে, জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। জীবনটাই যেন হয়ে ওঠে এক পবিত্র মহাপীঠ, যে জীবনের স্পর্শে হাজার-হাজার আগামী জীবন প্রাণলাভ করবে। কোন কিছুই ফেলনা নয়। ফেলাও যায় না। যা কিছুই ঘটুক, জানবে তার সাথেই তিনি। ঘটনা বাদ দিলে-তিনিই থাকেন। আত্মচিন্তা ছাড়বে না। ওর মধ্যেই আত্মা আছে। গুরুকে যে ভগবান বলে বুঝতে পারে, তার জ্ঞান হবেই। গুরু স্বয়ং ভগবান। তিনি সবার গুরু। গুরুকে সসম্মানে রাখা কিন্তু শিষ্যের দায়িত্ব। জীব কে? চিন্তার ওঠানামাই জীবের জীবত্ব। চাই এর হাত থেকে পরিত্রাণ। চিন্তার সাহায্য নিয়ে চিন্তার ওপারে যাওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলেই সম্ভব। তোমার চেষ্টাই গুরুকৃপা।

-ভগবান

গান্ধির সামনে মানবধর্মের নতুন পরীক্ষা

বিমানে সন্ত্রাসের ছায়ায় স্মিত মচ্ছরের সাহস আর রাষ্ট্রনেতাদের হিংসার মুখোমুখি গান্ধির অহিংসাবাদ।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেল, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, মানুষের মস্তিষ্কের অতলান্ত গভীরে পৌঁছানোর ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আয়ত্তে আসেনি। একজন সহকারী পাইলট যে তাঁরই সহকর্মী তথা প্রধান বিমানচালককে খুন করার চেষ্টা করে প্রায় পৌনে দু'শো যাত্রীর প্রাণ বিপন্ন করে ফেলবেন, তা আগাম বুঝে ওঠার মতো কোনও প্রযুক্তি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবু আশার কথা এটাই যে, মানবেতিহাসের চিরায়ত সত্যটি ফের প্রতিষ্ঠিত হল এই ভয়াল ঘটনার মধ্য দিয়ে। বিমানচালক স্মিত মচ্ছরের সাহস এবং প্রত্যয়ের মধ্যে বসন্তের বাতাসের মতো ভেসে এল মানবধর্মের আলোকরেখাটি। মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবিটিও দৃশ্যমান হল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ বিমানটি ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আভিভের দিকে যাচ্ছিল। মাঝআকাশে সহকর্মী বিমানচালক আচম্বিতে স্মিতের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কর্তৃপক্ষ জানায়, ককপিটে থাকা জরুরি ক্র্যাশ অ্যাক্স দিয়েই হামলা করা হয়েছিল। বিমানে ১৭৪ জন যাত্রী ছিলেন। হামলার পর বিমানটি দ্রুত নীচে নামতে শুরু করে। বিমানের মেঝেতে রক্তস্নাত অবস্থায় পড়ে যান স্মিত। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, ওই অবস্থায় পড়ে থাকলে তাঁর চলবে না। সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁকে ককপিটের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেই হবে। শুধু আত্মরক্ষার জন্য নয়, তাঁর মাথায় তখন ঘুরছিল আর একটি ভয়াল চিন্তা, তিনি যদি ককপিটের দরজা খুলতে না পারেন, তা হলে সমস্ত যাত্রীর প্রাণ বিপন্ন হবে। সেই মুহূর্তে নিজের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

বাকি ঘটনা সকলের জানা। গুরুতর আহত হয়েও স্মিত ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন। এরপর অন্য যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা হামলাকারীকে কাবু করে ফেলেন। বিমানে থাকা অন্য পাইলটরা নিয়ন্ত্রণ নেন এবং বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুকে নিরাপদে অবতরণ করান। আহত বিমানচালককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি মানুষের বিবেক, দায়িত্ববোধ এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার কথাও সামনে এল। বিপদের মুহূর্তে নিজের জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি অন্যদের জীবন রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যেই মানবধর্মের সবচেয়ে বড় পরিচয়টি ধরা পড়ল।

এই ঘটনার পর স্বভাবতই এই অকুতোভয় বিমানচালকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে সারা বিশ্বের। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্মিতের অকুতোভয়তার প্রশংসা করেছেন। ২ অক্টোবর, গান্ধি জয়ন্তীর দিন মোদি স্মিতের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন, অহিংসার প্রকৃত মর্ম তিনি নিজের কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয়রা প্রাণ নেওয়ার মানুষ নন, প্রাণ বাঁচানোর মানুষ। স্মিতও জানান, বিপদের সময় তিনি হনুমান চালিশা জপ করছিলেন এবং ভারত থেকে দূরে থাকলেও দেশের সংস্কৃতি থেকে দূরে নন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাবা-মা ও স্ত্রীর ধৈর্য এবং মানসিক দৃঢ়তারও প্রশংসা করেন। কথোপকথনের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক সংস্কার এবং দায়িত্ববোধের প্রসঙ্গও উঠে আসে। এই জায়গাতেই ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাস ও রাষ্ট্রীয় ভাষ্যের মধ্যে নতুন এক রাজনৈতিক পাঠ তৈরি হয়েছে।

ককপিটে স্মিত মচ্ছর।

কিন্তু যবে থেকে প্রচারিত হয়েছে হামলাকারী সহকারী বিমানচালক ওমানের নাগরিক, তবে থেকে সামগ্রিকভাবে ঘটনাটিকে একদিকে ধর্মীয়, অন্যদিকে ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা শুরু হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামলাকারী সহকারী বিমানচালক ইসলামি উগ্র মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে থাকতে পারেন এবং তাঁর মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতার লক্ষণ ছিল। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, সেকথাও স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এই ঘটনায় তেহরানের হাত থাকার প্রমাণ মিললে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বক্তব্যের পক্ষে তখনও কোনও প্রকাশ্য প্রমাণ সামনে আসেনি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কর্তৃপক্ষ অবশ্য তদন্তের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে পরিকল্পিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেছে। ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য যোগসূত্র নিয়ে তদন্ত হওয়া জরুরি।

এইসব নেতা যে দাবিগুলি করেছেন, সে সবের সবক'টির পক্ষে তাঁরা এখনও প্রমাণ দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা জানেন, এই ধরনের দাবি উচ্চকিত স্বরে তুলতে পারলে স্বদেশে এবং বিদেশে রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তাঁদের খ্যাতি বাড়তে পারে। সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র সবসময়েই নিন্দনীয়। হামলাকারী বিমানচালক যে কাজ করেছেন, তার প্রকৃত তদন্ত হওয়া দরকার, সেকথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাঁরা এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বড় মুখ করে নিন্দা করছেন, তাঁদের সেই নৈতিক অধিকার আছে কি না। তদন্তসাপেক্ষ দাবিকে অভ্রান্ত তথ্য হিসাবে পেশ করা কি আদৌ যুক্তিসংগত?

দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে সহকারী বিমানচালকের আক্রমণে ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর। গুরুতর আহত হয়েও তিনি ককপিটের দরজা খুলে যাত্রী ও ক্রুদের হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করেন। বিমানটি পরে নিরাপদে তাবুকে অবতরণ করে। গান্ধি জয়ন্তীর দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নতুন করে সামনে আনে মানবধর্ম, অহিংসা ও রাষ্ট্রীয় হিংসার প্রশ্ন। হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেষ্টা বলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কিন্তু সম্ভাব্য বৃহত্তর যোগসূত্র নিয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনাটিকে ঘিরে ধর্মীয় ও ভূরাজনৈতিক ব্যাখ্যাও ইতিমধ্যে যথেষ্ট তীব্র হয়েছে।

বিমানে হামলার ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। গান্ধি জয়ন্তী ছিল ২ অক্টোবর। কিন্তু সেই দিনই প্রধানমন্ত্রী মোদি আহত বিমানচালকের সঙ্গে কথা বলায় দুটি বিপ্রতীপ প্রসঙ্গ একত্রে উত্থাপিত হল। একদিকে রয়েছে বিমানচালক স্মিত মচ্ছরের প্রত্যয়িত মানবধর্ম, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ। হামলাকারী বিমানচালককে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত বললেও তাঁর পেছনে কোনও সংগঠন বা রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। অন্যদিকে নেতানিয়াহু বা ট্রাম্প যে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শান্তির বার্তা প্রচার করেন না, সেকথা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেভাবে দিনের পর দিন ইজরায়েল গাজায় সামরিক অভিযান চালিয়ে শিশু, নারী বা বৃদ্ধদের মৃত্যু ঘটাচ্ছে, তাতে তাঁকে কি শান্তির দূত বলে বর্ণনা করা সঠিক হবে? ইজরায়েলের এই কর্মকাণ্ডকে কি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত হবে? গাজায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগ আন্তর্জাতিক স্তরে উঠেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ২০২৪ সালের নভেম্বরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আদালতের নথিতে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে আদালত যুদ্ধাপরাধী বলে দোষী সাব্যস্ত করেনি। ওদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে এসেছে। এই যে অকাতরে বেসামরিক প্রাণহানি চলছে, তা কি মানবসমাজের ওপর সন্ত্রাস নয়? এ কথাও জানা, যেসব দেশ নিজেদের সভ্যতার ওপর গর্ববোধে আক্রান্ত, তাদেরও অনেকেই এই সভ্যতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষে জড়িত।

মূলত প্রতিটি কট্টর দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্র কোনও না কোনওভাবে এক সূত্রে গ্রন্থিত। এইসব রাষ্ট্রনেতা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করার জন্য দেশের ভিতরে বা বাইরে যাবতীয় বিরোধী শক্তিকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্মূল করায় বিশ্বাসী। প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ট্রাম্প বা নেতানিয়াহুর সম্পর্কের রসায়নও সকলেই জানেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মূল সমস্যা হল, তিনি এখনও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই স্মিত মচ্ছরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময় গান্ধি জয়ন্তীর প্রসঙ্গ টেনে বলতে হয় যে, হিংসার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের জয় হয়েছে। আজ ভারতীয় বিমানচালক যে সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তা যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে গান্ধিকে ফের প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, গান্ধি নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্রের অনাচারের বিরুদ্ধে যখন যুবসমাজ অহিংস আন্দোলনের পথে নামে, তখন তাঁর পুলিশও যেন সহিংস পন্থায় তাঁদের শায়েস্তা করতে উদ্যত না হয়।

রাজপথে পুলিশের লাঠি মাথা পেতে নেয় যে ছাত্রটি, তাঁর প্রতি ভবিষ্যতে যদি মোদির কৃপাদৃষ্টি পড়ে, তবেই বুঝতে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্প বা নেতানিয়াহুর পথে না হেঁটে প্রকৃতই ভারতের মূল আদর্শটিকে পাথেয় করেছেন। গান্ধি ১৯২৫ সালের ১৩ অগাস্ট 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় লিখেছিলেন, 'আমি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি ততক্ষণই অনুগত থাকি, যতক্ষণ সেই প্রতিষ্ঠানটি আমার এবং আমার দেশের বিকাশের সহায়ক হয়। যখনই আমি দেখতে পাই যে প্রতিষ্ঠানটি বিকাশে সহায়তা করার পরিবর্তে তাতে বাধা সৃষ্টি করছে, তন্মুহূর্তে আমি তার প্রতি আনুগত্যহীন হওয়াকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করি।' গান্ধির এই বক্তব্য আজও রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের বিকাশের সহায়ক না হয়ে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে প্রতিবাদের নৈতিক অধিকার থেকেই যায়। আজকের ঘটনার শিক্ষা তাই শুধু বিমান নিরাপত্তার নয়, মানবিকতারও। মানবধর্ম, অহিংসা এবং রাষ্ট্রীয় হিংসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন ফিরে আসে, শেষপর্যন্ত আমরা কোন পথটিকে সভ্যতার পথ বলে বেছে নেব?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০২০

অভিনেতা শক্তি ঠাকুর প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৬৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী শতাব্দী রায়।

আলোচিত

গুরপ্রীত ভারতের অন্যতম সেরা গোলকিপার। দুটো ম্যাচ দিয়ে ওঁকে বিচার করা উচিত নয়। পরের ম্যাচে উনি ফিরে আসবেন। গুরপ্রীতের একার জন্য গোল হয়নি। ডিফেন্ডার কাছেই ছিল। তাছাড়া ওদের মুভটাও ভালো হয়েছে। সকলেরই দোষ রয়েছে। দলের প্রত্যেকে এই ম্যাচের গুরুত্ব জানতেন। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন। আমরা সময় নষ্ট করিনি। ওদের সঙ্গে সমানে লড়ে গিয়েছি। ম্যাচের আগে চাপ তো ছিলই। প্রতিপক্ষের নাম ব্রাজিল।

- খালিদ জামিল
(ভারতীয় ফুটবল কোচ)

ভাইরাল/১

হরিয়ানার জিন্দে একটি ব্যাংকে টাকা জমার স্লিপ পূরণ করছিলেন তরুণী। সাহায্যের বাহানায় একজন ফর্মে অ্যাকাউন্ট নম্বর ভুল লেখে। তরুণী আরেকটি ফর্ম পূরণের সময় ব্যক্তিটি তাঁর ১.২৫ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে উধাও হয়ে যায়।

ভাইরাল/২

বখতিয়ারপুর জংশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে চুল ও শরীর ভেজাচ্ছেন। অন্যরা তা ক্যামেরাবন্দি করছেন। ভিডিওটি ইন্টারনেটে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ৩ কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জনমন জনমত

নাটাবাড়ি থেকে কোচবিহার রুটে স্টেট বাস চাই

তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন নাটাবাড়ি-১ পঞ্চায়েত একটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। প্রায় ১৫ হাজার মানুষের বাস এখানে। দুটি হাইস্কুল, কয়েকটি জুনিয়ার হাইস্কুল, দুটি ব্যাংক, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বেশকিছু সরকারি কার্যালয় এখানে রয়েছে। এখানকার বহু সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক কর্মসূত্রে প্রতিদিন কোচবিহার শহরে যাতায়াত করেন। আবার অনেকে কোচবিহার শহর থেকে নাটাবাড়িতে চাকরি করতে আসেন। বহু ছাত্রছাত্রী নাটাবাড়ি থেকে কোচবিহার শহরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যায়। এছাড়া ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ, এমনকি রোগীরাও প্রতিদিন কোচবিহার শহরে যাতায়াত করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নাটাবাড়ি থেকে কোচবিহার শহরে যাতায়াতের জন্য রয়েছে মাত্র একটি স্টেট বাস। নাটাবাড়ি থেকে কোচবিহার শহরের দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। ছাত্রছাত্রী ও চাকরিজীবী সহ যাঁরা নিত্যযাত্রী, তাঁদের পক্ষে প্রতিদিন অটোতে যাতায়াত করা বেশ কষ্টদায়ক ও সময়সাপেক্ষ।

এমতাবস্থায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কয়েকটি বাস নাটাবাড়ি থেকে কোচবিহার শহরে প্রতিদিন নিয়মিত চলাচল করলে খুবই উপকার হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে স্থানীয় প্রশাসন ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

স্বস্থানে ফিরুক জেনারেল হাসপাতাল

বহু বছর আগে এক সমাজসেবীর জমি-বাড়ি দানের সূত্রে জলপাইগুড়িতে সরকারি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল। কালক্রমে তা পরিণত হয় জেলা হাসপাতালে। কলকাতা থেকে নামকরা চিকিৎসকরা আসতেন। উন্নত পরিষেবায় দূরদূরান্তের ভরসা হয়ে উঠেছিল এই প্রতিষ্ঠান। শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় হাসপাতালপাড়া, হাকিমপাড়া, দিনবাজার সহ নানা এলাকার বাসিন্দারা অনায়াসে পরিষেবা পেতেন। হাসপাতাল চত্বরেই চিকিৎসকদের আবাসন থাকায় রাতেও জরুরি বিভাগে দ্রুত পরিষেবা মিলত।

বর্তমানে জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ চালু হওয়ায় জেনারেল হাসপাতালটিকে সেখানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন ক্যাম্পাসটি শহর থেকে বেশ দূরে, রাতে যাতায়াতের গাড়ি পাওয়া বেশ মুশকিল। অথচ পুরোনো সুবিশাল ভবনের দপ্তরগুলি স্থানান্তরিত হওয়ায় পড়ে রয়েছে শুধু বিল্ডিং আর দীর্ঘদিনের স্মৃতি। মেডিকেল কলেজ স্বতন্ত্রভাবে চলুক। কিন্তু শহরবাসীর স্বার্থে জেনারেল হাসপাতালটি তার পুরোনো চত্বরেই ফিরিয়ে আনা হোক। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নূপুর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শহর থেকে শিউলি হারানোর শরৎ

শিউলি না ফোটার আক্ষেপে ধরা পড়ে বদলে যাওয়া ঋতু, শহর ও বহু স্মৃতি।

শমিত বিশ্বাস

একসময় শরৎ আসা মানে ছিল ভোরে উঠে বাড়ির উঠোনে ঘাসের ডগায় চার ছ'টা সাদা পাপড়ি আর এক ফোঁটা গাঢ় কমলা রঙের বোঁটা কুড়িয়ে নেওয়া। মহানন্দার চরের ভিজে হাওয়া আর সুকনার জঙ্গলমুখো কুয়াশার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা সেই শরৎ এবার যেন কোথাও থমকে গিয়েছে। পুজো দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে, অথচ শিলিগুড়ি শহরের পরিচিত উঠোনগুলি থেকে শিউলির সেই গন্ধটা বিলকুল উধাও। এবারে তো অনেক গাছে ফুলও ফোটেনি। কোথাও যেন আসলে উৎসবের আগমনীই নিঃশব্দ হয়ে গেল। স্মৃতির সেই ছোট্ট আয়োজনেই শরতের আগমনকে চিনে নেওয়া যেত।

এই বাস্তবটাকে ধরতে হলে ঘটনার কার্যকারণ খুঁজতে হবে মাটির গভীরে। ভূগোল আর মানুষের যাপন আলাদা কোনও বস্তু নয়। প্রকৃতি যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, বুঝতে হবে তার শরীরে এমন কোনও ক্ষত তৈরি হয়েছে, যা আমরা খালি চোখে পড়তেই পারছি না। তিস্তার চরে বালি তোলার ট্রাকের আনাগোনা, মহানন্দার বুকে আবর্জনা জমে নদীর স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া, সব মিলিয়ে মনে হয় পরিবেশের ছন্দটা কোথাও গিয়ে বড়সড়ো হোঁচট খেয়েছে। এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে যে প্রশ্নটি উঠছে, তা কেবল একটি ফুল না ফোটার প্রশ্ন নয়, প্রকৃতির বদলে যাওয়া ছন্দের প্রশ্ন। শহরের মোড়ে মোড়ে উৎসবের প্রস্তুতি তখন শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির সেই পুরোনো বার্তাটি যেন আর পৌঁছাল না।

এবার বর্ষাটাও ঠিক স্বাভাবিক হল না। শ্রাবণ-ভাদ্র জুড়ে যে একটানা ভিজে গন্ধ, তারপর রোদের ধারালো ঝিলিক ওঠার কথা ছিল, তা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বর পেরিয়ে অক্টোবর এসে গেল, অথচ দিনেরবেলায় এমন গুমোট, ভ্যাপসা গরম, যেন চৈত্র মাসের লু এসে তরাইয়ের উঠোনে থমকে দাঁড়িয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শিলিগুড়িতে ৩৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নথিবদ্ধ হয়েছিল এবং অক্টোবরের গোড়াতেও ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রির পূর্বাভাস ছিল। আবহবিদদের আলোচনায় যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার চরম খামখেয়ালিপনার কথা আসে, গাছের শরীর সেই তত্ত্ব বোঝে না। সে বোঝে মাটির আর্দ্রতা, বাতাসের ঠান্ডা পরশ, রাতের শিশির। ঋতুর তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের বদল উদ্ভিদের ফুল ফোটার সময়কেও প্রভাবিত করতে পারে। শিউলির ক্ষেত্রেও তাই প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক ছন্দের দিকে তাকানো জরুরি। গাছের পাতা আছে, ডাল আছে, তবু ফুলের অপেক্ষা যেন দীর্ঘতর হয়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটার দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। এই গাছটার নীচে মায়ের হারমোনিয়াম আর গানের সুর ভাসত। এই গাছের তলায় আমার শৈশব জুড়ে রয়েছে শিউলির বোঁটা শুকিয়ে আলপনা আঁকার দিনগুলো। সেখানে কেবল ধুলোমাখা কিছু রুক্ষ পাতার দীর্ঘশ্বাস। শহরের মোড়ে মোড়ে এখন বাঁশের কাঠামো, বিরাট হোর্ডিংয়ে লেখা 'শারদোৎসবের দিন গোনা শুরু'। অথচ যে গাছটা আসল উৎসবের খবর নিয়ে আসত, সে আজ বোবা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। গাছে পাতা আছে, কিন্তু ফুল ফোটার সেই পরিচিত উদ্যোগ নেই। এই শূন্যতা মনের ভিতরেও স্পষ্ট।

পুজো হয়তো আসবে। আলো জ্বলবে, মাইকে কানফাটানো গান বাজবে, ঢাকের বাদ্যি শহরের অলিগলি কাঁপিয়ে দেবে। কিন্তু বুকের ভেতর যে আসল ঋতুটা ছিল, যে শরৎ মানে ছিল ভোরের বাতাসে একটুখানি শিউলির নিবিড় গন্ধ, সেই স্মৃতিটা কোথায় যাবে? ফুল না ফোটা শুধু একটি গাছের নীরবতা নয়, এই শহরের বদলে যাওয়া পরিবেশ আর শুকিয়ে আসা প্রাণস্পন্দনের দলিলও হতে পারে। পুজোর আলো, মাইক, ঢাক থাকবে, হারিয়ে যেতে পারে সেই নিঃশব্দ আগমনী। ভোরের সেই শিউলির সাদা পাপড়ি জানিয়ে দিত শরৎ এসেছে। উৎসবের জৌলুস টাকা দিয়ে কেনা যায়, আলো দিয়ে শহর সাজানো যায়, কিন্তু শিউলির ডালে যে ভোরবেলাকার ঈশ্বর লুকিয়ে থাকতেন, তাঁকে আমরা চিরতরে নির্বাসিনে পাঠিয়ে দিলাম না তো? এই অভাব আজ আরও বেশি করে বাজে মনে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬৭

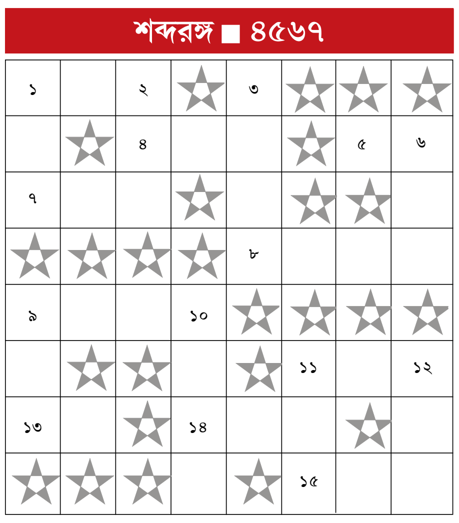

পাশাপাশি : ১। মাথার চুলের ডগা ৪। সিদ্ধ বা সফল হওয়া, এককথায় কাজ উদ্ধার ৫। চোখের সঙ্গে সম্পর্কিত অসুখ ৭। খুবই ছোট আকারের পোকা ৮। সেঁটে দেওয়া বা ঝুলিয়ে দেওয়া ৯। পালিয়ে যাওয়া ১১। হিন্দু বিধবা মহিলার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। এক সপ্তাহের মজুরি ১৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ১৫। চঞ্চল বা দুরন্ত

উপর-নীচ : ১। এই ফুলের অন্য নাম কেয়া ২। যে গ্রহ আকারে ক্ষুদ্র ৩। হৃষ্টপুষ্ট ও নধর চেহারা ৬। নিড়ানি দিয়ে আগাছ পরিষ্কার করা ৯। বুঝেসুঝে বা সমঝে চলা ১০। নদী নয়, সমুদ্রের জল ১১। বিদ্যার দেবী সরস্বতী ১২। নাজেহাল বা হয়রান হওয়া।

সমাধান ■ ৪৫৬৬

পাশাপাশি : ১। হাবাগোবা ৩। গীতল ৫। তরণীসেন ৭। রসাল্ল ৯। আমলা ১১। সংকীর্তন ১৪। দায়ক ১৫। চাপাকল।

উপর-নীচ : ১। হাস্যকর ২। বারিত ৩। গীর্কণী ৪। লঙ্ঘন ৬। সেলাম ৮। সারং ১০। লাঠিয়াল ১১। সফেদা ১২। কীচক ১৩। নলিচা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০২৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বছরে দরকার ৪০ ফাইটার জেট
বায়ুসেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : দেশের আকাশসীমাকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়তে এবং বায়ুসেনার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধক্ষমতা বজায় রাখতে প্রতিবছর অন্তত ৩৬ থেকে ৪০টি নতুন যুদ্ধবিমান বাহিনীতে যুক্ত করা জরুরি। আগামী ৮ অক্টোবর ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। তার ঠিক আগে দেশীয় যুদ্ধবিমান তৈরিতে ধারাবাহিক দেরি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন খোদ বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং। তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চম প্রজন্মের অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এএমসিএ) তৈরির মতো দেশীয় প্রকল্পগুলিতে এই বিলম্ব চলতে থাকলে বাধ্য হয়েই বিদেশি যুদ্ধবিমানের দিকে ঝুঁকতে হবে ভারতকে।

বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনার অনুমোদিত ফাইটার স্কোয়াড্রনের সংখ্যা ৪২ হলেও, বাস্তবে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৯-এ, যা ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে সর্বনিম্ন। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে একই সময়ে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতের যুদ্ধবিমানের সংখ্যা আদৌ পর্যাপ্ত কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বায়ুসেনা প্রধান জানান, যুদ্ধবিমান পেতে মাত্রাতিরিক্ত দেরি হওয়ার ফলে বাহিনীর শক্তি নিঃসন্দেহে ধাক্কা খেয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস এলসিএ এমকে-১এ যুদ্ধবিমান সরবরাহে একাধিকবার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় হতাশা তৈরি হয়েছে। বায়ুসেনা প্রধান কঠোর বার্তা দিয়ে বলেন, 'আত্মনির্ভরতা কখনও দেশের প্রতিরক্ষার মূল্যে হতে পারে না। আত্মনির্ভর ভারত যেন শুধুমাত্র একটি শব্দবন্ধে পরিণত না হয়।' তিনি জানান, দেশীয় প্রকল্পে দেরি হলে বিকল্প হিসেবে বিদেশি জেটের কথা ভাবতে হবে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া পঞ্চম প্রজন্মের এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমানের প্রস্তাব থাকলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

চিনের সহযোগিতায় পাকিস্তানের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান সংগ্রহের সম্ভাবনা নিয়েও সতর্ক করে এপি সিং বলেন, 'আমরা খবর পাচ্ছি পাকিস্তান পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে এবং তাদের পাইলটরা ইতিমধ্যেই চিনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এটি উদ্বেগের কারণ। তবে আমাদেরও মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে। শুধুমাত্র আধুনিক প্ল্যাটফর্ম থাকলেই হয় না, তাকে নিজস্ব সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করাটাই আসল।'

পাঠাগার নিয়ে শুনানি আজ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : রাজধানীর কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ১৩৫ বছরের পুরোনো পাঠাগার (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি বা সিএসএল) সরানোর মামলা সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করেছে। সোমবার মামলার শুনানি। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও সচদেবের এজলাসে শুনানি হবে। শাস্ত্রীভবনে অবস্থিত লাইব্রেরিটিতে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার বই রয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সেন্ট্রাল ভিস্টা পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের মধ্যে শাস্ত্রীভবন। এই ভবন ভেঙে ফেলা হবে। সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পে পাঠাগারের জন্য কোনও জায়গা বরাদ্দ করা হয়নি।

ড্রোনে বেসামাল ইউক্রেন

কিভ, ৪ অক্টোবর : ইউক্রেনের সুমিতে বত্রিশ বছরের পুরোনো ভারতীয় ওষুধ সংস্থা রাশিয়ার ভয়াবহ ড্রোন হামলায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আহতদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। রাতের শিফটে কাজ চলার সময় হামলা চালায় রাশিয়া। মৃত ব্যক্তি কারখানার কর্মচারী। ভারতীয় মালিকানাধীন কুসুম গ্রুপের ওষুধ সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ইউক্রেনে কাজ শুরু করে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি এক্সে হামলার নিন্দা করেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

'দৃশ্যম' দেখে বাবাকে খুন

আহমেদাবাদ, ৪ অক্টোবর : জমি বিক্রি নিয়ে বিবাদের জেরে বাবাকে খুন করল ছেলে। পুলিশের নজর এড়াতে বলিউডের 'দৃশ্যম' দেখে হত্যার ছক কষে। সুরাট থেকে ২০০০ কিলোমিটার দূরে বিহারের সমস্তিপুরের গ্রামে যায়। বাবা সেখানে থাকেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বাবা রঘুবীর সাহনিকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে চম্পট দেয় শিবশঙ্কর। বাবার শেষকৃত্যে ছেলে না আসায় সন্দেহ হয় পুলিশের। শিবশঙ্কর সুরাট থেকে দীর্ঘযাত্রায় মোবাইল বন্ধ রেখেছিল। বিহার থেকে গুজরাটের পাতোরিতে পৌঁছে কয়েক মিনিটের জন্য কথা বলতে স্ত্রীকে ফোন করে। তার ৩৬ ঘণ্টা পরে সুরাটে ফোন সক্রিয় করে। তাতে পর্দা ফাঁস হয়। কল ডিটেলস ঘেঁটে পুলিশ তাকে পাকড়াও করে।

মেজাজটাই আসল... রবিবার মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলার অভয়ারণ্যে।

যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ তৃতীয় দিনেও
সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : প্রতিবাদ, বিক্ষোভ অব্যাহত। চ্যাংদোলা করে, টেনেহিঁচড়ে প্রতিবাদীদের প্রিজন ভ্যানে তোলার পুলিশি অতিসক্রিয়তাও জারি। শুক্র, শনিবারের পর রবিবারও একই চিত্র দেখা গেল যন্তরমন্তরে। তবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং এসআইআর বাতিলের দাবির পাশাপাশি এবার তাতে যুক্ত হল আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে এসে দিল্লি পুলিশের হাতে মহিলা সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার অভিযোগও। যা নিয়ে যন্তরমন্তরের পাশাপাশি বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরেও।

তিন মহিলা সাংবাদিকের যৌন হেনস্তার অভিযোগ নিয়ে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কড়া ভাষায় নিশানা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতা অভিজিৎ দীপকে প্রমুখ। সিজেপি, সিপিএমের তরফে রবিবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে বিক্ষোভও দেখানো হয়। সেখানে হাজির ছিলেন সিজেপি নেতা সৌরভ দাস, বাম ছাত্রনেত্রী ঐশী ঘোষ, সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত প্রমুখ। তাঁরা অভিযোগ করেন, পুলিশ এফআইআর নিতে চাইছে না। অপরদিকে পুলিশের দাবি, অভিযোগ ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে ব্যাপক নিরাপত্তার আয়োজন করা হয়েছিল থানার বাইরে।

জ্ঞানেশ কুমার এবং যৌন হেনস্তার অভিযোগে এদিন ইন্ডিয়া গেট থেকে যন্তরমন্তর পর্যন্ত একাধিক সংগঠনের তরফে নাগরিক মিছিল বের হয়। গত দু-দিনের মতো এদিনও সেই মিছিলের সামনে ছিলেন আইসা নেত্রী নেহা বোরা, যোগেন্দ্র যাদব, আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার প্রমুখ। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে। নেহা এবং তাঁর সঙ্গীরা ব্যারিকেডের ওপর উঠে টপকানোর চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। পরে একটি পুলিশের গাড়িতে নেহাকে আটক করে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। আইসার অভিযোগ, ওই গাড়িতে কোনও মহিলা পুলিশ কর্মী ছিলেন না। সন্ধ্যের পর তাঁকে নারেলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশের হাতে আটক আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজও। সন্ধ্যায় যন্তরমন্তরে যুব কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিলও বের করা হয়।

মহিলা সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার ঘটনায় রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'যন্তরমন্তরে একজন পুলিশ আধিকারিক এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এফআইআর রুজু করার দাবিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়েকশো সাংবাদিক সেখানে ধর্নায় বসেছিলেন।' পুলিশ তাদের মৌলিক কর্তব্যটুকুও পালন করেনি বলে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর প্রশ্ন, 'মহিলা এবং পড়ুয়ারা দিল্লিতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে আতঙ্কিত। তাঁরা সত্যাগ্রহে বসেছেন। অথচ নিরাপত্তা না দিয়ে পুলিশ তাঁদের ওপর হাত তুলছে। অমিত শা-কে অবশ্যই এর জবাব দিতে হবে কারণ, দিল্লি পুলিশ সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতায় আসে।' সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে বলেন, এক মহিলা সাংবাদিক আমাকে বলেছেন, এসিপি বিবেক ভগৎ তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন এবং অশালীনভাবে তাঁকে স্পর্শ করেছেন। তিনি অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তা নিতে রাজি হয়নি। স্থানীয় ডিসিপি কেন এসিপি বিবেক ভগৎকে আড়াল করছেন? কারণ ডিসিপি শচীন শর্মা অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ বলে?' বাম ছাত্র সংগঠন আইসা এবং প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াও সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার ঘটনার নিন্দা করেছে।

ফের আটক নেহা বোরা। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

চিনের উত্থানে বদলাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতি
স্বেচ্ছায় নিঃসঙ্গ হচ্ছে আমেরিকা : জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত সমীকরণ এবং উদীয়মান শক্তিগুলির কৌশলগত ভূমিকা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত 'মিউনিখ লিডার্স মিটিং'-এ তিনি জানান, আমেরিকার স্বেচ্ছায় অবস্থান বদল এবং চিনের উত্থানই বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ৮০ জন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে এই সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'এই ঘরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কেউই অস্বীকার করবেন না যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমীকরণগুলি আমেরিকার আমূল অবস্থান বদলের মাধ্যমে চিহ্নিত হচ্ছে। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের একটি নিঃসঙ্গ শক্তিতে পরিণত করেছে।'

বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। জয়শংকরের মতে, এই প্রতিযোগিতা এখন আর শুধু আমেরিকা বা চিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর ফলে বিভিন্ন দেশ নিজেদের ক্ষমতা ও সুবিধাকে 'কৌশলগত হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করছে। এই দুই বৃহৎ শক্তির টানাপোড়েনের মাঝে উদীয়মান ও মাঝারি শক্তির দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে একজোট হচ্ছে এবং স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ওয়াশিংটন এবং বেজিং উভয়ের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে বহুমুখী সহযোগিতা বৃদ্ধি করছে, যা ভারসাম্য বজায় রেখে এগোনোর একটি কৌশল।

উন্নয়নশীল দেশগুলির এই সহযোগিতার উদাহরণ হিসাবে কোয়াড, ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকনমিক করিডর, ব্রিকস এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোটের কথা তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, ব্রিকস-এর মতো গোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশগুলি একক প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল না থেকে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরকে জোরালো করার চেষ্টা করছে। এই আবহে সমমনোভাবাপন্ন দেশগুলির জোট আগামী দিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন জয়শংকর।

> আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমীকরণগুলি আমেরিকার আমূল অবস্থান বদলের মাধ্যমে চিহ্নিত হচ্ছে। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের একটি নিঃসঙ্গ শক্তিতে পরিণত করেছে।
>
> এস জয়শংকর

পাঁচ রাজ্যে প্রস্তুতি দেখবে কমিশনের টিম

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই গোয়া, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব সহ পাঁচরাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারদের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের টিমগুলি ওই রাজ্যগুলিতে যাবে। এই সপ্তাহে তারা যাবে গোয়ায়। পরের সপ্তাহে যাবে উত্তরাখণ্ডে। তবে উত্তরপ্রদেশে কবে যাবে সেটা এখনও জানা যায়নি। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছরের ২২ মে। মণিপুর, গোয়া, পঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ড বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে মার্চ মাসে।

ভারত-কানাডা চুক্তি চলতি বছরেই!

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : ভারত ও কানাডার মধ্যে প্রস্তাবিত কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টের (সেপা) পঞ্চম দফার আলোচনা ৫ অক্টোবর থেকে অটোয়ায় শুরু হতে চলেছে। চলবে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। চলতি বছরই এই মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দুই দেশ। ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কানাডা সফরের কথা জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এই প্রেক্ষাপটে দুই দেশের আলোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, চুক্তি চূড়ান্ত করতে কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মণিন্দর সিধু এই মাসের শেষে ৩০০ জনের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লি আসবেন। এর আগে সেপ্টেম্বরে মুম্বইয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে মণিন্দর সিধুর বৈঠক হয়। সেখানে চুক্তির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

২০২৩-এ খালিস্তানি জঙ্গিনেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারতের যোগ থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। যার জেরে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা থমকে গিয়েছিল। এরপর গত বছর জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কার্নির বৈঠকের পর ফের এই চুক্তি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়।

চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হল দু-দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কমানো, পেশাদারদের যাতায়াত সহজ করা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৮.২৩ শতাংশ কমে ৭.৯৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ালেও কানাডায় ভারতের রপ্তানি ১০.৬৩ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে কানাডায় প্রায় ২৯ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছেন। চুক্তির মাধ্যমে এই প্রবাসীরাও উপকৃত হবেন।

বার্তা শা'র

ভোপাল, ৪ অক্টোবর : নতুন তিন ফৌজদারি আইনে এবার এফআইআর থেকে সুপ্রিম কোর্ট, যে কোনও মামলার নিষ্পত্তি হবে মাত্র তিন বছরেই। ভোপালের এক অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে এমনই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ২০২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত হবে মধ্যপ্রদেশ। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমাদের পুরোনো বিচারব্যবস্থা মানেই তারিখের পর তারিখ ধরে চলতে থাকা। ইংরেজদের তৈরি আইন তাদের স্বার্থে করা হয়েছিল। এখন আমি মধ্যপ্রদেশের মানুষকে আশ্বস্ত করছি, নতুন আইনগুলিতে দোষীদের শাস্তি হবে তিন বছরের মধ্যে।'

মৃত ৪

লখনউ, ৪ অক্টোবর : চণ্ডীগড় থেকে উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়াগামী সেনা-অ্যাম্বুল্যান্স ট্রাকে ধাক্কা মারায় চালক সহ চারজনের মৃত্যু হয়। অ্যাম্বুল্যান্সে এক সেনার মৃতদেহ ছিল। তিনজন মৃত সেনার আত্মীয়।

মুম্বইয়ে 'গর্জন' ঠাকরে ভাইদের

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : 'আরশোলা'দের পর এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বাণিজ্যনগরীতে গর্জন করলেন উদ্ধব ঠাকরে এবং রাজ ঠাকরে। রবিবার ঠাকরে ভাইদের নেতৃত্বে 'বিরাট গর্জন মোর্চা'র আয়োজন করা হয়েছিল। দক্ষিণ মুম্বইয়ে মেট্রো সিনেমা থেকে বৃহন্মুম্বই পুরসভা পর্যন্ত ওই মিছিলে ভিড় হয়েছিল ভালোই। শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এমএনএসের পাশাপাশি কংগ্রেস ও এনসিপি (এসপি) নেতা-কর্মীরাও হাজির ছিলেন ওই মিছিলে। তবে কোনও দলীয় পতাকা ছিল না। মিছিলে দেখা গিয়েছে শুধুমাত্র ভারতের জাতীয় পতাকা।

পরে একটি সমাবেশে উদ্ধব ঠাকরে বলেন, 'একজন একনায়ককে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই আজ আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। দেশজুড়ে ভোটার তালিকা থেকে ১৩ কোটি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'ভোটারদের নাম পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতেও ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে।' রাজ ঠাকরে বলেন, 'জ্ঞানেশ কাকা ভোট লুট করবেন না। আমাদের দাবি, মহারাষ্ট্রে গোটা এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে। আইন বলেছে, জরুরি পরিস্থিতির সময়ই এসআইআর করা যায়। ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষের নাম তালিকায় ঢোকানো হয়েছে বিধানসভা ভোটের সময়। ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। আর এখন এসআইআরের নামে ২ কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।' ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপারে ভোট করানোর দাবিও তোলেন রাজ।

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স তদন্তের নির্দেশ কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ৪ অক্টোবর : ভোট চুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিরোধীদের পাশাপাশি একাধিক ছাত্র, যুব সংগঠন এবং নাগরিক সমাজও সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। এরই মধ্যে এবার ২০ বছরের পুরোনো একটি দুর্নীতি এবং এক মালয়েশীয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে চাপ বাড়ল জ্ঞানেশ কুমারের। তিনি সেইসময় কেরলের পূর্তসচিব ছিলেন। জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে নতুন করে ভিজিলেন্স তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চেন্নিথালা বলেন, 'আমি অভিযোগ খতিয়ে দেখেছি এবং প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, অভিযোগের মধ্যে কিছু সারবত্তা আছে। তাই এই ঘটনার একটি বিস্তারিত ভিজিলেন্স তদন্ত জরুরি। ভিজিলেন্স ডিরেক্টর মনোজ আব্রাহামকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আগে আমি মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের সঙ্গেও কথা বলেছি।'

২০০৬ সালে কেরল স্টেট ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্টের আওতায় তিরুবনন্তপুরম থেকে আঙ্গামালি যাওয়ার ২৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইওয়ের এমসি রোডের উন্নয়নের কাজে যুক্ত ছিল ভারত-মালয়েশীয় যৌথ সংস্থা প্যাটি-বেল। দুর্নীতির পাশাপাশি ওই প্রকল্পের চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার লি সি বিনের আত্মহত্যার নেপথ্যেও জ্ঞানেশ কুমারের হাত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। চেন্নিথালা জানান, বিন যে সুইসাইড নোট লিখেছিলেন তাতে জ্ঞানেশ কুমারের নাম ছিল। সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা এম বেণুগোপালের অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিহিংসার অভিযোগ উড়িয়ে চেন্নিথালা বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র যন্ত্র হিসেবে কাজ করছেন।' সম্প্রতি কেরলের স্বরাষ্ট্র সরকার প্রাথমিক ভিজিলেন্স তদন্ত সংক্রান্ত ফাইলগুলি চেয়ে পাঠায়।

৯/১১-র অনুকরণে হামলার ডাক আল-কায়দার
'বিমান ধ্বংস করতেই চেয়েছিলাম'

তেল আভিভ, ৪ অক্টোবর : দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস করতেই চেয়েছিলেন অভিযুক্ত কো-পাইলট হামাম আল হামামি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীদের জেরার মুখে হামামি জানিয়েছেন, তাঁর কোনও 'মৃত্যুভয় নেই'। মাঝআকাশে ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছারের ওপর কুঠার নিয়ে হামলা চালানোর পর তাঁর এই ভয়াবহ স্বীকারোক্তিতে বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কোপাইলটের চরমপন্থী অতীত এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্র নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

৩০ সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড১০৭৩ বিমানে এই রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে। বিমানটি সৌদি আরবের আকাশসীমায় থাকাকালীন কোপাইলট হামামি ককপিটে রাখা কুঠার দিয়ে ক্যাপ্টেনের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালান। তিনি কন্ট্রোল প্যানেলে আঘাত করে বিমানটিকে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করেন, যার ফলে বিমানটি মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে ১৬ হাজার ফুটেরও বেশি নীচে নেমে যায়। আহত অবস্থায় ক্যাপ্টেন মেঝেতে পড়ে থেকেই ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হলে যাত্রীরা কোপাইলটকে ধরে ফেলেন এবং ইয়ারফোন দিয়ে হামামির হাত বেঁধে ফেলেন। বিমানে থাকা অন্য দু'জন অফ-ডিউটি পাইলট বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুকে জরুরি অবতরণ করান।

স্বীকারোক্তি কোপাইলটের

তদন্তে ২৯ বছর বয়সি ওই ওমানি নাগরিক হামামের অতীত জীবনের একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। ২০২২ সালেও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিমান চালানোর প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসার কথা লিখেছিলেন হামাম। কিন্তু চরমপন্থী ওয়েবসাইটে যাতায়াত এবং উগ্র মতাদর্শের কারণে ওমানের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা তাঁকে বরখাস্ত করেছিল। একটি ডিরেডিক্যালাইজেশন প্রোগ্রামের পর তাঁকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁর মুছে ফেলা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে কট্টরপন্থী চিন্তাভাবনার প্রমাণ মিলেছে, যেখানে তিনি মহিলাদের ঘরের বাইরে কাজের বিরোধিতা করেছিলেন। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত তিনি অস্ট্রেলিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসায় পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কর্মকাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা সংস্থাগুলি খতিয়ে দেখছে।

এদিকে ঘটনার পর জঙ্গি গোষ্ঠী আল-কায়দা তাদের মুখপত্র 'আল-বায়ান'-এ হামলার প্রশংসা করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিমানের ওপর ৯/১১-এর কায়দায় হামলার ডাক দিয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'শয়তান আমেরিকার সাম্রাজ্যের একদিন পতন হবে।' ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, কো-পাইলট 'ইসলামিক চরমপন্থী মতাদর্শে' প্রভাবিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'এর নেপথ্যে যারা জড়িত, তাদের প্রত্যেককে চরম মূল্য চোকাতে হবে।' ফ্লাইদুবাইয়ের সিইও গেইথ আল গেইথ বলেন, 'ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আনতে তদন্ত প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ হতে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন
উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা সানেকা মাহালি - কে 27.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74E 74430 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "কোনো আর্থিক সংগ্রাম ছাড়াই আমার ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য এটি ঈশ্বরের একটি উপহার ছিল। এক কোটি টাকা জেতার এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উপগ্রহচিত্র ও ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র

বর্তমানে আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে উপগ্রহচিত্র এবং ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র অধ্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে নির্বাচিত কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন আলোচনা করা হল।

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক ভূগোল

১) উপগ্রহ চিত্র বলতে কী বোঝো?

উত্তর : মহাকাশে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহে যে সেন্সর বা ক্যামেরা থাকে, তার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে নানা উপাদান সংবেদন করে এবং ম্যাগনেটিক টেপে পাঠ গ্রহণ করে যে চিত্র প্রস্তুত করা হয় তাকে উপগ্রহচিত্র বা স্যাটেলাইট ইমেজ বলে।

২) দূর সংবেদন কী?

উত্তর : দূর সংবেদন হল ভূপৃষ্ঠের কোনও বস্তু বা উপাদানকে স্পর্শ না করে দূর থেকে তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই বস্তু বা উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার এটি একটি উন্নত প্রযুক্তি।

৩) সেন্সর কী?

উত্তর : সেন্সর হল একপ্রকার ক্যামেরা যা কৃত্রিম উপগ্রহে রাখা থাকে। এর সাহায্যেই পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন উপাদানকে সংবেদন করা হয়। এই যন্ত্রের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রতিফলিত সূর্য রশ্মির পরিমাণ সংগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করে।

৪) GIS বলতে কী বোঝো?

উত্তর : GIS শব্দটির পুরো অর্থ হল Geographic Information System বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা। GIS হল কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ তথা সংরক্ষণ করে মানচিত্র তৈরির বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্য কম্পিউটারের কয়েকটি বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।

৫) পিক্সেল কাকে বলে?

উত্তর : Pixel কথাটির পুরো অর্থ হল Picture Element। কোনও উপগ্রহচিত্রের ক্ষুদ্রতম অংশকেই pixel বলা হয়। অনেকগুলি পিক্সেল মিলে একটি বৃহৎ উপগ্রহ চিত্র তৈরি হয়। এই pixel -এর মান পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপগ্রহটির উচ্চতার ওপর নির্ভর করে।

৬) ভূসমলয় উপগ্রহ বা Geostationary Satellite কী?

উত্তর : পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই উপগ্রহ 24 ঘণ্টায় এক পাক পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। এই উপগ্রহ পৃথিবীর ৫০ শতাংশ ছবি তুলতে পারে। উপগ্রহগুলি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৬ হাজার কিমি উচ্চতায় নিরক্ষীয় তল বরাবর একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

৭) Sun Synchronus Satellite বা সূর্য তুলনাকারী উপগ্রহ কী?

উত্তর : যে উপগ্রহগুলি সূর্যরশ্মির পতন কোণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু কক্ষপথে

পরিক্রমণ করে তাদের সান সিনক্রোনাস বা সূর্য সমলয় উপগ্রহ বলে। LANDSAT, IRS, SPOT প্রভৃতি এই ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ।

৮) Aerial photograph কী?

উত্তর : ভূপৃষ্ঠের কিছুটা ওপরে প্লেন, হেলিকপ্টার, বেলুন প্রভৃতিতে রাখা ক্যামেরার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের যে ছবি বা তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা হল এরিয়াল ফোটোগ্রাফ।

৯) ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের সংজ্ঞা দাও?

উত্তর : যে মানচিত্রে ভূপৃষ্ঠের কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট রং ও প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্কেল, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও সূচক সংখ্যা সহ উপস্থাপন করা হয় সেই মানচিত্রকে ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র বলে। প্রধানত জরিপ কার্যের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক রাশি তথ্যের ভিত্তিতে ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

১০) স্পট হাইট কী?

উত্তর : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থানের সঠিক উচ্চতা কোনও সংস্থা বা জরিপকারী লিপিবদ্ধ করলে সেটাকে স্পট হাইট বলে। কালো কালি দিয়ে মানচিত্রে স্পট হাইট কালো বিন্দু ও তার পাশে লেখা উচ্চতা দ্বারা বোঝানো হয়।

১১) ISRO সম্পর্কে সংক্ষেপে বলো?

উত্তর : ISRO -এর পুরো নাম হল Indian Space Research Organisation বা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এটি ১৯৬২ সালে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ভারতে মহাকাশ গবেষণায় অগ্রগতি ঘটানো। এই সংস্থা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ এবং উপগ্রহচিত্র প্রস্তুতিতে নিয়োজিত। সদর দপ্তর বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত।

১২) চন্দ্রযান-তিন সম্পর্কে বলো?

উত্তর : চন্দ্রযান তিন হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ভারতের চন্দ্র অভিযান কর্মসূচির অন্তর্গত তৃতীয় চন্দ্র অন্বেষণ অভিযান এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল চন্দ্রপৃষ্ঠে নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবতরণ, রোভারের নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সক্ষমতা যাচাই এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পাদন করা।

১৩) IRS উপগ্রহ সিরিজ কী?

উত্তর : IRS উপগ্রহ বলতে Indian Remote Sensing Satellite বোঝায়। ভারতে Remote Sensing বা দূর সংবেদনের জন্য উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহগুলিকে প্রধানত IRS series -এর উপগ্রহ বলে। যেমন - IRS - IA, IB ,ID এবং IRS P2, P3, P4 ইত্যাদি।

১৪) FCC বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : পুরো কথাটি হল False Colour Composition বা ছদ্ম রং মিশ্রণ। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তু বা উপাদানের স্বাভাবিক রং যা হয়, উপগ্রহচিত্রে সেই রঙের পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যান্ড বা রং ব্যবহার করা হয়। একেই FCC বা false colour composition অর্থাৎ ছদ্ম রং মিশ্রণ বলে।

১৫) বিভেদন বা Resolution কাকে বলে?

উত্তর : সংবেদক দ্বারা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে গৃহীত উপগ্রহচিত্রের বিভিন্ন বস্তু ক্ষেত্র উপাদানের পৃথককরণের ক্ষমতাকে বিভেদন বা Resolution বলে। এটি কোনও উপগ্রহচিত্রের দৃশ্য সংক্রান্ত গুণের মানকে নির্দিষ্ট ক্যামেরার দ্বারা প্রকাশ করে।

১৬) সমোন্নতি রেখা কাকে বলে?

উত্তর : মানচিত্রে গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলিকে যেসব কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করা হয়, তাদের সমোন্নতি রেখা বলে।

১৭) LANDSAT কী?

উত্তর : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের NASA কর্তৃক উৎক্ষেপিত এক বিশেষ ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ হল LANDSAT। এটি প্রথম পাঠানো হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৭৫ সালে নাম পরিবর্তন করে LANDSAT নামকরণ করা হয়।

১৮) মিলিয়ন শিট মানচিত্র কী?

উত্তর : ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্র সঠিকভাবে অঙ্কন তথা সমীক্ষার সুবিধার্থে ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগ বা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রথম পর্যায়ে ৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা এবং ৪ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে ১৩৫ টি গ্রিডে ভাগ করেছে। এগুলি বৃহৎ পর্যায়ের মানচিত্র। এই ধরনের ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রগুলিকে মিলিয়ন শিট বলে।

১৯) বেঞ্চমার্ক কী?

উত্তর : সমুদ্রতল থেকে ভূপৃষ্ঠের কোনও স্থানের প্রকৃত উচ্চতা যখন কোনও সংস্থা লিপিবদ্ধ করে তা হল বেঞ্চমার্ক।

২০) R:F 1:50000 বলতে কী বোঝো?

উত্তর : R:F বা Representative Fraction -এর অর্থ হল ভগ্নাংশ সূচক স্কেল। R:F 1:50000 বলতে বোঝায় মানচিত্রের 1একক দূরত্ব ভূমির 50000 একক দূরত্বের সমান বা মানচিত্রে 1সেমি দূরত্ব ভূমিতে 50000 সেমি দূরত্বের সমান।

২১) IRS কী?

উত্তর : IRS -এর সম্পূর্ণ কথাটি হল Indian Remote Sensing Satellite। উপগ্রহ চিত্র এবং অন্যান্য কাজের জন্য ভারত থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ২০টি (IRS সিরিজের ১১টি) কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষটি পাঠানো হয় ২০১৩ সালে। যার নাম SARAL.

২২) Swath কী?

উত্তর : কৃত্রিম উপগ্রহ আড়াআড়িভাবে নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর বেষ্টন করে যে মোট দূরত্বের তথ্য সংগ্রহ করে তাকে Swath বলে। উদাহরণ : Landsat -এর Swath ১৮৫ কিমি।

২৩) প্ল্যাটফর্ম বলতে কী বোঝো?

উত্তর : যে স্থান থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠের তথ্য সংগ্রহ বা চিত্র সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে। প্ল্যাটফর্ম দুই প্রকার। যথা - i) ভূপৃষ্ঠস্থ প্ল্যাটফর্ম এবং বায়ুস্থিত প্ল্যাটফর্ম।

২৪) প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন কাকে বলে?

উত্তর : টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র পাঠের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাদের প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন বলা হয়। পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলের টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে এই একই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

অজানাকে জানব আমরা

- প্রত্যেকটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তি বিকিরণ করে, যাকে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ বা Electro Magnetic Radiation বলে।
- ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের অন্য একটি নাম টপো মানচিত্র।
- ভারতের জরিপ সংস্থার প্রধান কার্যালয় দেরাদুনে অবস্থিত।
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ভারতে Indian Regional Navigation Satellite System ব্যবহার করা হয়।
- NASA -এর পুরো নাম হল The National Aeronautics and Space Research Administration
- ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রে নদী বা রাস্তার আঁকাবাঁকা পথের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য রোটা মিটার নামক একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।
- একটি সক্রিয় সেন্সরের উদাহরণ হল Radar এবং একটি নিষ্ক্রিয় সেন্সরের উদাহরণ হল Photographic Camera
- কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত তথ্য ডিজিটাল আকারে নথিভুক্ত হয়।
- টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে সমোন্নতি রেখার রং বাদামি হয়।
- AOI এর পুরো অর্থ হল Area of Interest, মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের চিহ্নিতকরণকে Area of Interest বলে।

গুরুত্ব দাও ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে

প্রিয়া সাহা, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল, শিলিগুড়ি

বর্তমানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন যারা স্কুল এবং কলেজে পড়ছ আগামীদিনে কর্মজীবন হোক বা দৈনন্দিন কাজে সবসময়ই ইংরেজি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে। বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরাও মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি স্কুল ও কলেজ লাইফ থেকেই গতানুগতিক পড়াশোনার সঙ্গে ইংরেজির মতো বিদেশি ভাষাকে আলাদাভাবে কিছুটা গুরুত্ব দিলে ভয়কে জয় করে সহজেই এগিয়ে চলতে পারবে। রইল কিছু পরামর্শ।

■ **সংবাদপত্র থেকে শব্দ খুঁজব :**

প্রথমেই অভ্যাস করো ইংরেজি কোনও সংবাদপত্র পড়ার। সেটা প্রিন্ট হলে বেশি ভালো হয়। একটা সংবাদপত্রে রাজনীতি, খেলা, গল্প, সিনেমা এমন অনেক বিষয় থাকে। চেষ্টা করো, তোমার পছন্দের বিষয়ে নজর দেওয়ার। প্রথমেই যে সব বুঝতে পারবে এমন নয়। হয়তো একটা খবরের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বুঝবে। বাকিটা বোঝার চেষ্টা ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে। সঙ্গে একটা ডায়েরি বা নোটবুক রাখো। সংবাদপত্রে যে শব্দগুলো বুঝতে পারছো না সেগুলোতে আন্ডারলাইন করো এবং নোটবুকে লিখে নাও। তারপর অফলাইন বা অনলাইন ডিকশনারিতে ঝটপট ওই শব্দটার অর্থ দেখে নাও এবং নোটবুকেও লেখো। এবারে দেখো, অনেক ভালোভাবে তোমরা বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবে।

■ **কীরূপ শব্দ জেনে নেব :**

এবারে শুরু কর দ্বিতীয় ধাপ। যে ওয়ার্ড বা শব্দ তুমি নোটবুকে লিখলে সেটি কোন পদ অর্থাৎ বিশেষ্য (noun), বিশেষণ (adjective), ক্রিয়া (verb) ইত্যাদি অবশ্যই জেনে নিতে হবে এবং সেই তথ্য তোমরা ডিকশনারি বা google- এও পেয়ে যাবে। সেটাও কিন্তু লিখতে হবে নোটবুকে। কারণ তোমরা যখন নিজেরা সেই শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লেখার চেষ্টা করবে তখন verb, noun বা adjective এগুলো জানতেই হবে এবং পদ পরিবর্তনের ধারণাও থাকতে হবে।

বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরাও মাতৃভাষা বাংলার পাশাপাশি স্কুল ও কলেজ লাইফ থেকেই গতানুগতিক পড়াশোনার সঙ্গে ইংরেজির মতো বিদেশি ভাষাকে আলাদাভাবে কিছুটা গুরুত্ব দিলে ভয়কে জয় করে সহজেই এগিয়ে চলতে পারবে।

■ **শব্দ দিয়ে বাক্য গড়ব :**

যে শব্দগুলো লিখলে সেগুলো দিয়ে নিজেরাই ছোট ছোট বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। বাক্য তৈরি করতে প্রথমেই খুব কঠিনভাবে ভেবো না। শুরুর দিকে একদম সহজ ও সাধারণ বাক্য লেখার অভ্যাস করো। তারপর একটু বড়, একটু কঠিন। প্রয়োজনে সাহায্য নিতে হবে ইংরেজি শিক্ষক বা যিনি সঠিক ইংরেজি জানেন তেমন পরিচিত ব্যক্তির।

■ **সঠিক উচ্চারণ শিখব, জানব :**

এবারে আসি উচ্চারণে। জেনে রেখো, ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা, আর এই ভাষার সঠিক উচ্চারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন ডিজিটাল যুগে অনেক সুবিধা রয়েছে। যে শব্দ তুমি শিখলে সেটি google-এ টাইপ করো। Pronounciation-এর জায়গায় টাচ করো। যে উচ্চারণ শুনতে পাচ্ছ সেটা কয়েকবার একসঙ্গে বলো। দেখবে তুমিও সঠিক উচ্চারণ রপ্ত করে নিতে পেরেছো।

■ **শুরু করো আজ থেকেই :**

তবে আর দেরি কীসের? সিলেবাসের পড়া তো রয়েছেই। তার সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতের চাবি কিন্তু নিজের প্রস্তুতির মধ্যেই। আজই শুরু করে দাও। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ থেকে দশটি নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হও। কোন পদ জেনে নাও, সঠিক উচ্চারণ করো, বাক্য তৈরি করো। একদিন দেখবে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার তোমাকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। আজকের ছোট্ট শুরু কিন্তু আগামীর বিজয়পতাকা বহন করবে। কারণ জানো তো, বিন্দু বিন্দুতেই কিন্তু সিন্ধু হয়।

আলোচনায় অসুখী একজন

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

মাধ্যমিক বাংলা

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে একের পর এক যুদ্ধের আবহে যখন সাধারণ মানবজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তখন খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই আজ লিখতে বসে প্রথমেই যা মনে পড়ল, তা হল পাবলো নেরুদার লেখা এক কালজয়ী সৃষ্টি- 'অসুখী একজন'।

মাধ্যমিকের বাংলা বিষয়ে তোমাদের সিলেবাসে প্রথমেই যে কবিতাটি তোমাদের পাঠ্য, তা হল চিলির একজন উল্লেখযোগ্য কবি তথা রাজনীতিবিদ, পাবলো নেরুদার এক অনন্য সৃষ্টি স্প্যানিশ ভাষায় রচিত 'La Desdichada' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Unhappy One' এর বাংলা তর্জমা 'অসুখী একজন'। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল যে গ্রন্থে সেই মূল গ্রন্থের নাম- 'বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে'।

আজ আমরা এই কবিতার খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যাতে এই বিষয় থেকে আসা যে কোনও প্রশ্নের উত্তর তোমরা যথাযথভাবে দিতে পারো।

যে কোনও গদ্য বা পদ্যের সারমর্ম নিহিত থাকে সেই রচনার প্রেক্ষাপটে। তাই আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে কবি কোন প্রেক্ষাপটে কবিতাটি লিখেছেন।

প্রেক্ষাপট :- কবিতাটি লেখা হয়েছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। কবিতার যিনি কথক তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে অপেক্ষারত অবস্থায় রেখে চলে যান অনেক দূরে। তার এই যে এক অনিবার্য কারণবশত প্রস্থান, এটি ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার এক ইঙ্গিত বহন করে।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা এই কবিতার মূল প্রেক্ষাপট। যেখানে অপেক্ষারত এক প্রিয়তমার মানসিক যন্ত্রণার পাশাপাশি কবি চিত্রায়িত করেছেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রাকৃতিক ও সামাজিক ধ্বংসের ছবি। যে কোনও প্রাণঘাতী যুদ্ধ মানবসভ্যতাকে কীভাবে ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় তারই প্রতিচ্ছবি এই কবিতা।

সারমর্ম :- কবিতাটি লেখা হয়েছে আত্মকথনের আদলে। শুরুতেই আমরা

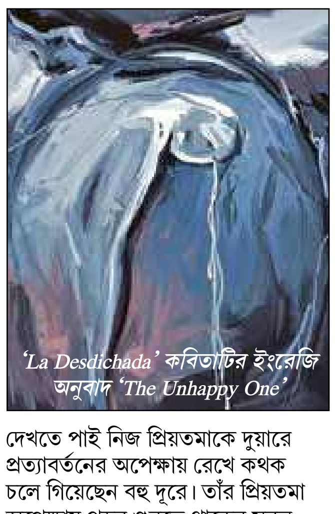

'La Desdichada' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ 'The Unhappy One'

দেখতে পাই নিজ প্রিয়তমাকে দুয়ারে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় রেখে কথক চলে গিয়েছেন বহু দূরে। তাঁর প্রিয়তমা অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন সরল বিশ্বাসে। অতৃপ্ত এক আকাঙ্ক্ষা ও প্রিয়তমের স্মৃতি বুকে নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে কালের নিয়মে চলতে থাকে জীবনের গতি।

'কুকুরের চলে যাওয়া', 'গির্জার নানের হেঁটে যাওয়া'- এসবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রবহমানতা। এমনভাবেই পার হয়ে যায় একে একে দিন, সপ্তাহ ও বছর।

কথক জানায় তাঁর চলে যাওয়ার সেই পদচিহ্ন একদিন বৃষ্টিতে ধুয়ে চলে যায় ও সেখানেও নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটে তৃণ রূপে। অর্থাৎ জীবনের স্বাভাবিক গতি কখনোই কোনও অবস্থাতেই ব্যাহত হয় না।

কিন্তু প্রিয়তমের অপেক্ষায় থাকা সেই নারীর একাকী জীবন, পাথরের মতো ভারী বোঝা হয়ে নেমে আসে তাঁর মাথার উপর। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে দুর্বিষহ করে তোলে তাঁর জীবন।

তারপর একদিন আচমকাই শুরু হল যুদ্ধ। হঠাৎ যেমন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে উত্তপ্ত গলিত লাভা সমতলে নেমে আসে। তেমনি করেই ভয়াবহ বীভৎসতা নিয়ে নেমে এল রক্তের স্রোত। পাহাড় থেকে সমতল, বৃদ্ধ থেকে শিশু, মানুষ থেকে পশু- রেহাই পেল না কেউই যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে।

সাজানো-গোছানো পরিপাট্য এক সুন্দর শহর এক লহমায় পরিণত হল চূর্ণবিচূর্ণ কাঠকয়লায়, ধ্বংস হল দেবালয়। সেখানে থাকা দেবতারাও ব্যর্থ হলেন মানব জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে, ব্যর্থ হল তাঁদের অন্তরে ভরসা জোগাতে। মানুষের অন্তরের হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা রক্তের লাভার মতো ছিটকে উঠল চারদিকে।

'মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা' ও 'রক্তের কালো দাগ' যেন নর-পশুর সেই পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় বহন করে এনেছে কবিতায়।

অথচ কবিতার শেষ পংক্তিতে আমরা দেখি 'সেই মেয়েটি' এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কথকের প্রতীক্ষায়। এখানে 'সেই মেয়েটি'র প্রতীকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ভালোবাসার চিরন্তনতাকে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন শত দ্বেষ, শত ঘৃণা, শত হিংসার মাঝেও যা চিরস্থায়ী, যা অবিনশ্বর, যা ধ্রুব তা হল মানব হৃদয়ের ভালোবাসা যা মানুষকে মানুষ করে তোলে, যা জ্বালিয়ে রাখে বিশুদ্ধতা।

প্রশ্নোত্তরে কর্মসংস্থানযোগ্য দক্ষতা

নিজের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মদক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল Employability Skills বা কর্মসংস্থানযোগ্য দক্ষতা।

শুভজিৎ বর্দ্ধন, *বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক, আইটি/আইটিইএস*
শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিষয়

COMMUNICATION SKILLS (যোগাযোগ দক্ষতা) -

A. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করুন।

1. আপনি একটি টেলিকম কোম্পানির ফ্রন্ট ডেস্কে কাজ করেন। আপনি কাজ করার সময় একজন গ্রাহক আপনার কাছে আসেন। গ্রাহকের একটি বিল সংক্রান্ত প্রশ্ন রয়েছে। আপনি কী করবেন?

(a) গ্রাহকের দিকে মনোযোগ দেবেন না।
(b) কাজটি সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখে গ্রাহককে সাহায্য করবেন।
(c) গ্রাহকের সঙ্গে অমনোযোগীভাবে কথা বলতে বলতে নিজের কাজ চালিয়ে যাবেন।
(d) গ্রাহককে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে বলবেন।

2. নীচের কোনটি সক্রিয়ভাবে শোনার ক্ষেত্রে একটি বাধা হতে পারে?

(a) কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ
(b) বক্তার সঙ্গে চোখে চোখ না রাখা
(c) মনোযোগী না থাকা
(d) উপরের সবক'টি

3. নীচের কোনটি সক্রিয়ভাবে শোনার একটি ধাপ নয়?

(a) গ্রহণ করা
(b) বোঝা
(c) কোনও প্রতিক্রিয়া না দেওয়া
(d) মূল্যায়ন করা

4. একটি আদর্শ বার্তার বৈশিষ্ট্য কী কী?

(a) স্পষ্ট
(b) সংক্ষিপ্ত
(c) সঠিক
(d) উপরের সবক'টি

উত্তর : 1- (b) কাজটি সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখে গ্রাহককে সাহায্য করবেন
2- (d) উপরের সবক'টি
3- (c) কোনও প্রতিক্রিয়া না দেওয়া
4- (d) উপরের সবক'টি

B. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করুন।

বর্তমান সময়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। একজন শিক্ষার্থীর যোগাযোগের দক্ষতা, দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, ডিজিটাল জ্ঞান, কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা এবং উদ্যোক্তা-মনোভাবও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ভোকেশনাল শিক্ষায় Employability Skills একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

1. বাক্য (Sentence) কী?

(a) সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ তৈরি করে এমন ধারণাগুলির একটি সমষ্টি
(b) সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে এমন শব্দগুলির একটি সমষ্টি
(c) সঠিকভাবে লেখার জন্য আমাদের অনুসরণ করতে হয় এমন নিয়মের একটি সেট
(d) মৌলিক যতিচিহ্নযুক্ত শব্দগুলির একটি সেট

2. নীচের কোন বাক্যটিতে সঠিকভাবে বড় হাতের অক্ষর (Capitalisation) ব্যবহার করা হয়েছে?

(a) I am Hungry.
(b) Divya and sunil are reading.
(c) The bucket is Full of water.
(d) She lives in Delhi.

3. নীচের কোন বাক্যটিতে সঠিকভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে?

(a) Where are you going.
(b) I have a pen a notebook and a pencil.
(c) I am so happy to see you!
(d) This is my house.

উত্তর : 1- (b) সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে এমন শব্দগুলির একটি সমষ্টি
2- (d) She lives in Delhi.
3- (c) I am so happy to see you!

C. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. 'The children played football' বাক্যটিতে Subject (কর্তা) শনাক্ত করুন।

(a) The children
(b) children played
(c) played
(d) football

2. 'The children played football.' বাক্যটিতে Object (কর্ম) শনাক্ত করুন।

(a) The children
(b) children played
(c) played
(d) football

3. নীচের কোন বাক্যে Indirect Object এবং Direct Object দুটিই রয়েছে?

(a) I am working on a presentation.
(b) She bought a blue pen.
(c) The girls played cricket.
(d) He wrote a letter to his sister.

4. নীচের কোন বাক্যটি Passive Voice-এ রয়েছে?

(a) They are watching a movie.
(b) The clock was repaired by Raju.
(c) He is sleeping in the room.
(d) My pet dog bit the postman.

উত্তর : 1- (a) The children
2- (d) football
3- (d) He wrote a letter to his sister.
4- (b) The clock was repaired by Raju.

SELF-MANAGEMENT SKILLS (আত্ম-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা) -

D. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সঠিক বিকল্পের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

1. নীচের কোনটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করার একটি পরিমাপক নয়?

(a) আত্মবিশ্বাস
(b) উন্মুক্ততা
(c) নিউরোটিসিজম
(d) সহমর্মিতা/Agreeableness

2. কোনটি নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত অনুভূতি দ্বারা চিহ্নিত?

(a) Narcissistic Personality Disorder
(b) Borderline Personality Disorder
(c) Dependent Personality Disorder
(d) উপরের কোনওটিই নয়

উত্তর : 1- (a) আত্মবিশ্বাস
2- (a) Narcissistic Personality Disorder

দেশু-কে দেখতে বৃষ্টিকে ‘ডোন্ট কেয়ার’

শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শহরে আসবেন দেব, আর ভক্তরা ভিড় করবেন না—তাও কি হয়? সে যতই বৃষ্টি হোক, ‘ডোন্ট কেয়ার’। তাই পুজোর আগে রবিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত সন্ধ্যায় দেব-বন্দনায় মাতাল হল শহর শিলিগুড়ি। প্রিয় নায়ক-নায়িকাকে এক ঝলক দেখতে কার্যত পাগল হল আট থেকে আশি।

পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে দেব-শুভশ্রীর নতুন সিনেমা। তার আগে রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচারে নেমেছেন এই দুই তারকা। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছান সিনেমার কুশীলবেরা। আর তাঁদের নিয়ে রীতিমতো উৎসবে মাতল আপামর ভক্তকুল। তারকা জুটির নিজস্ব ফ্যানবেস আছে বাংলা সিনেপ্রেমী জগতে। সালটা ২০০৯। ‘চ্যালেঞ্জ’ দিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ রুপোলি পর্দায়। আর তাতেই বাজিমাত। সকলের মন জয় করে নিয়েছিল আবির আর পূজার জমজমাট প্রেম। এরপর ‘পরান যায় জ্বলিয়া রে’, ‘খোকাবাবু’, ‘খোকা ৪২০’, ‘রোমিও’-র মতো সিনেমা যেন একের পর এক আছড়ে পড়েছে ভক্তদের মাঝে।

দেব-শুভশ্রীকে দেখতে ভিড়। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

গুঞ্জন, পর্দার সেই প্রেম ছাপিয়ে এসেছিল নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিজীবনেও। তবে অনুরাগীদের মন ভেঙে দেয় দেব-শুভশ্রীর বিচ্ছেদের খবর। এরপর দীর্ঘ ছন্দপতন। দীর্ঘদিন ‘ধূমকেতু’-র দেখা মেলেনি প্রেক্ষাগৃহে। অনেক টালবাহানার পর শেষমেশ পেশাদারিত্ব আর জনতার দাবিতে পর্দায় ফেরেন দেশু। কেটে যায় মেঘ। গলে যায় বরফ। সেই রেশ ধরে এবার পুজোয় আসছে জুটির সপ্তম ছবি। টানটান টিজার-ট্রেলার আর স্যাভির সুরে, ঈশান মিত্রের গাওয়া গান ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে।

ছবির প্রচারে দেশু জুটি শহরে আসছে—ভক্তকুলে খবর ছড়িয়েছিল আগেই। তাই বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়তে থাকে সেবক রোডে চেকপোস্ট সংলগ্ন শপিং মলে। সকাল ১০টা থেকে মঞ্চের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন হর্ষিণী দেব, আয়ুষী বিশ্বাস, অর্শিকা ধররা। তাঁদের কারও হাতে ফ্রেমবন্দি নায়কের ছবি, কারও হাতে পোস্টার। কারও হাতে আবার সপরিবার দেবের স্কেচ। লক্ষ্য একটাই, প্রিয় জুটির নজর কাড়া। আর হলও তাই। দেবের ছবি আঁকড়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন পাঞ্জাবিপাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ বকুল সরকার। বিকেল ঢলে সন্ধের মুখে যখন মঞ্চে উঠলেন দেব-শুভশ্রী, উদ্বেল জনতার মধ্যে তখন কার্যত বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এত কিছুর মধ্যে প্রবীণ মানুষটি কিন্তু নজর এড়াননি দেবের। প্রিয় নায়কের কাছে পৌঁছে তখন চোখে জল তাঁর। বললেন, ‘তুমি আমার নাতির মতো।’

অভিনয়, প্রযোজনার পর দেব এবার নির্দেশনাতেও। নতুন সিনেমায় ভক্তদের এটাই যেন সুপারস্টারের পুজোর গিফট। তাই কিছুটা বাড়তি উত্তেজনা কাজ করছে, জানালেন দেব পাগল দীপ্তি দাস, বিনীতা পালরা। আর দেশু মানে তো শুধুই পর্দার জুটি নয়। আস্ত একটা প্রজন্মের ইমোশন। ভিড়ের ভেতর থেকেই বিদিশা দাস বললেন, ‘স্কুলে পড়ার সময় কতবার যে মাকে মিথ্যে বলে বান্ধবীরা মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছি, গুনে শেষ করা যাবে না।’ এটাই তো দেশু, এটাই তো ম্যাজিক।

মঞ্চেও ধরা পড়ল সেই চেনা রোমান্স। সঞ্চালকের প্রশ্ন, ‘এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এখনও কেন দেশু জুটি সকলের মনে?’ উত্তরটা এসেছে ভিড়ের মধ্যে থেকে, সমস্বরে—‘এমনি’। শুভশ্রীর সংযোজন, ‘আমরা একসঙ্গে মাত্র ৬টা সিনেমা করেছি। এটা ৭। এই কয়েকটা সিনেমাতেই এত ভালোবাসা ভাবা যায় না।’

ভালোবাসা যে কতটা আন্তরিক বোঝা গেল মাঝপথে বৃষ্টি নামার পর। তারকা জুটি মঞ্চ ছাড়লেও তাঁদের পিছু ছাড়লেন না ভক্তরা। বৃষ্টিতে ভিজেই বাসের পেছনে তখন ছুটছে ভক্তের ভিড়। তার মধ্যে থেকেই নন্দিনী লাহা, মিঠুন সাহাদের বক্তব্য, ঘণ্টাখানেক মঞ্চে দেখলাম ওঁদের। তবে আমরা চাই, সব সময়ই ওঁরা সঙ্গে থাকুন আমাদের।

প্রাগৈতিহাসিক শিক্ষা ডাইনো ফিয়েস্তায়

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : গত ২৬ ও ২৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ক্যাম্পাসে ‘ডাইনো ফিয়েস্তা’ নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্টেসরি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। পড়ুয়াদের প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিতে সেখানে নানা আকর্ষণীয় আয়োজন করা হয়েছিল।

ডিপিএসের প্রি-নার্সারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা উদ্দীপনার সঙ্গে ডাইনো ফিয়েস্তায় অংশ নিয়েছিল। পাশাপাশি তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ারাও অনুষ্ঠানটি ঘুরে দেখে।

স্কুল চত্বরে প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ করা তৈরি হয়েছিল। ছিল বিশাল আকারের ডাইনোসরের মডেল, ডাইনো ট্যাটু কাউন্টার, বুল রাইড এবং খাবার ও জুসের কাউন্টার। বিনোদনের পাশাপাশি হাতে-কলমে শেখার সুযোগও তৈরি হয় এই আয়োজনে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর খেলাধুলো ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুদের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, সৃজনশীলতা ও পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ করে দেয় ডাইনো ফিয়েস্তা।

সংসদে বাংলায় বক্তৃতা সৃষ্টির

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পার্লামেন্টে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার গৌরব শিলিগুড়িকে এনে দিলেন হায়দরপাড়ার বিবাদী সরণির সৃষ্টি পাল। গান্ধি জয়ন্তীতে পার্লামেন্টে জাতির জনককে নিয়ে বাংলায় ভাষণ দেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম সিমেস্টারের এই ছাত্রী। এর আগে তিনি ইসরোর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সৃষ্টি জানান, চলতি বছরের মার্চ মাসে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় শিক্ষামন্ত্রক আয়োজিত একটি অনলাইন কর্মসূচিতে তিনি মহাত্মা গান্ধির অবদান তুলে ধরেছিলেন। তারপর গান্ধি জয়ন্তীতে পার্লামেন্টে বাংলায় নিজের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পান।

সৃষ্টি বলেন, ‘ছোট থেকে মনীষীদের সম্পর্কে বাবা আমাকে বলতেন। গান্ধিজির বিষয়ে আমার কাছে অনেক তথ্য ছিল। তার ওপর ভিত্তি করে আমি স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম।’ মেয়ের সাফল্যে বাবা বাপন পাল ও মা সুস্মিতা বেশ খুশি।

বৃষ্টিতেও অটুট বন্ধুত্ব। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সুশান্ত পাল

মৃত্যুর ঘটনায় প্রোমোটারদের দিকে আঙুল

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শনিবার রাতে উত্তরকন্যাগামী রেল ওভারব্রিজের নীচে রেললাইন থেকে রেলে কাটা এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন মোড়। মৃত অভিজিৎ গুহের বাড়ি থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধারের পর ঘটনায় প্রোমোটারি-রাজের অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, বাড়িতেই ওই নোট লিখে অভিজিৎ রেললাইন এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, ঘটনাটির নেপথ্যে শহরের দুই পরিচিত প্রোমোটার রয়েছেন। মৃতের পরিবার সবকিছু জানিয়ে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। সুইসাইড নোটটি উদ্ধার করে তার সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ।

নিউ মিলনপল্লির বাসিন্দা অভিজিতের স্ত্রী ও ১৪ বছরের কন্যা রয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, ২০০৮ সাল থেকে বাড়ির এক পাশের জমি নিয়ে মামলা চলছিল। তা নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন মানসিক চাপে ছিলেন। অভিযোগ, মামলা তুলতে দুই প্রোমোটার অভিজিতের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। সেই চাপের কথা সুইসাইড নোটেও উল্লেখ রয়েছে বলে পরিবারের দাবি। নোটে পারিবারিক অসহযোগিতার কথাও লেখা রয়েছে। অভিজিৎ বোনদের সবকিছু জানালেও কোনও সাড়া পাননি বলে অভিযোগ। স্বামী শনিবার কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বলে অভিজিতের স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন। পরে তিনি স্বামীর মৃত্যুর খবর পান। জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে। দুই প্রোমোটারের সঙ্গে ঘটনার যোগ কতটা, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

মতুয়াদের পথসভা

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া মতুয়া সেনার তরফে রবিবার তিনবাত্তি মোড়ে পথসভা করা হয়। এই সভায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক মহেশ্বর বর্মন জানিয়েছেন, সভায় অবহেলিত ও বঞ্চিত মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন বোর্ডের দাবি তোলা হয়।

পেনশনার্স মিট

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি জোনের পেনশনার্স মিট বা বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার। শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিম থেকে সংগঠনের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে এসবিআই-এর ডিজিএম (বিঅ্যান্ডও) প্রশান্তকুমার সিং, চিফ ম্যানেজার (এইচআর) অজিত সরকার উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের শিলিগুড়ির জোনাল সম্পাদক কাজল ঘোষ প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি জানান।

বস্ত্র বিলি

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রবিবার শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, সমাজসেবী মাখনলাল সরকার, ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক বাবলু পাল প্রমুখ। প্রায় ১১০০ জনের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মে ‘বহিরাগত’ ইনচার্জ ঘিরে প্রশ্ন

পুরভোটের আগে কোঅর্ডিনেটরদের গাফিলতি ও নানা অভিযোগে রাশ টানতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬৩টি ওয়ার্ডেই পৃথক ‘ইনচার্জ’ নিয়োগ করল বিজেপি। শহরের বাইরে থেকে আসা এই ইনচার্জরা প্রতি সপ্তাহে কোঅর্ডিনেটরদের কাজের তদারকি করবেন এবং শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন।

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুরনিগম নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, শিলিগুড়িতে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে ততটাই পারদ চড়ছে। তবে এবার আর কেবল ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের ওপর ভরসা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তোলাবাজি, দাদাগিরি কিংবা অপশাসনের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগে বিদ্ধ একাধিক কোঅর্ডিনেটরের ওপর রাশ টানতে এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল দল। পুরনিগমের বর্ধিত ৬৩টি ওয়ার্ডেই সংগঠনের কাজের তদারকি ও কড়া নজরদারির জন্য নিয়োগ করা হল একজন করে ‘ইনচার্জ’। নতুন নিযুক্ত এই ইনচার্জরা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন নিয়ম করে বৈঠক করবেন এবং ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের কাজের খতিয়ান নেবেন। রবিবার মাল্লাগুড়িতে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে মণ্ডল সভাপতি ও কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। আর তাতেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি নিজেদের কোঅর্ডিনেটরদের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না জেলা নেতারা? নাকি দলের অন্দরের ক্ষোভ ও অভিযোগ সামাল দিতেই এই নজরদারি প্রথা চালু হল?

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পুরনিগমের ৬৩টি ওয়ার্ডের ইনচার্জ পদে পুরনিগম এলাকার কাউকে রাখা হয়নি। সেখানে চোপড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি ও মাটিগাড়ার মতো বাইরের এলাকার শক্তপোক্ত নেতাদের এনে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ইনচার্জরা সরাসরি তাঁদের পরিদর্শনের রিপোর্ট জমা দেবেন নেত্রী সবিতা আগরওয়ালের কাছে। তিনি সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য জেলা নেতৃত্বের কাছে পেশ করবেন।

- কোঅর্ডিনেটরদের কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতি সপ্তাহে হবে মূল্যায়ন বৈঠক
- সপ্তাহে একদিন ইনচার্জদের সামনে কাজের খতিয়ান তুলে ধরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- চোপড়া, ফাঁসিদেওয়া, নকশালবাড়ি ও মাটিগাড়ার নেতাদের ওয়ার্ড ইনচার্জ করা হয়েছে

সম্প্রতি বেশ কিছু ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটরদের ভূমিকা নিয়ে নানারকম প্রশ্ন ওঠে। কয়েকজনকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার গুঞ্জনও রয়েছে দলের অন্দরে। এই পদক্ষেপ নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কোঅর্ডিনেটরের ক্ষুব্ধ মন্তব্য, ‘বাইরে থেকে আসা নেতারা শহরের ভেতরের সমীকরণ কতটা বুঝবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।’ অন্য এক কোঅর্ডিনেটরের দাবি, ‘কয়েকজনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ দল সামলাতে পারছে না বলেই এই নজরদারির মাধ্যমে রাশ ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।’

যদিও জেলা বিজেপির এক নেতা সমস্ত ক্ষোভের দাবি খারিজ করে বলেন, ‘কারও ওপর আস্থা হারানো বা নজরদারির বিষয় এটি নয়। পুরভোটকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় আগামীদিনের প্রস্তুতি নিতেই এই সাধারণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত।’ যদিও খোদ সবিতার বক্তব্য, ‘সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা সবাই মিলে দেখছি।’ উল্লেখ্য, এর আগে দলের ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরদের নিয়ে বৈঠক করে সতর্ক করেছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

বর্তমানে শিলিগুড়িতে ৪২ জন ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর রয়েছেন। পুনর্গঠিত ও বর্ধিত ২১টি নতুন ওয়ার্ডেও খুব শীঘ্রই কোঅর্ডিনেটরদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

মানুষের পাশে থাকার সুবর্ণ জয়ন্তী

সংস্কৃতি কর্মীদের সম্মাননা। রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে রবিবার।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : মানুষের পাশে থাকার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দু’দিন ধরে শহরে সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহ উদযাপন করল। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে দিনভর নানা কর্মসূচিতে অংশ নিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ছাত্রছাত্রী, নাগরিক সমাজ ও শুভানুধ্যায়ীরা। স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন পুনের বিশিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী ডাঃ অভয় শুক্লা এবং লিভার ফাউন্ডেশনের সচিব ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী। অন্যদিকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রূপক পাল এবং বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সৌমিত্র ঘোষ।

এই উপলক্ষ্যে এদিন শহরে বের হয় বর্ণাঢ্য সচেতনতা শোভাযাত্রা। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী এবং সাধারণ মানুষ সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন বার্তা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধনী ও সম্মাননা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ৭৫ জন সহনাগরিক ও সমভাবাপন্ন সংগঠনকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ৫০ বছরের পথ চলা নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। ১৯৭৭ সালে এই শহরে সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়। আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁদের এই পথ চলা অব্যাহত থাকবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে একসুরে জানিয়েছেন সংস্থার সম্পাদক জ্যোতির্ময় পাল ও সভাপতি রূপক দে সরকার। শেষ দিনে দীনবন্ধু মঞ্চে দেবশংকর হালদার অভিনীত ‘ব্রিটিশবাবু’ নাটকটি দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। নাটকটি দেখতে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকাসন পূর্ণ ছিল। এছাড়াও অভিজিৎ বসুর গানও মুগ্ধ হয়ে শোনেন দর্শকরা।

অন্নপূর্ণাদের পাশে চান পর্যটনমন্ত্রী শংকর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : সামাজিক ব্যাধি দূর করতে অন্নপূর্ণা যোজনার মহিলাদের কাজে লাগাতে চাইছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর বরো অফিসে ‘সেবা সেতু’ অভিযান কর্মসূচিতে মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতেই স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারেই কর্মক্ষমহীন বাবা-মা সন্তানদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সন্তানরা তাঁদের কর্তব্য ভুলে যাওয়ায়, চরম দুর্গতির শিকার হতে হচ্ছে প্রবীণ মানুষগুলিকে। পাশাপাশি, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়ে বাবার বাড়িতে অনেক মেয়ের ফিরে আসার ঘটনাও দিন-দিন বাড়ছে। বাবার বাড়িতে ফিরে মেয়েগুলিকে অশান্তির মধ্যেও পড়তে হয়। এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সচেতনতার ওপর জোর দিতে চাইছেন রাজ্যের পরিষদীয় ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর। সচেতনতার পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাজে লাগাতে চাইছেন অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাপ্রাপকদের। শংকর বলছেন, ‘যদি ছেলেমেয়েরা প্রবীণ মা-বাবাকে না দেখেন, তাঁদের যন্ত্রণা পৃথিবীতে কে বুঝবেন? অনেক মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে এসে নানা সমস্যায় পড়ে, বদনামের আশঙ্কা থাকে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করতে চাইছি। ভালো মানসিকতা তৈরির জন্য সহযোগিতাও প্রয়োজন।’ এ কারণেই যাঁরা অন্নপূর্ণার প্রাপক, তাঁদের সামনে রেখে সচেতনতার কাজ করতে তাঁরা চাইছেন বলে জানান মন্ত্রী।

প্রধাননগর রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে এক কর্মসূচিতে মন্ত্রী শংকর ঘোষ।

এদিন ২ নম্বর বরো অফিসে অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধাপ্রাপক মহিলাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে। মন্ত্রী নিজেই প্রাপকদের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর নাম করে জয়ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছে শংকরকে। শংকর জানান, প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা হবে। সেজন্যও প্রকল্পের প্রাপকদের সাহায্য চেয়েছেন তিনি।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সূত্রে খবর, সেবা সংকল্প অভিযানের সফলতায় শোভাযাত্রা হবে ৭ অক্টোবর। শহরের বাঘা যতীন পার্ক থেকে মশাল মিছিল করার কথা দলীয় নেতা-কর্মীদের। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের কর্মজীবন পূর্ণ হবে। সেবা সংকল্প অভিযানের সফলতা তুলে ধরতেই এই শোভাযাত্রা বলে দাবি। সেজন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে বাঘা যতীন পার্কে জমায়েত হবেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। তবে শংকরের বলা অন্নপূর্ণার সুবিধাপ্রাপকদের নিয়ে শোভাযাত্রা এবং দলীয় কর্মসূচি একই দিনে হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

শংকরের দাবি, তাঁর বিধানসভা এলাকার অন্নপূর্ণা যোজনায় জমা পড়া ৪৫ হাজার আবেদনের মধ্যে ৪১ হাজারের বেশি মহিলা সুবিধা পেয়েছেন। অন্যদিকে, প্রকল্পের পোর্টাল বন্ধ থাকায় সেবা সেতু অভিযানে নতুন করে আবেদন জমা করতে পারেননি কিছু মহিলা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ফুটবল ম্যাচ দেখে বাড়ি ফেরার সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক তরুণের। মৃতের নাম রাহুল দেবনাথ। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন।

শনিবার চাঁদমণি এলাকায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন রাহুল ও তাঁর দুই বন্ধু। গভীর রাতে বাড়ি ফেরার সময় এসএফ রোডে দমকল দপ্তরের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা লাগে তাঁদের বাইকের। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় রাহুলের। বাকি দুজন গুরুতর জখম হন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, অতিরিক্ত গতিতে চালিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। রবিবার ভোরে সুকনা সংলগ্ন মেথিবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি টয়ট্রেনের রেললাইন পেরিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। ভিতরে থাকা দুজন আহত হন। পরে তাঁদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, দুপুরে ডন বসকো মোড়ে ইউ টার্ন নেওয়ার সময় একটি গাড়ি সজোরে টোটোয় ধাক্কা মারে। ঘটনায় টোটোর এক যাত্রী আহত হন।

পৃথিবীর পাঠশালা

মানুষের চামড়ায় অদৃশ্য ডোরা

আমরা বাঘ বা জেব্রার গায়ে ডোরাকাটা দাগ দেখি, কিন্তু প্রতিটি মানুষের শরীরের চামড়াতেও জন্মগতভাবে এমন ডোরাকাটা রেখা আঁকা থাকে। এদের ব্লাশকোস লাইন বলা হয়। ভ্রূণ অবস্থায় কোষের বিভাজনের পথ ধরেই এই অদৃশ্য নকশাগুলি তৈরি হয়। সাধারণ আলোয় এই দাগ দেখা যায় না। কিন্তু বিশেষ অতিবেগুনি রশ্মির নীচে মানুষের ত্বক পরীক্ষা করলে পিঠ এবং বুকের ওপর বাঘের মতো ইংরেজি অক্ষরের আকারের ডোরাকাটা রেখাগুলি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

সাগরের পুঁচকে শামুক

সমুদ্রের প্রায় বরফশীতল গভীরে সি বাটারফ্লাই বা সামুদ্রিক প্রজাপতি নামের এক অদ্ভুত প্রাণী বাস করে। এরা দেখতে প্রজাপতির মতো হলেও আদতে এরা খোলসওয়ালা এক ধরনের খুদে সামুদ্রিক শামুক। বিবর্তনের ফলে এদের পা স্বচ্ছ পাখনা বা ডানায় পরিণত হয়েছে। সাগরের জলের ভেতর এই ডানা ঝাপটে এরা এমনভাবে ভেসে বেড়ায় যেন মনে হয় জলের তলে কোনও রুপোলি প্রজাপতির মেলা বসেছে। সুমেরু অঞ্চলের বড় বড় তিমিদের প্রধান আহার হল এই শামুক।

পৃথিবীর একমাত্র বিষাক্ত বাঁদর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জঙ্গলে বাস করা স্লো লরিস দেখতে অসম্ভব শান্ত এবং মায়াবী এক প্রাণী। বড় বড় গোল দুটো চোখ আর ধীরগতির নড়াচড়ার জন্য এদের খুব নিরীহ মনে হয়। কিন্তু এরা হল স্তন্যপায়ী প্রাইমেটদের মধ্যে একমাত্র বিষাক্ত প্রাণী। এদের কনুইয়ের নীচে বিশেষ এক ধরনের গ্রন্থি থাকে। শিকারি প্রাণীর ভয় পেলে এরা সেই গ্রন্থি চাটতে থাকে এবং মুখের লালার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ফেলে। এই বিষাক্ত কামড় কোনও মানুষের লাগলে তীব্র অ্যালার্জিতে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অন্ধকারে টেপে আলোর ঝলক

সাধারণ ঘরের কাজে ব্যবহৃত সেলোফেন টেপ বা আঠালো টেপের ভেতর যে আলোর শক্তি লুকিয়ে আছে, তা খুব কম মানুষই জানেন। সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে বসে খুব দ্রুতগতির সঙ্গে রোল থেকে সেলোফেন টেপ খুললে বা টানলে টেপের জোড়ের মুখ থেকে হালকা নীল রঙের আলোর ঝলকানি দেখা যায়। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় একে ট্রাইবোলাইমিনেসেন্স বলা হয়। কোনও পদার্থের আণবিক বন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুত ছিঁড়ে যাওয়ার সময় শক্তি নির্গত হয়ে ফোটন কণা বা দৃশ্যমান আলোর সৃষ্টি করে।

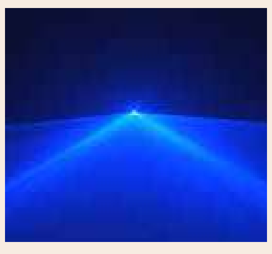

হাসপাতালে পেপারলেস কাজই লক্ষ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের

২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালুর নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে পরিচালিত পরিষেবা নয়, সরকারি পরিষেবাকেই আরও বেশি ব্যবহারের ওপরে জোর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সরকারি এক্স-রে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান পরিষেবাকে সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তরের জেলাগুলিকে নিয়ে বৈঠকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ স্বপন সোরেন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা।

এরই সঙ্গে রোগীদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে ল্যাবরেটরিতে সব পরীক্ষার রিপোর্ট, ফার্মাসিতে ওষুধ বিলি সমস্ত কিছুই দ্রুততার সঙ্গে অনলাইন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকালের মতো সন্ধ্যাতেও চিকিৎসকদের হাজিরা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সকালের দিকে চিকিৎসকরা মেডিকেলে থাকলেও দুপুরের পরে সেভাবে কেউ কর্মস্থলে থাকছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। বৈঠক শেষে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেছেন, 'মানুষকে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকার সবরকম চেষ্টা করছে। কালিম্পং, বালুরঘাটে নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল এবং কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ক্যাথ ল্যাব বসছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ঢুকছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

উত্তরবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে তিনদিন ধরে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ জেলার হাসপাতালগুলিতে ঘুরছে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চস্তরের প্রতিনিধিদল। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার নেতৃত্বাধীন এই দলে মোট ৯ জন স্বাস্থ্যকর্তা রয়েছেন। রবিবার তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তরের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং সুপার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিভিন্ন হাসপাতালের সুপার সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে লেকচার থিয়েটারে (এলটি-২৫০) বৈঠক করেন। এই বৈঠকে শিশুদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ ঠেকানো, ব্লাড ব্যাংকগুলির পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা বারবার ই-প্রেসক্রিপশন, ই-রিপোর্ট এবং ই-ফার্মাসির ওপরে জোর দিয়েছেন। সরকারি হাসপাতালের সমস্ত পরিষেবা পেপারলেস করাই এখন প্রধান লক্ষ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের। সরকারিভাবে এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে'র ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ হাসপাতালেই পিপিপি মোডে এই পরিষেবাগুলি চালু রয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সরকারি হাসপাতালের তুলনায় পিপিপি মোডে চলা এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই কয়েকগুণ বেশি হচ্ছে। ফলে, বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাকে সরকারের তরফে মোটা টাকা বিল মেটাতে হচ্ছে। এমনকি এক্ষেত্রে প্রচুর ভুয়ো বিলও তৈরি হচ্ছে। অথচ সরকারি স্তরে সেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য টেকনিসিয়ান সহ অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি এক্স-রে, সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই ২৪ ঘণ্টা সাতদিন খোলা রাখতে হবে। সেখানেই সমস্ত রোগীর পরীক্ষা করাতে হবে। তারপরেও পিপিপি মোডে চলা পরিষেবায় রোগীকে পাঠাতে হলে কোনও সিনিয়ার ডাক্তারকে সেখানে সুপারিশ করতে হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ক্যাথ ল্যাব সহ বাকি চিকিৎসা সামগ্রী ডিসেম্বরের মধ্যে চলে আসবে বলে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা জানিয়েছেন। এখানকার হাইব্রিড সিসিইউতে শয্যা নিয়ে ডিসপ্লে বোর্ড বসানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

- তিনদিন ধরে উত্তরের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ জেলার হাসপাতালগুলিতে ঘুরছে স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চস্তরের প্রতিনিধিদল
- রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার নেতৃত্বাধীন এই দলে ৯ জন স্বাস্থ্যকর্তা রয়েছেন
- ই-প্রেসক্রিপশন, ই-রিপোর্ট এবং ই-ফার্মাসির ওপরে জোর স্বাস্থ্যকর্তাদের
- সকালের মতো সন্ধ্যাতেও চিকিৎসকদের হাজিরা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

বৈঠকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, 'অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ মর্গে জমিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নানা জটিলতায় নিয়মিত সেই দেহগুলি সৎকার করা হচ্ছে না। ফলে ফ্রিজারের ৪৫টি চেম্বারে অনেক সময় দ্বিগুণ দেহ রাখতে হচ্ছে। এরই সঙ্গে বাংলাদেশির নয়, এমন প্রমাণপত্র দিতে বলা হচ্ছে। পুলিশকে এই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে। কিন্তু একটা অজ্ঞাতপরিচয় দেহ বাংলাদেশির নয়, সেটা প্রমাণ করতে পুলিশকে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যার জেরে বহুদিন সময় লাগছে।' এই সমস্যা কীভাবে কাটানো যায়, তিনি স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে সেই পরামর্শ চেয়েছেন।

এদিন মেডিকেলে পৌঁছে স্বাস্থ্যকর্তারা প্রথমে সেখানকার অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি, হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর সহ অন্যদের নিয়ে বৈঠক করেন। তারপর তিনটি দলে ভাগ হয়ে প্রসূতি, জরুরি বিভাগ, সুপারস্পেশালিটি ব্লক সহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন।

অ্যানিমেতে 'রামায়ণ'

কোচবিহার, ৪ অক্টোবর : রামচন্দ্র মেলালেন উত্তরবঙ্গ ও নেদারল্যান্ডসকে। মিলল পুরাণ ও অ্যানিমে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে রামায়ণ নিয়ে ৪৪টি পর্বের ওয়েব সিরিজ বানালেন উত্তরবঙ্গের একদল তরুণ। 'রামায়ণ : পাথ অফ ধর্মা' নামের এই সিরিজটির প্রোডিউসার রুড হুইসম্যান নেদারল্যান্ডসের বাসিন্দা। কোটি টাকার সেট ছাড়াই সম্পূর্ণ এআই প্রযুক্তির সাহায্যে এই কামাল সেরেছেন কোচবিহারের সুব্রত পোদ্দার ও তাঁর টিম। ভিজুয়াল এফেক্ট সহ সমস্ত চরিত্র এআই দিয়ে করা হলেও সেগুলিতে কণ্ঠ দিয়েছেন দেশের সেরা ধারাভাষ্যকাররা। প্রাথমিকভাবে ভাবা হয়েছে তিনটি সিজনের কথা। এবার পুজোর মাসেই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে মুক্তি পাবে এই ওয়েব সিরিজ।

রোমা ও নলিনীর ইস্তফা, গ্রামেও তৃণমূলে ভাঙন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল ঘটতেই তৃণমূল সম্পর্কে মোহভঙ্গ হচ্ছে। এবার তৃণমূল ছাড়লেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা এবং কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন রায়। তাঁরা জনপ্রতিনিধির দায়িত্বে থাকলেও দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে খবর। তবে ইস্তফা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন রোমা। তবে এই দুজনের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়।

২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাশাপাশি মহকুমা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল। প্রায় চার বছর সবকিছু ঠিকঠাকই চলেছে। কিন্তু গত বিধানসভা ভোটে রাজ্যে সরকার বদলের পরেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে গৌতম দেব ইস্তফা দিতেই পুর বোর্ড ভেঙে যায়। সেখানে রাজ্য সরকার প্রশাসক বসিয়েছে। এর পরেই তৃণমূলের টিকিটে জেতা একাধিক মেয়র-পারিষদ এবং কাউন্সিলার দলত্যাগ করেছেন। পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসই ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে। মমতাপন্থী শিবির ছেড়ে কেউ কেউ ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও রয়েছেন। এখনও জেলা নেতৃত্ব শহর নিয়ে বৈঠক ডাকলে বেশিরভাগ নেতা-নেত্রীকেই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে, রাজ্যে সরকার বদলের পরেই মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে এখন মহকুমা পরিষদ সভাধিপতিহীন হিসেবে চলছে। কিন্তু অরুণ দলত্যাগ করেননি। এরই মধ্যে মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা এবং কর্মাধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জনের তৃণমূল থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা নিয়ে দলের অন্দরে জোর জলঘোলা শুরু হয়েছে। রাজ্যে সরকার বদলের পরে বর্তমান শাসকদলের চাপেই এই দুজন ইস্তফা দিয়েছেন কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে, এই দুজনই বেশ কিছুদিন আগে তাঁদের ইস্তফাপত্র জেলা সভাপতি কুন্তলের কাছে পাঠিয়েছেন। তবে তাঁরা দুজনই মহকুমা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত মহকুমা পরিষদে নিজের অফিসে বসছেন সহকারী সভাধিপতি রোমা। এদিন ইস্তফার কথা উঠতেই রোমা সরাসরি তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এখনও ইস্তফা দিইনি। ইস্তফা দেওয়ার জন্য কোনও চাপও নেই। তবে দলের কোনও কর্মসূচিতে যাচ্ছি না। নতুন সভাপতি তো আমাদের গ্রামে এখনও এসে বৈঠক করেননি। উনি শহরেই রয়েছেন।'

যদিও রোমা ইতিমধ্যেই দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং তা গৃহীত হয়েছে বলে জেলা সভাপতি কুন্তল জানিয়েছেন। রোমার বক্তব্য, 'দলীয় কাজকর্ম না করলেও মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হিসেবে কাজ করছি। এসআইআর, অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন সহ জনগণের নানা সমস্যায় পাশে দাঁড়াচ্ছি।' অন্যদিকে নলিনীরঞ্জন বলেছেন, 'জুলাই মাসেই আমি ইস্তফার চিঠি দলকে পাঠিয়েছি। কোনও রাজনৈতিক চাপের ব্যাপার নেই। জনগণের ভোটে জিতেছি, তাই জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি।'

যান নিয়ন্ত্রণ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রবি ঝোরা ও ২৯ মাইল সংলগ্ন এলাকায় ভূমিধস রোধ এবং ঢাল সুরক্ষার কাজে গতি আনতে চাইছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) কর্তৃপক্ষ। এই কারণে চলতি মাসের ৭ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। পরবর্তী ধাপে ২৬ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত ওই রাস্তায় রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। রবিবার কর্তৃপক্ষের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুজোর মরশুমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে চলায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

বাতিলের দাবি

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) বাতিলের দাবিতে এবার আন্দোলনের রাস্তায় নামল জিএনএলএফ। রবিবার কার্সিয়াং বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে রেলস্টেশন সংলগ্ন মোটরস্ট্যান্ডে শেষ হয় জিএনএলএফের মিছিল। মিছিল শেষে একটি জনসভা করে দলটি। জনসভায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এনবি ছেত্রী, নিমা লামা, মহেন্দ্র ছেত্রীর মতো নেতারা বক্তব্য রাখেন। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা শুরু করায় তাঁরা একে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তাঁদের দাবি, অবিলম্বে জিটিএ বাতিল করতে হবে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নিমা লামার বক্তব্য, 'জিটিএতে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতির তদন্ত করা প্রয়োজন। জিটিএকে পাহাড়ের মানুষ অগ্রাহ্য করেছেন। তাই এই ব্যবস্থাকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।' জিএনএলএফের মিছিল নিয়ে পাহাড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার ১

খড়িবাড়ি, ৪ অক্টোবর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪৯ রাউন্ড তাজা কার্তুজ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম তাসী পালকি ভুটিয়া। তিনি পশ্চিম সিকিমের লুংচকের বাসিন্দা। রবিবার বিকেলে পুরোনো মেচি সেতু দিয়ে হেঁটে নেপালে ঢোকার সময় তাসীকে আটক করেন সীমান্তে প্রহরারত এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। রুটিন তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, ৪৯টি তাজা কার্তুজ ও একটি ব্যবহৃত কার্তুজ মেলে। তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এসএসবি। রাত ১০টা নাগাদ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ তাঁকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পাকড়াও

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকা থেকে চার কেজি গাঁজা সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম জহরা খাতুন। তাঁর বাড়ি ইসলামপুর থানা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সোনাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ওই মহিলার গতিবিধি ও ব্যাগ দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চলে। তল্লাশিতে তাঁর ব্যাগ থেকে চার কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। জহরাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রক্তদান

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : বাগডোগরার বিহার মোড় সংলগ্ন ট্রাফিক পার্কে রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। শিবিরে ১১২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

বেতনে সংশয়

প্রথম পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতকুমার গুপ্তা বলছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বারেবারে এই অস্থায়ী রেজিস্ট্রার আমাদের হেনস্তা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্মই অস্থায়ী কর্মীরা করছেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা সম কাজে সম বেতন পাচ্ছেন না। আর স্থায়ী নিয়োগ না করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই পরিস্থিতি জটিল করেছে।'

সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রঞ্জিত রায়ের বক্তব্য, 'সবটা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে, এই অস্থায়ী রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কর্মীদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। অস্থায়ী কর্মীদের কর্মচ্যুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

অস্থায়ী রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাস এদিন বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বেঁচে আছে নানা রকমের সমস্যার মধ্যে দিয়ে। এই সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে চাই। ৪৬০ জন অস্থায়ী কর্মীর বেতন দেওয়া আর সম্ভব নয়। অন্য ফান্ড থেকেও বেতনের টাকা নেওয়ার অধিকার নেই। এত সংখ্যক অস্থায়ী কর্মীর প্রায় ৯৫ লাখ টাকা প্রতিমাসের বেতন। এত টাকা কোথায় পাব?'

রেজিস্ট্রার যখন এমন উদ্বেগের কথা বলছেন, তখন মঞ্চে বসে রয়েছেন মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। যদিও পরে এ নিয়ে আনন্দময় বলেন, 'অস্থায়ী রেজিস্ট্রার যখন এই কথা বলেন, আমি তখন খেয়াল করিনি। রেজিস্ট্রার শিক্ষা দপ্তরে জানালে সমাধানের চেষ্টা করব।'

এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালের প্রাক্তনী সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে একটি র‍্যালি ক্যাম্পাস পরিক্রমা করে। এরপরে রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে অনুষ্ঠান করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রাক্তনী ডঃ শুক্লা সরকার এবং মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন সমিতির সভাপতি ডঃ তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সম্পাদক ফজলুর রহমান। এই অনুষ্ঠানের অতিথি তথা প্রাক্তনী পদ্মশ্রী মহেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'আজকে এখানে ৪ জন মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন। এতে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।' তবে এই বিশ্ববিদ্যালের সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ চেপে রাখেননি। তাঁর কথায়, 'এই বিশ্ববিদ্যালের অবস্থা দেখুন। ভবিষ্যতে কী হবে তা ভাবতে পারছি না। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পেয়েছে। ২টি পায়নি, এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় একটি। একে রক্ষা করতে তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত।'

অনুষ্ঠানে যখন আনন্দময় মঞ্চে ওঠেন, ততক্ষণে বাকি মন্ত্রীরা চলে যান। এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমার জীবনের সেরা সময় কেটেছে এখানে। এখানে পড়ার সুবাদে অসংখ্য স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জায়গা পেয়েছে।'

আরেক প্রাক্তনী তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। গত ৪ মাসে সরকার চালাতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছি, তিনি এখানে এসে ব্যবস্থা নিন।' আগের সরকারের প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যায় বেশি বাড়িয়েছে, কিন্তু পরিকাঠামো, গুণমানের উন্নতি করেনি। এখানে এমন কিছু কোর্স করা উচিত, যাতে কর্মসংস্থান হয়।' তিনি আরও বলেন, 'সারা রাজ্যে যেসব প্রাক্তনী রয়েছেন, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত করে দপ্তরের উন্নয়ন করা হবে।' প্রাক্তনী তথা স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, 'রাজ্য সরকার চায় শিক্ষার গৌরব যেটা ছিল, সেটা ফিরে আসুক।'

অনুষ্ঠানে 'স্মৃতির আলোয় প্রাক্তনীরা' এবং 'বিদ্যাচর্চা' নামে দুটি বই প্রকাশ করা হয়।

জমজমাট পুজোর বাজার

প্রথম পাতার পর

বর্ষের ছাত্রী শ্রেয়সী দাসকে দেখা গেল। বললেন, 'যতই অনলাইন শপিং করি না কেন, বাজার ঘুরে জিনিস না কিনলে যেন পুজোর বাজার শেষ হয় না। তাই ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে বাজারে এসেছি।' জানালেন, অনলাইনের সঙ্গে টেক্কা দিতে বাজারে দারুণ দারুণ চুড়িদার, টপস এসেছে। দাম বুঝে বেশ কয়েকটি কিনেও নিয়েছেন। শ্রেয়সীর মতোই বাজার ঘুরে খুশি দুর্গা দত্ত। কলকাতায় কলেজে পড়া দুর্গা বাড়ি এসে বাবা-মায়ের সঙ্গে পোশাক ও জুতো কিনতে এদিন শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে হাজির হয়েছিলেন। সেই ফাঁকেই বললেন, 'বাজার ঘুরে মনোমতো জিনিস কেনার মজাই আলাদা।'

ক্রেতাদের পছন্দ ধরে রাখতে প্রস্তুত বিক্রেতারাও। স্টেশন ফিডার রোডের সামনে খালপাড়ায় ডিজাইনার শাড়ি, সালোয়ার, ওয়ানপিস সহ মহিলাদের হাল ফ্যাশনের একাধিক দোকান রয়েছে। এখানকারই এক শাড়ির দোকানের কর্মী চেতন সরকার বললেন, 'কেমন পোশাক চাই তা ক্রেতারা মোবাইল ফোন খুলে আমাদের দেখাচ্ছেন। আমরা সেইমতো পোশাক খুঁজে এনে তাঁদের দেখাচ্ছি।' সবাইকে সেরা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি জানালেন। দুপুরের পর থেকে শপিং মলগুলিতেও ভিড় বেড়ে যায়। চেঞ্জিং রুমের সামনে লাইন পড়ে যায়। বোনের হাতে জামাকাপড়ের ব্যাগ ধরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে সামনে সাজিয়ে রাখা কাজল, লিপস্টিক দেখছিলেন সুতপা চৌধুরী। বললেন, 'অনলাইনে কেনাকাটার ব্যবস্থা করে রেখেও কী কারণে যেন অর্ডারটা দেওয়া হয়ে উঠছিল না। তাই ভাবলাম এখানেই চোখ বুলিয়ে নিই।'

মহাবীরস্থানে সুমন নাকিপুরিয়ার দোকানে এদিন বেশ ভিড় ছিল। সুমন বললেন, 'এখনও বাজার ভালোই। তবে উপচে পড়া ভিড় এখনও শুরু হয়নি। আশা করছি, শেষ কয়েকটা দিনে ভিড় একেবারে উপচে পড়বে।'

পুজোর বাজারে অন্নপূর্ণা যোজনার অবদান কেউ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন। ক্রান্তি থেকে আসা শান্তি রায় একটি দোকানে ঝোলানো কারদানা জামদানি দেখছিলেন। বললেন, 'অগাস্ট মাসে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে ছেলের জামা আর মায়ের জন্য শাড়ি কিনেছিলাম। আজ আমার একটা শাড়ি আর বাড়ির কিছু জিনিস কিনব।' রবিবার দিনভর এমনই নানা মুহূর্তকে সঙ্গী করে শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজার জমজমাট হয়ে রইল।

ভূতনির ত্রিফলা

প্রথম পাতার পর

অথবা পাকাপাকিভাবেই স্কুলের পাট চুকে যায়। এরপর শুরু হয় আর এক যুদ্ধ। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়ার যন্ত্রণা বুকে চেপে পরিযায়ী হয়ে যায় কিশোর-তরুণরা। বেঁচে থাকার দায়ে কেউ যায় দিল্লি-পঞ্জাবে, কেউ কেরল-হায়দরাবাদ-ওড়িশায়। উপার্জনের পাশাপাশি মাথায় ঘুরতে থাকে নতুন ঠিকানার খোঁজ। ভূতনির বাইরে একটুকরো জমি কিনে যদি বাড়ি করা যায়! তাহলে জল-যন্ত্রণা থেকে সারাজীবনের জন্য মুক্তি।

উত্তর চণ্ডীপুরের আবু সাহির কিছুটা জমি কিনেছেন মথুরাপুরে। ১০ বছরেরও বেশি তিনি পরীযায়ী শ্রমিকের কাজে কেরল, বেঙ্গালুরু, নেপাল ঘুরেছেন। এবারের প্লাবনে পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছেপিঠে মথুরাপুর, রতুয়া, সামসী ইত্যাদি জায়গায় আত্মীয়দের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। তিনি নিজেও আত্মীয়বাড়ির পাশাপাশি হোটেলেও দিন কাটিয়েছেন। বাড়ি ফেরার পথে নৌকোয় তিনি বলছিলেন, 'জলে আমার খুব ভয় করে। অনেক পরিশ্রম করে জায়গা কিনেছি। ভূতনিতে থাকা খুবই কষ্টের। তাই জন্মস্থান হলেও ছেড়ে যেতে হবেই।' একধাপ এগিয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী, 'দেখবেন ভূতনির তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই বাইরে চলে যাবে। একদম গরিব যারা, তারাই এখানে থেকে যাবে।' একই আশায় ভূতনির গোবর্ধনটোলার বাসিন্দা ঝন্টু মণ্ডল আঠারোতে পা রাখার পর আর সময় অপচয় করতে চাননি। ৩ মাস আগে তিনি হায়দরাবাদ গিয়েছিলেন দিনমজুরের কাজে। এই প্লাবনের জন্যই চলে আসতে হয় তাঁকে। তিনি বলেন, 'পাকা বাড়ি করার ইচ্ছা থাকলেও টাকা আর জমাতে পারলাম কই! খাওয়া-দাওয়াতেই সব চলে গেল। বাঁধ ভাঙার খবর শুনে ট্রেনে উঠেছিলাম। ঠিকাদার কিছু টাকা দিয়েছে, বাকিটা ফিরে গেলে পাব।' তবে জল নেমে যাওয়ার পর নিজেদের কাঁচা বাড়ি বাসযোগ্য করে তুলে ফের কবে ঝন্টু হায়দরাবাদে ফিরবেন তাঁর নিজেরই জানা নেই।

একদিকে কাজের খোঁজে মানুষ বাইরে যাচ্ছে। আবার নদীভাঙন ভয় দেখাচ্ছে। সেইসঙ্গে শৈশব হারিয়ে ফেলা আর ভিটেমাটি হারিয়ে নতুন ঠাঁইয়ের খোঁজও চলছে। এই ত্রিভুজের মধ্যেই ধাক্কা খাচ্ছে ভূতনিবাসীর জীবন।

পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উন্নয়নে মহারাজা

প্রথম পাতার পর

বর্ণ বা জাতি নির্বিশেষে সব প্রজা সমান ছিলেন। ভেদাভেদ প্রথায় বিশ্বাস ছিল না তাঁদের। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস করতেন, শাসকের নিজস্ব ধর্ম ও জাতি থাকা উচিত নয়। তাঁর একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত প্রজাদের কল্যাণ ও সর্বজনীন সুখ, শান্তি। সেই নীতি তিনি বরাবর অনুসরণ করে গিয়েছেন। পাশ্চাত্য আদবকায়দায় শিক্ষিত হলেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল, প্রজাবৎসল মহারাজা। আধুনিকমনস্কতা তাঁকে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রমী করেছিল।

তাঁর এই চরিত্র এখনকার পৃথিবীর বিদ্বেষ, বিভাজনের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্মদিন যদি সেই বার্তা ছড়িয়ে দেয়, তাহলে সার্থক হবে তাঁর স্মৃতিতর্পণ। আধুনিক ভাবধারায় ১৮৮৮ সালে তিনি কোচবিহারে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য একই বছরে ভিক্টোরিয়া কলেজ তৈরি করেন। ১৮৯৭ সালে কোচবিহার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারানি সুনীতি দেবীর নামে সুনীতি অ্যাকাডেমি (তখন নাম ছিল কলেজ) তৈরি করেন ১৮৮১ সালে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবনায় কোচবিহার রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করেছিলেন তিনি। তাঁর রাজত্বে কোচবিহারে উন্নয়নের জোয়ার আসে। তিনি পরিকল্পনা করে শহর নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে দিঘি খনন করিয়েছিলেন। যে কারণে নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আধুনিক কোচবিহারের রূপকার বলা হয়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ইত্যাদি প্রতিবেশী জেলা সহ কলকাতা ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোনও কোনও এলাকা তাঁর উন্নয়ন ভাবনার শরিক হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, মোহনবাগান ক্লাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন গার্ডেন্স ইত্যাদি সংস্থায় তাঁর আর্থিক অনুদান ও আধুনিক ভাবনার ছোঁয়া লেগেছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবিভক্ত বেঙ্গল প্রভিন্সের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে ২৪০০০ টাকা দান করেছিলেন। মোহনবাগান ক্লাবে তাঁর অনুদানও উল্লেখ করার মতো। কোচবিহারের বাইরে নৃপেন্দ্রনারায়ণ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। যেমন ১৮৮৩ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়া ক্লাব। তিনি আজীবন ওই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

ছিলেন পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সদস্য, ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন, ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য এবং ভারতের সংগীত সমাজের পৃষ্ঠপোষক। রয়্যাল কলোনিয়াল সোসাইটি, ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট, সোসাইটি ফর এনকারেজমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান আর্টস এবং সোসাইটি অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের ফেলো ছিলেন। আইএফএ শিল্ড তৈরি করার জন্য তিনি অর্থ দিয়েছিলেন।

আধুনিক দার্জিলিং শহর তৈরি করতেও নৃপেন্দ্রনারায়ণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দার্জিলিংয়ে তাঁর সম্পত্তিতেই পরে রাজভবন, কলিনটন প্রাসাদ (এখনকার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস), এলগিন হাউস (এখনকার এলগিন হোটেল), আসানটুলি হাউস, মহারানি গার্লস হাইস্কুল, লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়াম, দার্জিলিং প্ল্যান্টার্স ক্লাব, দার্জিলিং জিমখানা ক্লাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

দেশের বাইরেও তাঁর কত খ্যাতি ছিল, তা অনুমান করা যায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিখ্যাত ক্লাব- মারবারো, ক্যাভালরি, পোর্টল্যান্ড, প্রিন্সেস, কুইন্স, রানিলাখ, রোহ্যাম্পটন ইত্যাদিতে তাঁর সদস্যপদের ইতিহাস থাকায়। তিনি হার্লিংহাম ও মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্মাননীয় সদস্য ছিলেন। ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাব, সিমলা, হুইলার ক্লাব- মিরাট, দ্য হিমালয়ান ক্লাব- মুসৌরি, দার্জিলিং ক্লাব, ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব, এবং ক্যালকাটা ক্রিকেট, র‍্যাকেট অ্যান্ড পোলো ক্লাব, দ্য স্যাটারডে ক্লাব, দ্য আনসেরিমোনিয়ালস প্রভৃতিরও সক্রিয় সদস্য ছিলেন নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

গভীর খাদে আটকে তরুণ

কার্সিয়াং, ৪ অক্টোবর : কার্সিয়াং থেকে ফেরার পথে রোহিণী রোডে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ছয় তরুণ। কার্সিয়াং ভিউপয়েন্টের কিছুটা নীচে কার্গিলদাড়া এলাকায় চার চাকার গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় ২৫০ মিটার নীচে খাদে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্থানীয়দের খবর দিলে গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে এসে পাঁচ তরুণকে উদ্ধার করেন। বাকি এক তরুণের খোঁজ তখনও মেলেনি। ছয়জনই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। খবর পেয়ে কার্সিয়াং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কার্সিয়াং অগ্নিনির্বাপণকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত পর্যন্ত নিখোঁজ তরুণের খোঁজ চালায়। পরে তাঁর সন্ধান মেলে। তিনি গভীর খাদে আটকে রয়েছেন বলে জানা যায়। পাঁচ তরুণই চিকিৎসাধীন।

জাতীয় দলের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নতুন ব্রাজিলে নেই নজরকাড়া প্রতিভা

ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের সঙ্গে মনবীর সিং (বাঁয়ে) ও সাহাল আব্দুল সামাদ।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ওড়িশা সরকার একটা সময়ে ডুবন্ত হকিকে টেনে তুলেছিল। এবার এই রাজ্যের বর্তমান সরকার একইভাবে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চায় ফুটবলের দিকে।

ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলা দেখতে শনিবার সন্ধ্যায় মাঠে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। খেলা শেষে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এই আনন্দবার্তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেছেন, 'ওড়িশা সরকার একটা সময়ে ভারতীয় হকি দলের পাশে দাঁড়ায়। আমি রাজ্যপালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে আমরা কীভাবে ফুটবলের পাশে দাঁড়াতে পারি। কলকাতা হল ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। এই নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনা করব। তারপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' শেষপর্যন্ত যদি এই রাজ্যের সরকার এরকম সিদ্ধান্ত নেয় তা হবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এক অনন্য সিদ্ধান্ত।

এদিকে, এদিন সকালেই ব্রাজিল দলের বেশিরভাগ সদস্য চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় সাপোর্ট স্টাফরাও ফিরলেন দেশে। জানা গেল, গোটা দলই এখানকার আতিথেয়তা থেকে মাঠ ও ব্যবস্থাপনায় খুশি। তবে তাদের খেলায় মানুষ তেমন খুশি হল কি? বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায়। এবার নতুন ব্রাজিল তৈরির কথা কার্লো আন্সেলোত্তির মুখে। আশা ছিল যে ফের রোমারিও, রোনাল্ডো, নেইমার জুনিয়ারদের উত্তরসূরির খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর ব্রাজিলকে দেখে কি আদৌ মন ভরল কলকাতার? সম্ভবত না। বরং এই দলটাকে দেখে মনেই হয় না, তারা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। অনেক ব্রাজিলপ্রেমীও বিরক্তির সঙ্গে বলে গেলেন, 'এই ব্রাজিল আগামী চারটি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে না।' ঘটনা হল, দলে একজনও মনে রাখার মতো ফুটবলার নেই। ফর্মে নেই ভিনিসিয়াস জুনিয়ারও। ভারতের থেকে ১৩২ ধাপ এগিয়ে থাকা ব্রাজিল কীভাবে ছেলেখেলা করে আনোয়ার আলি-বিজয় ভার্গিসদের নিয়ে সেই আশঙ্কাতেই ভুগছিলেন এদেশের আপামর ফুটবলপ্রেমী। কিন্তু বাস্তবটা ঠিক ততটা কঠিন হল না ভারতের জন্য। চার গোলে হারের পরেও প্রাপ্তির ভাঁড়ার যথেষ্ট। বহুদিন পরে ব্লু টাইগার্সদের মধ্যে লড়াকু মনোভাব দেখা গেল। পানামা ম্যাচের ড্র হয়তো বাড়তি উদ্দীপনা দিয়ে দেয় গোটা দলকে এবং সেটাই মনোবল বাড়ায় মনবীর সিংদের। তবে একটা কথা বলতেই হয়, এরকম ছোট ছোট দলে যে ওসিআই ফুটবলাররা কার্যকরী, তার প্রমাণ আগেই দেয় সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের মতো দলগুলি। নানা হার্ডল পার করে শেষপর্যন্ত রায়ান উইলিয়ামসের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি এক সদর্থক দিক ভারতীয় ফুটবলের। পানামা এবং ব্রাজিলের বিপক্ষে তাঁর পারফরমেন্স মনে রাখার মতো।

ঠিক একইরকমভাবে বিশ্রি খেললেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। প্রথম দুই গোলই তাঁর ভুলে। এবার তাঁর অবসরের সময় এসেছে, এটা পরিষ্কার। বিশাল কেইথকে দলে না রাখা অন্যায়। এখন দেখার খালিদ জামিল শেষপর্যন্ত গুরপ্রীতকে বসানোর সাহস দেখান কি না।

নাগোয়ায় রবিবার এশিয়ান গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা হাতে হাঁটলেন জোড়া সোনাজয়ী শুটার নীরু ধান্দা। ২০৩০ সালে দোহায় ফেরা দেখা হবে, বার্তা দিয়ে শেষ হল ২০তম এশিয়ান গেমসের আসর। এবারের এশিয়াডে ভারত ২১টি সোনা, ২৭টি রুপো ও ৩৭টি ব্রোঞ্জ নিয়ে চতুর্থ স্থানে থেকে শেষ করেছে।

২০ ডিসেম্বর নির্বাচন ফুটবল ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন হবে ২০ ডিসেম্বর। রবিবার কলকাতায় বিশেষ সাধারণ সভায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। এদিনের সভায় হরিয়ানার প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার রাজীব শর্মাকে ইলেক্টোরাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ফেডারেশনের নির্বাচন ছাড়াও রাজ্য সংস্থাগুলির নির্বাচনও ৪ নভেম্বরের মধ্যে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিনের সভায় আইএফএ-র প্রতিনিধি ছিলেন অনির্বাণ দত্ত। তিনি এই তিন ম্যাচের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জানতে চান, চুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় কার্যনির্বাহী সমিতি বা জেনারেল বডিতে পাশ করানো হয়েছিল কিনা। ওড়িশার প্রতিনিধি অভিজিৎ পাল যিনি কার্যনির্বাহী সমিতিরও সদস্য, তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন বিষয়টি নিয়ে তারা অন্ধকারে। এরপর সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলতে বাধ্য হন, এই ব্যয়ভার ফেডারেশনকে বহন করতে হবে না।

রাজস্থানের নেতৃত্বে মানব

জয়পুর, ৪ অক্টোবর : রাজস্থান রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক হলেন মানব সুথার। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়ে গিয়েছে মানবের। আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডেও তাঁর থাকার সম্ভাবনা প্রবল। এমন অবস্থায় ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির জন্য রাজস্থানের অধিনায়ক নির্বাচিত করা হল মানবকে। জানা গিয়েছে, প্রথম দুই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। সুথারের ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন মাহিপাল লোমরোর। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে ঘরের মাঠে রাজস্থান মুখোমুখি হচ্ছে তামিলনাড়ুর।

ফিল্ডিং, ডেথ বোলিংয়ে উন্নতির ডাক গিলের

নিউ চণ্ডীগড়, ৪ অক্টোবর : প্রথম ম্যাচে শতরান। দ্বিতীয় ম্যাচে দ্বিশতরান।

স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। গতরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচে তিনি রান পাননি। দলকেও হারতে হয়েছে। যদিও গতরাতের সেই হারের আগেই সিরিজ জেতা হয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। সিরিজ সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের তিন কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও যুবরাজ সিংকে স্পর্শ করার নজিরও। তিনজনই অতীতে সাতবার করে সিরিজ সেরা হয়েছেন। গতরাতে সেই নজির স্পর্শ করেছেন শুভমান।

ওডিআই সিরিজের ট্রফি হাতে শুভমান গিল।

সৌরভ-ধোনি-যুবরাজকে স্পর্শ

একদিনের বিশ্বকাপ শুরু হতে অপেক্ষা আর এক বছরের। মাঝের এই সময়ের মধ্যে দল হিসেবে নিজেদের আরও গুছিয়ে নেওয়া, প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে নেমেছিলেন ভারত অধিনায়ক গিল। সেই লক্ষ্যপূরণে প্রাথমিকভাবে তিনি সফল। যদিও দলের ফিল্ডিং ও ডেথ বোলিং নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে শুভমানের। গতরাতে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে শেষ একদিনের ম্যাচে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শুভমান তাঁর দুশ্চিন্তার কথা মেলে ধরেছেন দুনিয়ার দরবারে। বলেছেন, 'শেষ ম্যাচে হারলেও সিরিজটা খারাপ যায়নি আমাদের। যদিও দল হিসেবে আরও উন্নতি করতে হবে আমাদের।' ঠিক কোন জায়গায় টিম ইন্ডিয়ার উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে? খুঁজে বার করে ফেলেছেন শুভমান। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'ফিল্ডিং নিয়ে আরও ভাবতে হবে আমাদের। করতে হবে উন্নতি। নিয়মিত ক্যাচ মিসের রোগ দ্রুত সারাতে হবে আমাদের। শুধু ফিল্ডিং কেন, ডেথ বোলিংয়েও আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। ক্রিকেটের এই দুই বিভাগে আরও কাজ করতে হবে আমাদের।'

ফিল্ডিং, ডেথ বোলিং নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও ব্যাটিং নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি শুভমান। তিন ম্যাচের সিরিজে তিনি নিজে, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ছিলেন স্বপ্নের ফর্মে। গতকালের ম্যাচে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, লোকেশ রাহুলরাও দেখিয়েছেন দলকে ভরসা দিতে তাঁরাও তৈরি। কিন্তু তারপরও ভারত অধিনায়কের মনের অন্দরে সামান্য খুঁতখুঁতুনি রয়েছে। গিলের কথায়, 'আমাদের ব্যাটিং ভালোই হয়েছে এই সিরিজে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আগ্রাসী ও রক্ষণাত্মক ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে। কখনও গিয়ার বদলে আগ্রাসন দেখাতে হবে, আর কখনও দলের স্বার্থে কিছুটা মন্থর ব্যাটিং করতে হবে ইনিংস গড়ার লক্ষ্যে, এব্যাপারে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে।'

একদিনের ক্রিকেটে কোনও রানই এখন আর নিরাপদ নয়। গতকালের ম্যাচে ৩৫১ করেও হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করার লক্ষ্যপূরণ হয়নি। এমন অবস্থায় ভারত অধিনায়ক শুভমান কাউকে দোষারোপ না করে বলছেন, 'আমরা অনেক রান করেছিলাম। ভেবেছিলাম জিততে সমস্যা হবে না। কিন্তু তারপরও হারতে হয়েছে আমাদের। কাউকে দোষ দেব না। কিন্তু মন্থর বোলিংয়ের পাশে সন্ধ্যা ও রাতের শিশির আমাদের সমস্যা বাড়িয়েছিল। কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে ম্যাচ বার করতে হবে, তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে আমাদের।'

নিউজিল্যান্ড সিরিজে অনিশ্চিত হার্দিক-হর্ষিত

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁদের প্রবলভাবে চাইছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেক প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারই আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে হার্দিক পান্ডিয়া ও হর্ষিত রানাকে দলে রাখার দাবি তুলেছেন।

রিহ্যাব লম্বা হচ্ছে হর্ষিত রানার।

কিন্তু তাঁরা একশো শতাংশ ফিট হলে তো!

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে থাকা জোরে বোলার হর্ষিত ও অলরাউন্ডার হার্দিক, দুইজনই এখন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন। সেখানেই তাঁদের রিহ্যাব চলছে। মজার কথা হল, হার্দিক ও হর্ষিতের রিহ্যাব চলেই যাচ্ছে। যখনই মনে করা হচ্ছে তাঁরা ফিট হওয়ার মুখে, ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন দ্রুত। তখনই ফের নতুন চোট পাচ্ছেন তাঁরা। বর্তমানে অবস্থা এমন পর্যায়ে রয়েছে, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হার্দিক-হর্ষিতদের সঙ্গে কাজ করা প্রতিনিধিরাও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, জাতীয় নির্বাচকদের কোনও রিপোর্ট দিতে 'ভয়' পাচ্ছেন। ফিট হওয়ার পর ফের কখন তাঁরা নতুন চোট পাবেন, কেউ জানেন না। এমন অবস্থায় ঠিক কবে হার্দিকরা মাঠে ফিরতে পারবেন, জানা নেই কারও। আগামী সপ্তাহে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচন রয়েছে। সূত্রের খবর, নিউজিল্যান্ড সফরের দলে প্রবলভাবে অনিশ্চিত হার্দিক ও হর্ষিত। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের তরফে কোচ গৌতম গম্ভীর ও ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, হার্দিকদের বিকল্প নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে।

মঙ্গলবার থেকে লখনউয়ে শুরু হতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই সিরিজের শেষ ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে ১৭ অক্টোবর। তারপর ২২ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টি২০, পাঁচ ওডিআই ও দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে নেমে পড়ছে টিম ইন্ডিয়া। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, হার্দিক-হর্ষিতদের দলে পাওয়ার জন্য আর সময় নেই জাতীয় নির্বাচকদের হাতে। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'হার্দিক ও হর্ষিতকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট চেয়েছিল নিউজিল্যান্ড সিরিজে। কিন্তু ওরা এখনও ফিট নয়। রিহ্যাব চলছে। ঠিক কবে ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে, জানি না আমরা। তাই ওদের বাদ দিয়েই আমাদের নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করতে হবে।' গুয়াহাটিতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচকদের একদফা গোপন বৈঠক হয়ে গিয়েছে। তখনও সাময়িকভাবে অপেক্ষার পথে হাঁটার কথা ভেবেছিলেন গম্ভীর-শুভমানরা। যদিও এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। ফলে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে হার্দিক-হর্ষিতের কোনও সম্ভাবনাই নেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ শুরু কাল

সোনা কেউ থালায় সাজিয়ে দেয়নি : সঞ্জু

লখনউ, ৪ অক্টোবর : এশিয়ান গেমস এখন ইতিহাস। সেই ইতিহাস বলছে, পাকিস্তানকে ফাইনালে হারিয়ে সোনা জিতে নিয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের টিম ইন্ডিয়া।

জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে সোনা জিতে আজই শ্রেয়স, বৈভব সূর্যবংশী, জসপ্রীত বুমরাহরা দেশে ফিরে এসেছেন। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা দেশে ফিরেই লখনউয়ে হাজির হতে শুরু করেছেন। আর তার মধ্যেই আজ এশিয়ান গেমসে টিম ইন্ডিয়ার সোনা জয়ের পারফরমেন্স নিয়ে মুখ খুলেছেন সঞ্জু স্যামসন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, অভিজ্ঞ ভারতীয় দল রীতিমতো পরিশ্রম করে দেশকে সোনা এনে দিয়েছে। সোনা কেউ থালায় সাজিয়ে দেয়নি। সঞ্জু আজ দেশে ফিরে বলেছেন, 'এশিয়ান গেমসের মতো বড় মঞ্চে সোনা জিততে পেরে আমরা সবাই খুশি। সোনা কেউ থালায় সাজিয়ে দেয়নি আমাদের। পরিশ্রম করে এই সাফল্য পেয়েছি আমরা।'

জাপানের মাটিতে পুরুষদের ক্রিকেটে সোনা জয়ের অভিযান সহজ ছিল না শ্রেয়সদের জন্য। নিয়মিত বৃষ্টির সঙ্গে অজানা, অচেনা পরিবেশ। মাঝে এমন কয়েকটি দিনও শ্রেয়সরা জাপানে কাটিয়েছেন, যখন বৃষ্টির কারণে অনুশীলন পর্যন্ত করা যায়নি। মাঠে হাজির হওয়ারও সুযোগ ছিল না। সেই ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সঞ্জু স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভারতীয় দলের অভিজ্ঞতা সোনা জয়ের পথ দেখিয়েছিল। ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই প্রতিযোগিতার একমাত্র যথাযথ ম্যাচ খেলেছিলেন সঞ্জুরা। টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটারের কথায়, 'অভিজ্ঞ দল নিয়ে আমরা জাপানে গিয়েছিলাম। পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা একেবারে সঠিক ছিল। জাপানে এমন অনেক পরিস্থিতি এসেছিল, যখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের সক্রিয় ও ফিট রেখে সামনে তাকিয়েছি আমরা। অনভিজ্ঞ দল হলে এমনটা নাও হতে পারত।' দলের পাশে থাকার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন সঞ্জু।

এশিয়াডে জেতা সোনা গলায় পরে সঞ্জু স্যামসন।

৬ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভাঙলেন মুকেশ কুমার।

মুকেশ-আকাশে ইরানি কাপ জয়

শ্রীনগর, ৪ অক্টোবর : কেউ বলছেন, স্বপ্নের বোলিং। কারও মনে হচ্ছে, ভূস্বর্গে ভয়ংকর বোলিং।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেটের মূল স্রোতের বাইরে ছিলেন বাংলার দুই জোরে বোলার মুকেশ কুমার (৩৩/৬) ও আকাশ দীপ (২৫/৩)। ইরানি কাপের আসরে চোট সারিয়ে দুইজনই ফিরেছিলেন ক্রিকেটে। আর ফেরার পরই প্রমাণ করে দিলেন, হতে পারে চোটের কারণে অনেকদিন ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হয়েছে। কিন্তু এখন ফিট হয়ে আগের থেকেও বেশি তাজা হয়ে ক্রিকেটে ফিরেছেন তাঁরা।

গতকালের ৩০৬/৮ থেকে শুরু করে আজ ৩১৯ রানে শেষ হয়ে যায় অবশিষ্ট ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস। রবিচন্দ্রন স্মরণ করেন ১৩৫। ২৭৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা দারুণ করেছিল শেষ মরশুমের রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর। দুই ওপেনার কামরান ইকবাল (৩২) ও শুভম খাজুরিয়ারা (৩৬) ফিরতেই জম্মু-কাশ্মীর ব্যাটিংয়ে ধ্বস। সৌজন্যে মুকেশ ও আকাশ। ৬৫/২ থেকে ১১১ রানে অলআউট জম্মু-কাশ্মীর। মুকেশ-আকাশদের গতি, সুইংয়ের সামনে ধরাশায়ী পরশ ডোগরারা। ১৬৭ রানে ম্যাচ জিতে দুই বছর পর ফের ইরানি কাপ জিতল অবশিষ্ট ভারতীয় দল।

চ্যাম্পিয়ন ঋষভের অবশিষ্ট ভারত

ইরানি কাপ ছিল ঋষভ পন্থের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন করলেও ব্যাট হাতে ঋষভ রান পাননি। প্রথম ইনিংসে করেছিলেন ১০। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮। অধিনায়কের ব্যর্থতা বল হাতে ঢেকে দিলেন বাংলার দুই জোরে বোলার। ইরানি কাপে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর আকাশের আসন্ন নিউজিল্যান্স সফরের দলে সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত। মুকেশকে নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে। একান্তই মুকেশ নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াডে সুযোগ না পেলে আসন্ন রনজি মরশুমে বাংলার হয়ে তাঁকে দেখা যাবে। কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করছে বাংলা দল। টিম বাংলার বোলিংকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মুকেশ তৈরি। ইরানি কাপ জয়ের পর অধিনায়ক ঋষভ মুকেশ-আকাশকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের বোলিং শক্তি দেশের সেরা। সেটা আমরা জানতাম। আজ পরিকল্পনা ছিল একটু উপরের দিকে ধারাবাহিকভাবে বল করার। মুকেশ-আকাশরা সেটা করেই ম্যাজিক দেখাল।'

জল্পনার মাঝে অভিষেকের বাবার গায়ে সানরাইজার্সের টি-শার্ট

হায়দরাবাদ, ৪ অক্টোবর : দলের নেতৃত্ব নিয়ে অখুশি। সেই কারণেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছাড়তে চাইছেন অভিষেক শর্মা।

জল্পনার মাঝেই রবিবার এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের সোনা জয়ের পর অভিষেক শর্মার বাবা রাজকুমারকে অবশ্য দেখা গেল ক্যামেরার সামনে সানরাইজার্সের লোগো দেওয়া টি-শার্ট পরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে।

জোড়া তথ্য শোনা যাচ্ছে, এক, ২০২৭ সালে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে। সেই কারণে হায়দরাবাদ অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আগামী আইপিএলে খেলবেন না। দুই, কামিন্সের পরিবর্ত হিসেবে হায়দরাবাদ চাইছে নেতৃত্বের দায়িত্ব ঈশান কিষানকে দিতে।

আর এখানেই গোলমাল। সতীর্থ ঈশানকে দলের অধিনায়ক করা হলে সেই দলে থাকতে চাইছেন না অভিষেক। এই খবর সামনে আসার পরই সানরাইজার্সের তরফে পুরো বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। হায়দরাবাদের সিইও কে সম্মুগম বলেছেন, 'ভুল খবর।' যদিও তারপরও অভিষেককে নিয়ে জল্পনা চলছেই। জানা গিয়েছে, অভিষেক হায়দরাবাদ ছাড়লে তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, পাঞ্জাব কিংসের মতো দল।

এশিয়াডে সোনা জিতে অভিষেক শর্মা।

'ডাবল' করে লক্ষ্মীর নজরে এবার বাংলা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ক্রিকেটার হিসেবে ইরানি কাপ জয়ের নজির রয়েছে তাঁর। এবার কোচ হিসেবেও সেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

দুই বছর পর ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে ইরানি কাপ জিতল অবশিষ্ট ভারতীয় দল। আর সেই দলের 'চাণক্য' হিসেবে 'ডাবল'-এর নজির গড়লেন কোচ লক্ষ্মীরতন। সন্ধ্যার দিকে তিনি নিজেই শ্রীনগর থেকে ফোন করলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে। দলের অধিনায়ক ঋষভকে যেমন প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, ঠিক তেমনই মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপের জন্যও উজাড় করে দিলেন প্রশংসার ডালি। বলে দিলেন, 'দুর্দান্ত জয়। আমাদের সাফল্যে দলের সকলের অবদান রয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ দলকে দিশা দেখিয়েছে। খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে ও। আর বল হাতে সাজঘরের পরিকল্পনা সফল করে দেখাল আকাশ-মুকেশ।' চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন আকাশ-মুকেশরা। ফিরেই চমকপ্রদ পারফরমেন্স। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'আকাশ-মুকেশরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও পরিণত। দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে ফিরে এমন পারফরমেন্স সহজ ছিল না। কিন্তু ওরা করে দেখাল।'

ইরানি কাপ হাতে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে বঙ্গ ব্রিগেড।

সোমবার বিকেলে শ্রীনগর থেকে কলকাতায় ফিরছেন লক্ষ্মীরতন। বুধবার যাবেন কল্যাণী। সেখানেই ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। তার আগে শ্রীনগর থেকে কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'কোচ হিসেবে ইরানি জয় অবশ্যই মনে থেকে যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর থেকেই আমার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে আসন্ন রনজি অভিযান নিয়ে। পরিসংখ্যান আপনারা মনে রাখবেন। আমি চাই বাংলার সাফল্য।' উল্লেখ্য, নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে দেশের সেরা অলরাউন্ডারের স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন লক্ষ্মীরতন।

শিল্ডের ফাইনালে বাগান

বিশাল হাতে যুদ্ধ জয়

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
পাঞ্জাব এফসি-০
(মোহনবাগান টাইব্রেকারে
৪-৩ গোলে জয়ী)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

টাইব্রেকারে জোড়া সেভ করে দলকে জেতালেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের গোলকিপার বিশাল কেইথ। -ডি মণ্ডল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ১২০ মিনিট গোলশূন্য। টাইব্রেকার শুরুর আগেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে চর্চায় একটাই নাম, বিশাল কেইথ! তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস, 'পারলে বিশালই পারবেন!' তিনি পারলেনও। শেষপর্যন্ত আরও একবার বিশাল হাতে ভর করেই যুদ্ধজয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। আইএফএ শিল্ড সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে পাঞ্জাব এফসি-কে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিল সবুজ-মেরুন।

প্রত্যাশামতো চার বিদেশিকে রেখেই এদিন দল সাজান মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। তিন ডিফেন্ডারের সঙ্গে দুই উইং ব্যাক হিসেবে আশিস রাই ও লিস্টন কোলাসোকে রেখে শুরু করেছিল সবুজ-মেরুন। তবে ম্যাচের ৮ মিনিটেই ধাক্কা। চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন আশিস। এরপরই যেন প্যানোসের সব পরিকল্পনা ঘেঁটে গেল। আশিসের পরিবর্তে অভিষেক সূর্যবংশীকে মাঠে আনলেও গোটা ম্যাচজুড়ে নিজের ভূমিকাই যেন ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। তবে ৮ মিনিটে বক্সের সামনে পাওয়া ওই সেটপিস থেকেই গোল পেতে পারত মোহনবাগান। লি আরউইনের ফ্রি কিক পাঞ্জাব গোলকিপারের হাতে লেগে ক্রসবারে প্রতিহত হয়। এরপর বিক্ষিপ্ত দুই-একটা আক্রমণ ছাড়া প্রথমার্ধে বেশিরভাগ সময়টাই অগোছালো ফুটবল খেলল মোহনবাগান। পাঞ্জাবও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেনি। এরমধ্যে ৩৭ মিনিটে পাঞ্জাবের আলফ্রেড ময়ার পাস ধরে শট নেন রাফায়েল মেসি বাউলি। যদিও তা তালুবন্দি করতে খুব পরিশ্রম করতে হয়নি বিশাল কেইথকে। পরের মিনিটেই সামির জেলজকোভিচের নিখুঁত সেন্টার বক্সে ফাঁকায় পেয়েছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। তবে তাঁর হাফভলি সরাসরি পাঞ্জাব গোলকিপারের হাতে চলে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ক্রমাগত বাগান রক্ষণে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে গেল পাঞ্জাব। ৬১ মিনিটে লুংদিমের ভাসানো বল গোল লক্ষ্য করে ঠেলে দিয়েছিলেন অ্যালফ্রেড প্ল্যানাস। তা বার উঁচিয়ে বেরিয়ে যায়। পাঞ্জাব চাপ বাড়াতেই আরও ছন্নছাড়া হয়ে পড়ল মোহনবাগান। মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে মাঠে নামালেও তা বিশেষ কাজে এল না। ৮৬ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান মিডিওর ভাসানো ফ্রি কিক থেকে শুভাশিস বসু যদি বা হেডে বল জালে পাঠালেন সেই গোলও বাতিল হল অফসাইডে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি। এরপর অতিরিক্ত সময় পাঞ্জাব কিছুটা ঘর আগলেই খেলে গেল। সেখানে মোহনবাগান সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি।

এরপর টাইব্রেকারে যুদ্ধজয়ের নায়ক সেই বিশাল। পাঞ্জাবের হয়ে মেসি বাউলি, অর্শদীপ সিং ও ঋষিকান্ত মিতেই লক্ষ্যভেদ করলেও নাগারিন সাইজার ও বিশাল যাদবের শট রুখে দেন মোহনবাগানের বিশাল। দেজান ড্র্যাজিচের শট পাঞ্জাব গোলরক্ষক মুহিত সাবির রুখে দেওয়ার পর রক্তচাপ বেড়েছিল বাগান সমর্থকদেরও। শেষে মিগুয়েল ফিগুয়েরার গোলে স্বস্তি। এছাড়াও টাইব্রেকারে মোহনবাগানের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রডরিগেজ।

ম্যাচ শেষে বাগান কোচ প্যানোসও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দলের খেলায় একেবারেই খুশি নন তিনি। কারণ ব্যাখ্যা করে গ্রিক কোচ বলেছেন, 'এই ম্যাচেই প্রথমবার যে ফুটবলার যে পজিশনে খেলতে পছন্দ করে তাঁকে সেখানেই খেলানো হয়েছিল। তবে আশিসের (রাই) চোট সব পরিকল্পনা ঘেঁটে দেয়। তারপর আর কিছুই ঠিকঠাক হয়নি।' একইসঙ্গে অবশ্য রেফারিংয়ের কড়া সমালোচনা করেছেন দিলম্পেরিস।

মোহনবাগান : বিশাল, রাহুল, আলবার্তো, শুভাশিস, আশিস (সূর্যবংশী), জেলজকোভিচ (সাজি), টাংরি, লিস্টন (মিগুয়েল), ছাঙ্গতে, আরউইন (সুহেল) ও ড্র্যাজিচ।

রক্ষণই আজ চিন্তা লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে হতশ্রী ফুটবল খেলে হার। আইএফএ শিল্ড সেমিফাইনালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র মুখোমুখি হওয়ার আগে ক্রিস ইকোনোমিডিসদের পারফরমেন্সই চাপে রাখছে ইস্টবেঙ্গলকে।

ডিফেন্সের মূল ভরসা আনোয়ার আলি জাতীয় দলে রয়েছেন। তাঁকে ছাড়া লাল-হলুদ রক্ষণের অবস্থা একেবারেই ছন্নছাড়া। বিদেশি ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ ম্যাচ ফিট নন। পাঞ্জাব ম্যাচে সেটা দেখা গিয়েছে। উলটোদিকে নর্থইস্ট দলে রয়েছেন মরক্কান গোলমেশিন আলাদিন আজারেই। তাঁকে আটকানোই বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে লাল-হলুদের।

আইএফএ শিল্ডে আজ সেমিফাইনাল
ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি
সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ইতিমধ্যে শহরে এসে গিয়েছেন দুই বিদেশি স্ট্রাইকার আকে আর্নাউদ লোবা ও লুকাস জোলিনস্কি। এএফসি-র কথা মাথায় রেখে শিল্ড সেমিফাইনালে তাদের খেলিয়ে দেখে নিতে পারেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। এমনিতেই গোল করার লোকের অভাব স্পষ্ট। চেনা ছন্দে নেই ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। তাই বিদেশি স্ট্রাইকারদের এই ম্যাচে ব্যবহার করার ভাবনা লাল-হলুদের। এই ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন মহম্মদ বসিম রশিদ ও ড্যানি র‍্যামিরেজ। অজি তারকা ইকোনোমিডিস একেবারেই সাদামাঠা। ফলে তাঁকে নাও খেলাতে পারেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ বস।

লালচুংনুঙ্গাদের ফর্ম চিন্তায় রাখছে সমর্থকদের।

রবিবার অনুশীলন বন্ধ রাখে উরুগুয়ে দল। সময়টা তারা কাজে লাগাল কলকাতা ভ্রমণে। ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেট খেলেন লুকাস তোরেইরা, ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে দেখেন কোচ দিয়েগো ফোরলান।

বড় জয় স্পেন, ইংল্যান্ডের

মাদ্রিদ, ৪ অক্টোবর : উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্পেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল করেন লামিনে ইয়ামাল, রড্রি ও মিকেল মেরিনো। চেক প্রজাতন্ত্রের গোলস্কোরার জিরি স্লামা। ৮৫ মিনিটে ডিফেন্ডার লাদিস্লাভ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময়টা দশজনে খেলতে হয় চেক প্রজাতন্ত্রকে।

লিগের ম্যাচেই ক্রোয়েশিয়াকে ৭-০ গোলে চূর্ণ করে ইংল্যান্ড। ৮ মিনিটে প্রথম গোল হ্যারি কেনের। পরে তিনি আরও একটি গোল করেন। জোড়া গোল পেয়েছেন বুকায়ো সাকাও। অন্য তিনটি জুড়ে বেলিংহাম, অ্যান্থনি গর্ডন ও মরগ্যান রজার্সের।

ট্রফি নিয়ে একতিয়াশাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন একতিয়াশাল স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : একতিয়াশাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের একদিবসীয় ফুটবল ভূপেন রায় ও এসকে গ্রিল ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। তিলেশ্বরী স্কুল মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রানার্স সাহুডাঙ্গি মর্নিং ক্লাব। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড়, গোলকিপার ও ডিফেন্ডার যথাক্রমে সঞ্জয় টোপ্পো, রমেন রায় ও বিনোদ লোহার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনজনই একতিয়াশাল স্পোর্টসের।

ফাইনালে উঠে চাঁদমণি এফসিসি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার।

ফাইনালে চাঁদমণি এফসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল চাঁদমণি এফসিসি। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে উজ্জ্বল সংঘ এফসিসি-কে। জোড়া গোল করেন অনুষ্কা মুন্ডা। ম্যাচের সেরা হয়েছেন চাঁদমণির নিতিশা তির্কে। ফাইনাল হবে বুধবার।

সেরা রঞ্জু ভ্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ শ্রম কল্যাণ পর্ষদের অধীনে মংপু শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের আয়োজনে আন্তঃ বাগিচা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রঞ্জু ভ্যালি ডিভিশন। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে জিতেছে রাম্বি ডিভিশনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় খেলার মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল মোট ৮টি দল।

খেতাব কেশবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : সাউন্ড হেলথ সোসাইটির সুবলচন্দ্র জানা ট্রফি সারা বাংলা যোগাসনা এক্সেলেন্স কাপে রবিবার সামগ্রিকভাবে চ্যাম্পিয়ন হল কেশব রাউত। মাটিগাড়ার ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৩৬৫ জন অংশ নিয়েছিল।

রাজ্য স্কুল গেমসে খেলতে পশ্চিম মেদিনীপুর রওনার আগে শিলিগুড়ি দল।

শিলিগুড়ি কাবাডি দল রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের কাবাডির জন্য শিলিগুড়ি দল পশ্চিম মেদিনীপুর রওনা হল। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুজয় ঘোষ রায় জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতা সোমবার শুরু হবে।

চ্যাম্পিয়ন যুব

রাজগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : বলদাপুকুর যুব সংঘ ক্লাবের ভবানীশঙ্কর রায়, সুনীল দে সরকার ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকরা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে হারিয়েছে মান্তাদারি প্রধানপাড়া এফসি-কে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ফাইনালের সেরা মানব রায়। বিক্রম রায় হয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা।

HONDA

The Honda Joy Fest

This Festive Season, Bring Home a Honda.
Bring Home Happiness.

Cashback up to ₹10000#
Low ROI @5.99%*
Loan up to 100%*
Loan Tenure 60* Months
No Hypothecation*

For more information give a missed call on 7230032200
For dealer details scan the QR Code

IDFC FIRST Bank CREDIT CARDS# pine labs#

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 30th Nov 2026. #Up to 10% Instant Cashback (₹2000 - ₹10000) is available on all HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank Credit Cards (Tenure 6 months to 24 months). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 30th Nov 2026. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in